বসন্তের রাণী

শ্রীননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

১৫ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন হইতে

শ্রীরাজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশিত।

১৩১৮

 মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

প্রথম খণ্ড

বসন্তের রাণী

প্রথম পরিচ্ছেদ
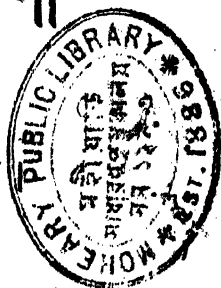
অনেক দিনের পর আবার বঙ্গদেশে বসন্ত আসিয়াছে। জানি না, কোন্ দেশ হইতে, কোন পুলকময়, অমৃতময় দিব্যধাম হইতে, কোন্ মোহমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, কোন্ সুখস্বপ্ন হইতে জাগরিত হইয়া, অনঙ্গসখা, আবার সেই ভুবনমোহন রূপে ভুবন ভুলাইয়া, ভূতলবাসিগণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল! প্রকৃতির শ্যামল বক্ষে, সমীরণের সুশীতল স্পর্শে, বনস্পতির মোহন বেশে, ফুলদলের চারু হাস্যে, যামিনীর সুরভি নিশ্বাসে, আপন আবির্ভাব নরলোকে ঘোষণা করিয়া, আবার বসন্ত আসিয়া দেখা দিল।

নিশাবসানে অশোকপুর গ্রামের পার্শ্বে ত্রিস্রোতা নদী একখানি ক্ষুদ্র নৌকা বক্ষে লইয়া নৃত্য করিতেছিল। শুক্লদশমীর শশধর অস্ত গিয়াছে। যেন আবার হয়তো শশী ফিরিয়া আসিবে, আশা করিয়া, তারাদল এখনও জাগিয়া, চাহিয়া

রহিয়াছে। বসন্ত-সমাগমে অধীরা, চঞ্চলা, ত্রিস্রোতা নাচিয়া নাচিয়া, সরোষে, অভিমানে, তরণীদেহে বারবার তরঙ্গপ্রহার করিয়া, যেন তরণীকে তাহার সেই চঞ্চল স্রোতে ভাসিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিতেছিল। মাঝিরা দৃঢ়বন্ধনে নৌকা বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, নহিলে সে এতক্ষণ দুর্দ্দম স্রোতে কোথায় ভাসিয়া যাইত। এ জগতে কত জীবন-তরণী, মাঝির শিথিল বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, এইরূপ বসন্তের আবেগময় স্রোতে ভাসিয়া, অতল জলে ডুবিতেছে।

নদীপার্শ্বে একটী কিশোরী রমণী, একজন যুবকের কাঁধের উপর হাত রাখিয়া, নীরবে দাঁড়াইয়াছিল। কিশোরীর ললাটের স্বেদ-বিজড়িত অলকদাম তরঙ্গিণীর বীচিবীক্ষোভশীতল বসন্তানিল-স্পর্শে কম্পিত হইল। তাহার উচ্চ উরস একবার দীর্ঘনিশ্বাসে স্পন্দিত হইল। রমণী একবার সেই আবেগময়ী, চঞ্চলা তরঙ্গিণীর দিকে চাহিয়া যুবককে বলিল, "তুমি কি মনে কর, আমি এখনও ক'নে বউ ?"

যুবা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "না! তুমি যে এখন আমার ঘরের গৃহিণী, আমার জীবনের চিরসঙ্গিনী!"

রমণী বলিল, "তবে আমি তোমার সঙ্গে যাব না কেন ?"

যুবা বলিল, আমি তো তোমাকে কতবার ব'লেছি, আর আট মাস পরে, তুমি আমাকে যা ব'ল্‌বে, তাই ক'র্‌ব। এখন আরও আট মাস আমি পরাধীন, তা তো জান।"

"তুমি নিজে ইচ্ছা ক'রে পরাধীন থাক্‌বে, তাতে আর কে

কি ক'র্‌বে? তুমি এখন আর কচি খোকা নহ, আমিও ক'নে বউ নহি, যে গোবর্দ্ধন ঘোষাল যা ব'লবে, তাই ক'র্‌তে হবে। কেন? আমিও যদি তোমার সঙ্গে কলিকাতায় যাই, তাতে কি ক্ষতি? তুমি একাকী কলিকাতায় চ'লে যাবে, আর আমি এখানে একাকিনী থাক্‌ব, এই যদি গোবর্দ্ধনের বুদ্ধিতে সৎ-পরামর্শ হ'য়, তবে ওর বুদ্ধি ওরি কাছে থাক্, আমি ও কথা শুন্‌তে চাই না।"

"তুমি বুঝ্‌তে পার্‌চ না, গোবর্দ্ধন ঘোষালের মতে কাজ করা এখন আমাদের লোকতঃ ধর্ম্মতঃ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যখন পিতা উইল ক'রে গিয়েছেন যে, আমার একুশ বৎসর পর্য্যন্ত গোবর্দ্ধন ঘোষাল আমাদের অভিভাবক থাক্‌বেন, তখন যদি তাঁর কথা না শুনি, তা হ'লে পিতার আজ্ঞার বিরুদ্ধে কাজ ক'র্‌তে হয়, তাঁর আদেশ লঙ্ঘন ক'র্‌তে হয়।"

"বাবা কি উইলে ইহাও লিখে গিয়েছেন যে, তুমি কলি-কাতায় চ'লে যাবে, আর আমি তোমাকে ছেড়ে একলা এখানে থাক্‌ব?"

যুবা রমণীর হাত আপন করপুটে লইয়া বলিল, "তা লিখে যান নাই সত্য, কিন্তু যখন এতদিন গোবর্দ্ধন যা ব'লেছেন, তাই ক'রে এসেছি, তখন আর এই কয়েকটা দিনের জন্য, তাঁর মতের বিরুদ্ধে কাজ ক'রে, অকারণ কেন তাঁর মনে ক্লেশ দিই? আর আট মাস পরেই আমার একুশ বৎসর সম্পূর্ণ হবে। তখন তো আমরা স্বাধীন হব।"

"তুমি তো ব'লূলে আট মাস! কিন্তু এই আট মাস যে আমার পক্ষে আট বছর, তা তুমি কি জানবে? যদি আমি তোমার সঙ্গে গেলে, কোন অন্যায় কাজ করা হ'ত, তা হ'লে নিশ্চয়ই আট মাস কেন, আট বছর তোমাকে ছেড়ে এখানে থাক্‌তেম। তুমি তো এই সে দিন কলিকাতা থেকে ফিরে এসেছ, তবে আবার এত তাড়াতাড়ি তোমাকে পাঠিয়ে দিবার কি দরকার ছিল? আর তাই যদি হ'ল, তবে আমিই বা তোমার সঙ্গে কেন যাব না?"

"তুমি তো জান, আমার বিশ্বাস, যতদিন গোবর্দ্ধন বাবার উইল অনুসারে আমাদের অভিভাবক থাকবেন, ততদিন তাঁর মতের বিরুদ্ধে, ভাল হউক আর মন্দ হউক, কোন কাজ ক'রলে, তাতে অধর্ম্ম হবে। তুমি তো সকলি বুঝ্‌তে পারচ।"

রমণী দৃঢ় স্বরে, ঈষৎ পরুষ বচনে বলিল, "হাঁ! আমি সব বুঝ্‌তে পারচি, তাই ব'লচি, আমি তোমার সঙ্গে যাব!"

যুবা আবার বলিল, "আমি ব'লচি, আর একবার আমার কথা শুন! আমি দু'মাস পরে আবার এখানে তোমার কাছে ফিরে আসব।"

রমণী যুবার হাত হইতে আপন করপুট সবলে বিমুক্ত করিয়া সরোষে বলিল, "তবে যাও!"

যুবতী দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল। কিঞ্চিৎ দূরে একটী পরিচারিকা দাঁড়াইয়াছিল। সে রমণীর পশ্চাতে দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে কি জিজ্ঞাসা করিল। যুবতী পরিচারিকার

কথার উত্তর না দিয়া, অদূরবর্ত্তী প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। যুবা কিয়ৎক্ষণ নীরবে সেইখানে দাঁড়াইয়া, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, ধীরে ধীরে নদীতীরে নৌকার অভিমুখে অগ্রসর হইল।

যেখানে দাঁড়াইয়া যুবক-যুবতী এতক্ষণ কথোপকথন করিতেছিল, তাহার নিকটে, নদীপার্শ্বে, একটী বিষ্ণুমন্দির ছিল। সেই বিষ্ণুমন্দিরে একজন বৃদ্ধ বসিয়াছিল। যুবক-যুবতীর কথোপকথন আরম্ভ হইবামাত্র সে বাহিরে আসিয়া, মন্দির-প্রাচীরে পৃষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া দাঁড়াইয়া, অনন্যদৃষ্টিতে তাহাদিগকে দেখিতে লাগিল ও একাগ্রমনে তাহাদের কথা শুনিতে লাগিল। যুবক-যুবতী তাহাকে দেখিতে পাইল না। বৃদ্ধ অন্তরালে, অন্ধকারে দাঁড়াইয়া সব দেখিল, সকল কথা শুনিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অশোকপুর গ্রামের জমীদার ঘনশ্যাম বসু, তিন বৎসর হইল, দুইটী পুত্র রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বেই তাঁহার পত্নী-বিয়োগ হইয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নীলাম্বরকে পাঠক দেখিয়াছেন। কনিষ্ঠ পুত্র বিনোদ-লালের বয়স বার বৎসর। সে অশোকপুরে তাহার পিতার প্রতিষ্ঠিত গ্রাম্য বিদ্যালয়ে ইংরাজী ও সংস্কৃত পড়ে। নীলাম্বর কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন শেষ করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিয়া, সম্প্রতি অশোকপুরে আসিয়াছিলেন। ঘনশ্যাম বসুর উইল অনুসারে, তাঁহার পুরাতন কর্ম্মচারী গোবর্দ্ধন ঘোষাল নীলাম্বরের একুশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্তি অবধি তাঁহার যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তির অভিভাবক থাকিবেন। আর আট মাস পরে নীলাম্বরের একুশ বৎসর বয়স সম্পূর্ণ হইবে। নীলাম্বর অশোকপুরে আসিয়া শুনিলেন, গোবর্দ্ধন ঘোষালের ইচ্ছা যে, তিনি অশোকপুরে না থাকিয়া এই আট মাস কলি-কাতায় তাঁহার পৈতৃক ভবনে বাস করেন। নীলাম্বর এতদিন পরে কলিকাতা হইতে বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া এ প্রস্তাবে কিছু বিস্মিত ও অসন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু তিনি কাহারও নিকট কিছু আপত্তি করিলেন না। তাঁহার বিশ্বাস, তাঁহার স্বর্গীয় পিতা যাঁহাকে অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন, নিয়োজিত সময়

অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার ইচ্ছামত কাজ না করিলে, পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হইবে। সুতরাং দুই সপ্তাহ মাত্র অশোকপুরে থাকিয়া, তাঁহাকে আবার কলিকাতার বাটীতে ফিরিয়া যাইতে হইল। নীলাম্বরের ভার্য্যা অনঙ্গমোহিনী, পরিচারিকাকে গোবর্দ্ধনের নিকট পাঠাইয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তিনিও স্বামীর সঙ্গে কলিকাতার বাটীতে যাইবেন। কিন্তু গোবর্দ্ধন, কি কারণে কেহই জানে না, ইহাতে অসম্মত হইলেন। অগত্যা নীলাম্বরকে, অনঙ্গমোহিনীর বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও, তাঁহাকে অশোকপুরে রাখিয়া, কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে হইল। তাঁহার জন্য গ্রামের ঘাটে নৌকা প্রস্তুত ছিল। তিনি নৌকার নিকটে আসিয়া একজন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই? নায়েব মহাশয় কোথায়? তিনি আমার যাবার পূর্ব্বে এইখানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌বেন ব'লেছিলেন।"

ভৃত্য উত্তর করিল, "আমি এইমাত্র দেখে এলেম, তিনি এখনও যোগাসনে ব'সে আছেন।"

নীলাম্বর বলিলেন, "এতক্ষণে তাঁর যোগভঙ্গ হ'য়ে থাক্‌বে। তাঁকে সংবাদ দিয়ে এস, আমার নৌকা প্রস্তুত হ'য়েছে, আমি এখনি যেতে ইচ্ছা করি।"

কিয়ৎক্ষণ পরে নায়েব গোবর্দ্ধন ঘোষাল নীলাম্বর বাবুর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই অস্পষ্ট উষালোকেও স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল, নায়েব মহাশয়ের ললাটে তিনটী শ্বেত চন্দনের রেখা। তাঁহার আধ-পাকা চুলের উপর সুদীর্ঘ টীকি

দোদুল্যমান ও তাহাতে দুইটী তুলসীপত্র বাঁধা। তাঁহার স্কন্ধে নামাবলি, তাহাতে বড় বড় অক্ষরে হরিনাম লেখা। এ সকলের উপর, তিনি যে পরম ভক্ত তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ, তাঁহার দন্তহীন মুখ হইতে অবিরাম হরিনাম নিঃসৃত হইতেছে, আর তাঁহার অতি ক্ষুদ্র, কুঁচের মত লাল চক্ষু দু'টী প্রেমাশ্রুতে বিগলিত হইয়া, এক একবার মুদ্রিত আবার উন্মীলিত হইতেছে।

নীলাম্বর নায়েব মহাশয়কে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "তবে অনুমতি করুন, আমি এখন যাই।"

গোবর্দ্ধন সাশ্রুনয়নে বলিলেন,"চিরজীবি হও, বৎস! অহো! এত দিন পরে তোমার সাক্ষাৎলাভ ক'রে, আবার তোমাকে দূরদেশে পাঠাতে হ'ল, এতে যে আমার অন্তর কত ব্যাকুল হ'চ্চে, তা ভগবানই জানেন। কিন্তু—মায়া! মায়া! কৃষ্ণ হে, তোমার অনন্ত মহিমা!—তা এত শীঘ্র তোমাকে কলিকাতায় পাঠালেম, তাতে হয়তো তুমি আমার উপর মনে মনে কতই অসন্তুষ্ট হ'য়েছ। কিন্তু তাহার কারণ জানতে পার্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌বে, কেবল তোমার মঙ্গলের জন্যই আমাকে এরূপ ক'র্‌তে হ'ল। এই তিন বৎসর কাল, কর্ত্তামহাশয়ের স্বর্গারোহণের দিন থেকে, কেবল তোমার মঙ্গল অনুক্ষণ চিন্তা ক'র্‌চি।—হরি হে! তোমারই ইচ্ছা।—তবে কি কারণে তোমাকে এখন কলিকাতায় পাঠাচ্চি, যাবার পূর্ব্বে তাও তোমাকে ব'লে রাখা আবশ্যক।"

নীলাম্বর উত্তর করিলেন, "সে সকল কথা আমাকে বোঝা-বার জন্য আপনাকে ক্লেশ স্বীকার ক'র্‌তে হবে না। আপনি আমার সম্বন্ধে যা কিছু ক'র্‌বেন, সে কেবল আমারি মঙ্গলের জন্য, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

গোবর্দ্ধন হাসিয়া বলিলেন, "তোমার মত বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ বালক যে তা অনায়াসেই বুঝ্‌তে পার্‌বে, তা আমি জানি। তোমার স্বর্গীয় পিতা আমার মুখ দেখ্‌লে আমার মনের ভাব বুঝ্‌তে পার্‌তেন। তিনি অকালে ইহ সংসার পরিত্যাগ ক'রে তোমাদিগকে আমার হাতে সমর্পণ ক'রে গিয়াছেন, আর তাঁর অতুল বিভব-সম্পত্তি আমার মত সামান্য, হীনবুদ্ধি লোকের হাতে দিয়ে গিয়েছেন, এতে কেবল তাঁরই নিজের মহত্ত্বের পরিচয় দেওয়া হ'য়েছে, আর আমার উপর তাঁর যে অটল বিশ্বাস ছিল, তাহাই জগৎ সমক্ষে প্রকাশ করা হ'য়েছে। আর তুমি বোধ হয় জান, অন্যের কথা কি, যার সঙ্গে আমার একবার মাত্র সাক্ষাৎ হয়েছে, সেই জান্‌তে পেরেছে—আমি সংসারত্যাগী বৈরাগী। তবে তোমার স্বর্গীয় পিতা অনুগ্রহ ক'রে আমার উপর যে গুরু ভার অর্পণ ক'রেছেন, তাই বহন কর্‌বার জন্য, আমাকে এতদিন এ সংসার-বন্ধনে থাকৃতে হ'য়েছে। কিন্তু আর অধিক দিন অবশিষ্ট নয়, আর আট মাস মাত্র। এই আট মাস কোন ক্রমে অতিবাহিত ক'রে, এই গুরু ভার মস্তক হ'তে নামাতে পার্‌ব। তখন তোমার অতুল বিভব-সম্পত্তি সকলি তোমার হস্তে সমর্পণ ক'রে, সংসার পরিত্যাগ ক'রে, হরিনাম

জপে অবশিষ্ট জীবন যাপন ক'র্‌ব।—হরি হে! তুমিই জান।—তাই আমি স্থির ক'র্‌লেম এই আট মাস তুমি কলিকাতায় থেকে জমীদারী সম্বন্ধে সকল বিষয়ে শিক্ষালাভ ক'র্‌বে।"

"আপনার যা অভিরুচি, তাতে আমার কোন অমত নাই।"

গোবর্দ্ধন বলিলেন, "আর একটি কথা। তুমি বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্; তোমাকে অধিক বলা অনাবশ্যক। আমার মতে বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম্মনীতি শিক্ষা ইহলোক ও পরলোকের জন্য নিতান্ত আবশ্যক। সেই জন্য আমি স্থির ক'রেছি, এই আট মাস কলিকাতায় আমার ইষ্টগুরু প্রেতোদ্ধার পরমহংস সর্ব্বদা তোমার নিকটে থেকে, তোমাকে সংসারের অসারতা সম্বন্ধে উপদেশ দিবেন, আর সেই অখণ্ডমণ্ডলাকার হরির চরণে যাতে তোমার মতি-গতি হয়, সে বিষয় সর্ব্বদা শিক্ষা দিবেন।—কৃষ্ণ হে! তুমিই সার, তুমিই পরাৎপর!—তবে, বৎস! প্রভাত হ'য়েছে, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। আশীর্ব্বাদ করি, দয়াময় হরি তোমাকে সকল বিপদ হ'তে রক্ষা করুন।—হরি হে! তোমারই ইচ্ছা!"

নীলাম্বর নৌকায় উঠিলেন। নৌকা বন্ধনমুক্ত হইয়া, নাচিতে নাচিতে, তরঙ্গদলের সঙ্গে কেলি করিতে করিতে, বসন্ত পবনে হেলিয়া দুলিয়া ছুটিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—*—

গোবর্দ্ধন ঘোষাল বিষ্ণুমন্দিরে ফিরিয়া আসিয়া, একাকী বসিয়া বিষণ্ণ মনে কি ভাবিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া দ্রুতপদে কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন ও আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "এই ঠিক্! এখন দেখি, কোথাকার জল কোথায় মরে!" নায়েব মহাশয় উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "কোই হায় রে!"

আট-দশজন ভৃত্য দৌড়িয়া আসিয়া জোড়হাতে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। নায়েব মহাশয় তাহাদের একজনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কিশন্ সিং! শীঘ্র একবার রায় মহাশয়কে এখানে সঙ্গে নিয়ে আয়। তাঁকে বল্, তাঁর সঙ্গে এখনি বিশেষ প্রয়োজন আছে।

কিংশন্ সিং, নায়েব মহাশয়কে প্রণাম করিয়া, তাঁহার আজ্ঞা পালনের জন্য দ্রুতপদে চলিল। নায়েব মহাশয় অন্যান্য ভৃত্যগণকে বলিলেন, "তোমরা এখন আপন আপন কার্য্যে যেতে পার।"

ভৃত্যগণ চলিয়া গেলে গোবর্দ্ধন আবার পদচারণা করিতে করিতে আপনাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"গোবর্দ্ধন ঘোষাল! তুমি আগে কি ছিলে, এখন কি হ'য়েছ? বিশ বৎসর পূর্ব্বে তুমি ঘুঁটে বিক্রী ক'রে, ঘনশ্যাম বসুর বাগানের ফল চুরি ক'রে বেচে, উদরান্নের সংস্থান ক'র্‌তে! আর আজ তোমার রাজার মত মান-সম্ভ্রম। আজ তোমার প্রতাপে, বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়! দশ বছর আগে যাঁরা তোমাকে অবজ্ঞা ক'রে "গুব্‌রে-পোকা" ব'লে উপহাস ক'র্‌ত, আজ তারা জোড় হাত ক'রে তোমার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। তোমার সঙ্গে কথা কহিতে আজ তাদের সাহস হয় না। এ কেবল তোমার নিজের প্রখর বুদ্ধির জোরে। এখন কি তবে অতুল মান-সম্ভ্রম, এই অখণ্ড প্রতাপ বজায় রাখ্‌তে পার্‌বে না? আর আট মাস পরেই কি সব শেষ হ'য়ে যাবে?—না! না! এ অসম্ভব। যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বলে সে দিনকার সেই "পেয়ারা-চোরা" "গুব্‌রে-পোকা" আজ "প্রবল-প্রতাপ নায়েব মহাশয়" হ'য়েছে, সেই বুদ্ধির দৌড়ে আজিকার মত এইরূপ মান-সম্ভ্রম চিরকাল বজায় রাখ্‌বে!—আরে এই যে, দুর্ল্লভ ভায়া! এস, এস!"

দুর্ল্লভ ভায়া এক জোড়া অতি বৃহৎ, ঘনসন্নিবিষ্ট, আধপাকা গোঁফ মুখের উপর লইয়া নায়েব মহাশয়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ইঁহার নাম—দুর্ল্লভ চন্দ্র রায়। অশোকপুরে ইঁহার পৈতৃক নিবাস। ইনি রঙ্গপুরে মোক্তারি করেন। মধ্যে মধ্যে অবকাশমত, অথবা কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে, অশোকপুরে আসিয়া থাকেন।

নায়েব মহাশয় চারিদিক দেখিয়া, দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি আবার দুর্লভ রায়কে সাদরসম্ভাষণে বলিলেন, "আজ কাল যে দেখ্‌ছি, দুর্লভ ভায়ার দর্শন বড়ই দুর্লভ হয়ে উঠেছে। তা এখন ব'স, ভায়া! আজ একটি বড় প্রয়োজনীয় বিষয়ে তোমার পরামর্শ লওয়ার দরকার হ'য়েছে।"

দুর্লভ রায় কোন কথা না বলিয়া, গালিচার উপরে গোবর্দ্ধন ঘোষালের সম্মুখে বসিয়া, একটু মৃদু হাস্য করিয়া, একবার প্রখর দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার গোঁফ নাকের নীচে আসিয়া পড়িল ও তাঁহার নাক গোঁফের উপর পড়িল।

গোবর্দ্ধন পুনরায় বলিলেন, "এখন, ভায়া! যে প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য তোমার পরামর্শ আবশ্যক, তা তুমি বুঝ্‌তেই পেরেছ।"

রায় মহাশয় গম্ভীর ভাবে মস্তক নাড়িয়া বলিলেন, "কিছুমাত্র না।"

"তবে, ভায়া! বলি শুন। নীলাম্বরকে আপাততঃ কিছু দিনের জন্য কলিকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছি, তা অবশ্যই শুনে থাক্‌বে। কিন্তু আর আট মাস পরে আমার দশা কিরূপ হবে বল দেখি? আজিকার মান-সম্ভ্রম আট মাস পরেই তো সব শেষ হ'য়ে যাবে! এ কথা মনে ক'র্‌তে গেলেই প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে উঠে!"

রায় মহাশয় বলিলেন, "বুঝ্‌লেম, আট মাস পরে নীলাম্বর

স্বাধীন হবেন, সে কথা ব'ল্‌চেন। তা এর জন্য এত চিন্তিত হবার তো কোন বিশেষ কারণ দেখ্‌চি না।"

"সে কি, ভায়া! কি ব'ল্‌লে? চিন্তিত হবার কারণ নাই? আমি ঘনশ্যাম বসুর অতুল সম্পত্তির সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা ব'লে, আজ যে হাজার হাজার লোক আমাকে তোষামোদ ক'র্‌চে, তখন কি আর তারা আমাকে গ্রাহ্য ক'র্‌বে? তখন কি আর দেশ-বিদেশ থেকে লোক এসে, টাকার উপর টাকা, মোহরের উপর মোহর, আমার পায়ের তলায় রেখে, হাত জোড় ক'রে আমার আজ্ঞার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকিবে? তখন কি আজিকার মত এই দেশব্যাপী জমিদারী ও এই রাজার মত স্বর্ণ অট্টালিকার মালিক আর আমি থাক্‌ব?"

রায় মহাশয় বলিলেন, "তা নাই বা থাক্‌লেন, তাতে আপনার ক্ষতি কি? এই তিন বৎসরে বা যোগাড় ক'রে নিয়েছেন, তা তো আর কেহ কেড়ে নিবে না। আপনি পায়ের উপর পা রেখে, রাজার হালে দিন কাটাবেন। আর বয়সও তো আপনার প্রায় ষাট বছর হ'ল। চতুর্থ পক্ষের যে বিবাহ ক'রেছেন, তাও আজ দশ বৎসরের অধিক হ'ল। সন্তান-সন্ততিরও বড় একটা সম্ভাবনা দেখ্‌ছি না। তাই ব'লচি, যা ক'রে নিয়েছেন, যে ক'দিন বাঁচ্‌বেন, আপনার পক্ষে যথেষ্ট। তবে আর অকারণ চিন্তা কর্‌বার কি প্রয়োজন?"

নায়েব মহাশয়ের মুখ শুখাইল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তোমার মুখে এসব

কথা শুন্‌তে হ'ল। এতদিন পরে তুমি কিনা মৃত্যুর কথা মুখে আন্‌লে? ষাট বৎসর বয়স হ'য়েছে ব'লে, আরও ষাট বৎসর, কিংবা আরও অধিক কাল যে বাঁচ্‌বনা, তা তুমি কি প্রকারে জান্‌লে? আমার ইষ্টগুরু প্রেতোদ্ধার পরমহংস বলেন,—"মৃত্যুর কথা কখনও মনে করিও না।"

রায় মহাশয় একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমার তো ইচ্ছা, আপনি চিরজীবী হ'য়ে থাকেন। তবে আমি ব'ল্‌চি, নীলাম্বর বাবু সেই উইল অনুসারে আর আট মাস পরে স্বাধীন হবেন, এ কথা সকলেই জান্‌তে পেরেছে। এখন তো আর অন্যথা হবার কোন সম্ভাবনা নাই।"

গোবর্দ্ধন উত্তর করিলেন, "ভায়া! তুমি তো এতকাল দেখে এসেছ, বুদ্ধি খরচ ক'র্‌তে পার্‌লে উপায় আপনা হ'তেই এসে দেখা দেয়। এখন একবার মনে ভেবে দেখ দেখি, কি বিষম সমস্যা উপস্থিত! আর আট মাস পরে ঘনশ্যাম বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র নীলাম্বর স্বাধীন হবে! তা হ'লে আমি আর কে? আর তুমি যে প্রতি বৎসর পাঁচ হাজার পাচ্চ, তাও তো বন্ধ হ'য়ে যাবে! তবে বল দেখি, আমাদের দু'জনের এত কালের পরিপক্ক বুদ্ধি খরচ কর্‌বার উপযুক্ত সময় এর অপেক্ষা আর কবে হবে?"

রায় মহাশয় বলিলেন, "কি উপায় অবলম্বন ক'র্‌তে ইচ্ছা করেন?"

নায়েব মহাশয়ের ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটী হঠাৎ একবার বুজিয়া গেল।

তিনি উত্তর করিলেন, "উইল অনুসারে, নীলাম্বরের একুশ বৎসর বয়স হ'লে সে স্বাধীন হবে সত্য, কিন্তু তার সঙ্গে আরও একটী অতি প্রয়োজনীয় সর্ত্ত আছে, তা কি তোমার মনে নাই? যদি মনে না থাকে, তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিই, শোন। উইলে লেখা আছে—"যদি একুশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব্বে নীলাম্বরের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমার (ঘনশ্যাম বসুর) কনিষ্ঠ পুত্র বিনোদলাল যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে। কিন্তু তাহারও একুশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্তি অবধি শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন ঘোষাল সেই সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির একমাত্র অভিভাবক থাকিবেন।"—কেমন? এতে তো কোন সন্দেহ নাই? তাই ব'লচি, ঘনশ্যাম বসুর কনিষ্ঠ পুত্রের বয়স এখন বার বৎসর মাত্র। যদি এই আট মাসের মধ্যে নীলাম্বর এ পৃথিবীতে না থাকে, তা হ'লে আমি আপাততঃ আরও নয় বৎসর কাল—অর্থাৎ বিনোদলালের একুশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত—অবাধে, অনায়াসে, বিনা আপত্তিতে, ঘনশ্যাম বসুর উইল অনুসারে, এখন যেমন আছি, তেমনই সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা থাকব। আর তোমার বাৎসরিক পাঁচ হাজার টাকায় কার সাধ্য হস্তক্ষেপ করে!"

অকস্মাৎ একবার দুর্লভ রায় মোক্তারের বহুকালের পুরাতন, লৌহবৎ কঠিন দেহ শিহরিয়া উঠিল! তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "যা ব'লচেন, সকলই বুঝতে পারচি, কিন্তু—"

"কিন্তু কি? স্পষ্ট ক'রে বল। এখন তো তুমি আর আমি

উভয়ে অভিন্ন-আত্মা। ইচ্ছা ক'রে না হ'ক্, পূর্ব্বাপর অবস্থা অনুসারে আমাদের দু'জনকে পরস্পরের মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাক্‌তে হ'বে। এখন আর আমাদের মনের ভাব গোপন করা কোন ক্রমেই সম্ভব নহে। তাই ব'ল্‌চি, যা ব'ল্‌ছিলে স্পষ্ট ক'রে বল।"

"আমি মনে মনে স্থির ক'রেছি, আর এ বয়সে বিদেশে না থেকে, কঠিন পরিশ্রমের মোক্তারি ব্যবসা থেকে অবসর ল'য়ে, নিজের পৈতৃক বাসস্থানে থেকে বিশ্রাম ক'র্‌ব। কিন্তু বাৎসরিক পাঁচ হাজার—"

গোবর্দ্ধন হাস্য করিয়া বলিলেন, "ভায়া! লোকে কথায় বলে, 'আয়নায় আয়নায় কোলাকুলি।' কিন্তু আমাদের তাতে প্রয়োজন নাই। এখন আর আমাদের লোহার ভীম প্রস্তুত ক'রে, ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে কোলাকুলি ক'র্‌তে দিবার কোন প্রয়োজন নাই। তাই ব'ল্‌চি, কাজটা সম্পন্ন হ'লে, পাঁচ হাজারের স্থলে সাত হাজার হবে।"

রায় মহাশয় কোনও উত্তর না দিয়া গম্ভীর ভাবে মস্তক হেলাইলেন।

নায়েব মহাশয় বলিলেন, "না হয়, আট হাজার।"

রায় মহাশয়ের মস্তক আবার নীরবে হেলিল।

গোবর্দ্ধন ঈষৎ পরুষ ভাবে বলিলেন, "দশ হাজার হ'লে তো আর কোন আপত্তি থাক্‌বে না?"

রায় মহাশয় কোন উত্তর করিলেন না। তাঁহার মাথাও

আর হেলিল না। তাঁহার নাক গোঁফের উপর ও গোঁফ নাকের নীচে আসিয়া পড়িল।

গোবর্দ্ধন তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "কোন প্রকার লেখা-পড়ার তো প্রয়োজন নাই ?"

রায় মহাশয় বলিলেন, "আপনার বাচনিক অঙ্গীকারই যথেষ্ট। তবে বলা বাহুল্য, উইল দু'খানি পূর্ব্বের মত আমারই নিকট থাক্‌বে।"

"তা অবশ্য। তবে এখন এ কাজটা কি প্রকারে সম্পন্ন হবে, সে বিষয়ের জন্য আরও একটু বুদ্ধি খরচ আবশ্যক। আমি এক প্রকার স্থির ক'রেছি বটে, কিন্তু আরও একটু পাকাপাকি ক'রে, তারপর তোমাকে ব'ল্‌ব। এক সপ্তাহ পরে সব জান্‌তে পার্‌বে। কিন্তু এবার, ভায়া! একটু বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক হবে।"

দুর্লভ রায় গালিচা হইতে উঠিয়া, কোঁচান চাদরখানি কাঁধের উপর রাখিয়া ও তালতলার চটিজুতা পায়ে দিয়া, গোঁফ জোড়াটি সম্মুখে লইয়া চলিলেন। গোবর্দ্ধন ঘোষালও তাঁহার সঙ্গে উঠিয়া, খড়ম পায়ে দিয়া, নামাবলিখানি হরিনামাঙ্কিত শীর্ণ শরীরে বেষ্টন করিয়া, দ্বার খুলিলেন ও উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঘনশ্যাম বসুর বিপুল, বহুদূরবিস্তৃত, উচ্চ প্রাসাদ হইতে কিছু দূরে, আর একটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, অনতি-উচ্চ অট্টালিকা "বিষ্ণুমন্দির" নামে অভিহিত ছিল। ইহার একাংশে, বহুদিন পূর্ব্বে রাধাশ্যামের পাষাণ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বোধ করি সেই জন্য লোকে ইহাকে "বিষ্ণুমন্দির" বলিত। নায়েব গোবর্দ্ধন ঘোষাল স্বয়ং সপরিবারে এই "বিষ্ণুমন্দির" নামে অভিহিত দ্বিতল অট্টালিকায় বাস করিতেন। ভৃত্যগণ প্রায় সকলেই এইখানে তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিত। অতি অল্প-সংখ্যক দাসদাসী অপর প্রাসাদে থাকিত। এই বিষ্ণুমন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে একটী নিভৃত কক্ষ ছিল। এই কক্ষমধ্যে নাকি গোবর্দ্ধন ঘোষাল নিশাকালে, অবকাশ মত দিবাভাগেও, একাকী নির্জ্জনে বসিয়া যোগসাধনা করিতেন। তাঁহার বিনানুমতিতে এই কক্ষমধ্যে কাহারও প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। অশোক-পুরের আবালবৃদ্ধ সকলের বিশ্বাস, গোবর্দ্ধন ঘোষাল যে কেবল ভক্তচূড়ামণি পরম বৈষ্ণব, তাহা নহে, তিনি একজন মহাযোগী ও সিদ্ধপুরুষ। এই নির্জ্জন কক্ষমধ্যে পাঠক দুর্লভ রায় মোক্তা-রের সঙ্গে গোবর্দ্ধনের গোপনীয় কথোপকথন শুনিয়াছিলেন। আজ আবার দুই সপ্তাহ পরে তাঁহারা দুইজনে কি পরামর্শ করিতেছিলেন।

রায়। তবে যদি এই ঠিক্ হ'ল, আপনার নিজের হাতের লেখা পত্র পাঠানই কি ভাল হয় না? তা হ'লে আর নীলাম্বর বাবুর মনে কোনও সন্দেহ হবার সম্ভাবনা থাক্‌বে না। অন্যের হাতের লেখা হ'লে হয়তো সে এরূপ ভয়ঙ্কর, আকস্মিক সংবাদে অবিশ্বাস ক'র্‌তে পারে।

গোব। কি জান, ভায়া! সকল বিষয়েই পূর্ব্ব হ'তে সতর্ক হ'য়ে কাজ করা উচিত। কি জানি, আমার লেখা পত্র হ'লে, ভবিষ্যতে যদি কথাটা প্রকাশ হ'য়ে যায়, তা হ'লেই তো সর্ব্বনাশ! তুমি তো নানা রকমের হস্তাক্ষর লিখ্‌তে পার। তোমার হাতের লেখা হ'লে, আর কাহারও ধরা পড়্‌বার সম্ভাবনা নাই।

রায়। সে কথা সত্য বটে, কিন্তু আর একটী কথা ব'ল্‌ছিলেম। এত গোলযোগ না ক'রে কলিকাতার বাটীতেই তো কার্য্য সমাধা ক'র্‌তে পারেন।

গোব। আমি প্রথমে তাই মনে ক'রেছিলেম। কিন্তু আবার দেখ্‌লেম, তাতে বিপদের আশঙ্কা আছে। কলিকাতা শহরে চারিদিকে গোয়েন্দা, ডিটেক্‌টিভ পুলিস্। এত বড় একটা জমীদারের ছেলে খুন হ'লে মহা হুলস্থুল প'ড়ে যাবে। তাই অনেক চিন্তা ক'রে, শেষে স্থির ক'রেছি, তাতে কাজ নাই। এই চিঠি পেয়ে সে যে কিছুকালের জন্য সংসার ত্যাগ ক'রে, সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন ক'র্‌বে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি তারও উপায় অবলম্বন ক'রেছি। আমার গুরু-দেব প্রেতোদ্ধার স্বামী আজকাল দিনরাত তাকে সংসারের অসা-

রতা ও সন্ন্যাসধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিচ্চেন। তাই ব'লৃচি, একবার তাকে লোকালয় ছাড়িয়ে, একটা জঙ্গলে কিংবা পাহাড়ে এনে ফেলৃতে পার্‌লে হয়। তার পর সুবিধামত কার্য্য সাবাড় করা যাবে। আর কথায় ব'লৃচি, যদি তা নাই হ'ল, আর তার মনে একটা সন্দেহ জন্মাল, তাইতে সে চাঁদ-মুখখানা দেখ্‌বার আশায়, কলিকাতা ছেড়ে অশোকপুরে এসে প'ড়্‌ল,—তখন অন্য উপায় অবলম্বন করা যাবে। তখন কোন বে-আদব, বদ্‌মাইস্‌, দুষ্ট লোকের এ কাজ ব'লে, তাকে বুঝিয়ে দিয়ে, সেই লোকের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাবে।

রায়। সে চিঠিখানা কোথায়? দেখি, কি লিখেছেন।

নায়েব মহাশয় নামাবলির ভিতর হইতে একখানা পত্র বাহির করিয়া বলিলেন, "এই দেখ, আমি পত্রখানার কিয়দংশ তোমাকে প'ড়ে শুনাই—

"প্রাণাধিকেষু,

ভগবানের লীলা কে বুঝিতে পারে? কাহার ললাটে কি লেখা আছে, কাহার সাধ্য জানিতে পারে? যে ভয়ঙ্কর সংবাদ তোমাকে আজ শুনাইতেছি, তাহাতে আমার মত বৈরাগীর হৃদয়ও শোকে দুঃখে ব্যাকুল হইতেছে। অহো, বৎস! কি ভয়ঙ্কর সংবাদ! পরশ্ব রাত্রিকালে এ রাজভবনের লক্ষ্মীস্বরূপিণী বধূমাতা শ্রীমতী অনঙ্গমোহিনী বিসূচিকা-রোগে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে গিয়াছেন। কিন্তু সংসার অসার! সকলই হরির ইচ্ছা!"—ইত্যাদি।

তবে, ভায়া! এ চিঠিখানার নকল ক'রে ল'য়ে এস। দুই চারিদিনের মধ্যেই আমার পরম ভক্ত ও বুদ্ধিমান্ শিষ্য বামনদাসের হাতে পাঠিয়ে দিব। আর তাকে যা ব'ল্‌তে হবে ও ক'র্‌তে হবে, সে বিষয়ের সমস্ত উপদেশ দিব।"

রায় মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "এ সমস্ত বিষয় তো খুব বুদ্ধি খাটিয়ে ঠিক্ ক'রে রেখেছেন; কিন্তু এই অশোকপুর গ্রামের সকলেই জানে যে, এই কয়েকমাস পরেই আপনি নীলাম্বর বাবুর বিষয়-সম্পত্তি তাঁর হাতে সমর্পণ ক'রে, সংসার-ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'র্‌বেন, আর হরিনাম ধ্যানে ও যোগসাধনে, অবশিষ্ট জীবন যাপন ক'র্‌বেন। এখন এ সকল লোককে কি প্রকারে বোঝাবেন, বলুন দেখি?"

গোবর্দ্ধনের দন্তহীন মুখে গালভরা হাসি দেখা দিল। তিনি উত্তর করিলেন,—"তুমি তো সকলই জান, জগতের লোকগুলো কি মূর্খ! তারা মনে করে, সত্য সত্যই আমি এমনি অপদার্থ যে, একটা ঈশ্বর আছেন, একথা বিশ্বাস করি! অই যে পাথর দু'খানাকে কেটে কুটে, ভেঙে চুরে, দুইটা কিম্ভুতকিমাকার মূর্ত্তি গঠিত ক'রে, তার নাম দিয়েছে "রাধাশ্যাম", আমি নাকি সত্য-সত্যই অইটার পূজা করি, অই নির্জ্জীব জড়পদার্থটার প্রেমে গদ্‌গদ হ'য়ে নাকি ওর উপাসনা করি! আমি যে মূর্খগুলোর মন ভুলাবার জন্য, তাদের বাহবা নিবার জন্য, আর নিজের স্বার্থের জন্য, অই জোড়া পাথরদু'খানার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে গড়াগড়ি দিই,—নাকে তিলক লাগিয়ে, কপালে চন্দন মেখে, হরিনামলেখা নানা

রঙের নামাবলিখানা গায়ে দিয়ে সং সেজে বেড়াই, তা তারা বুঝ্‌তে পারে না! এই সকল লোককে যা ইচ্ছা করি, তাই বোঝাতে পারি, যে দিকে চাই, সেই দিকেই ফেরাতে পারি। মানুষের বুদ্ধি যে ঈশ্বর, আর তা ছাড়া দ্বিতীয় পরমেশ্বর যে কেবল কবির কল্পনা, তা তারা কি বুঝ্‌বে? তারা আমাকে পরম যোগী ব'লে কত ভক্তি করে, কিন্তু আমার যোগ যে কি, তা কেবল তুমি জান, আর আমি নিজে জানি। বুদ্ধি খাটিয়ে কার্য্য উদ্ধার করা, আর এই মূর্খের দলকে ধাঁধা লাগিয়ে হাতের মুঠির ভিতরে রাখার নামই যে যোগ, তা ছাড়া অন্য যোগ যে বাতুলের খেয়াল, তা কেবল তুমি বোঝ, আর আমি নিজে বুঝি।"

রায় মহাশয় একবার—একবার মাত্র—শিহরিয়া উঠিলেন! তিনি বলিলেন, "আর ওসব বাজে কথায় কাজ নাই। এখন এ চিঠিখানার নকল কবে চাই, তা বলুন।"

"দুই তিন দিনের মধ্যে দিলেই হবে।"

"তবে এই দুই তিন দিনের মধ্যে, দুই তিন রকমের হাতের লেখা নকল এনে আপনাকে দেখাব। সেই সব নকলের মধ্যে যেটী আপনার মনোনীত হবে, সেইটী আপনার ভক্ত শিষ্য বামনদাসের হাতে কলিকাতায় পাঠিয়ে দিবেন।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতার শাঁখারিটোলায় ঘনশ্যাম বসুর বাটির এক অংশে একটী নির্জ্জন দ্বিতল কক্ষে, সন্ধ্যার পরে নীলাম্বর একাকী মোমবাতির আলোক সম্মুখে বসিয়া যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ পড়িতেছিলেন। বাহির হইতে একজন উড়ে বেহারা পাখা টানিতেছিল। হঠাৎ পাখা বন্ধ হইয়া গেল, বেহারার হাত হইতে পাখার দড়ি সশব্দে পড়িয়া গেল ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে কি একটা শব্দ হইল। কে যেন আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। নীলাম্বর বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, কে একজন ভূতলে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। তিনি বলিলেন, "কে তুমি? কি হ'য়েছে?"

আগন্তুক হাত পা আছ্‌ড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "হায়! হায়! আমার অদৃষ্টে শেষে এই ছিল? আমি পরের কথায় এমন বোঝাটা নিজের ঘাড়ে কেন নিলেম? এর চেয়ে যে আমার মরণ ছিল ভাল!"

নীলাম্বর আবার বলিলেন, "কে তুই? কি হ'য়েছে তোর?"

"আহা হা! বড় বাবু মশায়! আমাকে চিন্‌তে পার্‌চেন না? আমি যে আপনারি নুন খেয়ে আজ এত বড় হ'য়েছি! আমি—বামনদাস। হায়! হায়! আমি কেন এমন কাজটা

হাতে নিলেম? কেন আমি ছুর্ম্মুখের মত রামচন্দ্রের কাছে এমন খবরটা নিয়ে এলেম?"

নীলাম্বর বলিলেন, "বামনদাস! তুই এখানে এসেছিস্? কি হ'য়েছে? আমাকে ব'ল্‌চিস্ না কেন?"

বামনদাস আবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আহা! বড় বাবু গো! আমি কেমন ক'রে তোমাকে সে কথাটা শোনাব? আমার জিবটা যে পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে যাচ্ছে। আমি যখন তিস্তানদীর ধারে শ্মশানঘাটে গিয়ে, সেই সোনার লক্ষ্মীর মুখখানা দেখ্‌লেম, তখনি কেন আমার প্রাণটা বেরিয়ে গেল না!"

নীলাম্বর চমকিয়া, শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, "কি সংবাদ? শীঘ্র বল্, ব'ল্‌চি!"

বামনদাস উঠিয়া বসিল ও বলিতে লাগিল, "আমার উপর রাগই কর, আর আমাকে কেটে ফেলে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দাও, আমি সে কথাটা মুখ থেকে বার ক'র্‌তে কখনই পার্‌ব না। নায়েব মহাশয় এই চিঠিখানা দিয়েছেন। এই চিঠিটা প'ড়ে দেখুন, সব জান্‌তে পার্‌বেন। আমি চ'ল্‌লেম। আমি এ রাজ্যে আর আপনাকে মুখ দেখাব না। আমি গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিয়ে ম'র্‌ব।"

বামনদাসের কাছায় গোবর্দ্ধনের পত্র দৃঢ় গ্রন্থিতে বাঁধা ছিল। বামনদাস পত্রখানি নীলাম্বরের হাতে দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

নীলাম্বর বাবু কম্পিত চরণে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া, দ্বার

রুদ্ধ করিলেন ও আলোক সম্মুখে বসিয়া পত্রখানি পাঠ করিলেন। তাঁহার ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইল, মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। একটী মাত্র দীর্ঘনিশ্বাসে তাঁহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইল। পত্রখানি সম্মুখবর্ত্তী টেবিলের উপর পড়িয়া গেল ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মস্তক চেয়ারের উপর লুটিয়া পড়িল। কিছু ক্ষণ পরে ভৃত্যগণ আসিয়া দেখিল, তাঁহার কক্ষের দ্বার রুদ্ধ। তাহারা জানালার ফাঁক দিয়া দেখিল, তিনি চেয়ারে ঠেস্ দিয়া অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় আছেন। তাহারা তাঁহাকে ডাকিল; কিন্তু কোন উত্তর পাইল না। তিনি নিদ্রিত আছেন ভাবিয়া, তাহারা বারংবার তাঁহাকে বিরক্ত করিতে সাহস করিল না। ক্রমে রাত্রি অধিক হইল। টেবিলের উপর যে মোমবাতি জ্বলিতেছিল, তাহা নিবিয়া গেল। কক্ষের অন্ধকার গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল। বিবিধশব্দময়ী মহানগরীর কোলাহল সুষুপ্তির মহামোহে বিলীন হইয়া গেল।

অকস্মাৎ নীলাম্বর যেন চেতনা লাভ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। আবার তখনি পূর্ব্বের মত অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় নিদ্রিত অথবা অচেতন হইলেন। তাঁহার মনে হইল, যেন তিনি অশোকপুর প্রাসাদে তাঁহার শয়ন-কক্ষে নিদ্রিত আছেন। কে যেন সেই শয়ন-কক্ষের দ্বার খুলিল। কাহার চঞ্চল চরণে যেন নূপুরধ্বনি হইল। সেই নূপুরের সঙ্গে যেন কাহার অনতি-উচ্চ রজত-নিক্কণের ন্যায় মধুর হাস্য-নিনাদ মিশিল। তিনি নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে যখন অনঙ্গমোহিনীর আগমন প্রতীক্ষা

করিয়া ঘুমাইয়া পড়িতেন, এইরূপ দ্বারোদ্ঘাটনের শব্দে, এই রূপ নূপুর-ধ্বনি সংমিলিত মৃদু হাস্যরবে, অকস্মাৎ তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইত। তিনি যেন সহর্ষ-হৃদয়ে, উৎসুক নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন। সহসা যেন সেই শয়ন কক্ষ বসন্ত-সমীরণ-স্পর্শে চঞ্চলা, তারাহার-ভূষিতা ত্রিস্রোতা নদীর নির্জ্জন, নীরব সৈকতে পরিণত হইল। আর সেই হাস্যমুখী, চঞ্চলা বালিকার চারু বদন অভিমানিনী, হতাদরে কুপিতা যুবতীর গাম্ভীর্য্যময়ী মুখশ্রী ধারণ করিল। যেন অঙ্গমোহিনী ভ্রূকুটি-কুটিল বঙ্কিম নয়নে নীলাম্বরের দিকে চাহিয়া, সাভিমানে, সাশ্রুনয়নে বলিল, "বুঝেছি তোমার ভালবাসা! তোমাকে এত ক'রে মিনতি ক'র্লেম, আমাকে তোমার সঙ্গে ল'য়ে চল, তুমি তা শুন্লে না! যেখানে এত অনাদর, এত অপমান, সেখানে আর আমি থাক্ব না।" যেন অনঙ্গমোহিনী বাহু-যুগল তুলিয়া, আলুলায়িত কেশরাশি পবন-সঞ্চালনে দুলাইয়া, নদীতে ঝাঁপ দিবার জন্য ছুটিল। যেন নীলাম্বর উচ্চরবে বলিলেন, "ক্ষমা কর, অনঙ্গ! আর আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।" নীলাম্বর অনঙ্গমোহিনীকে ধরিবার জন্য ছুটিলেন। সবলে, সশব্দে কক্ষের রুদ্ধ কপাটে প্রতিহত হইয়া তিনি পড়িয়া গেলেন। শব্দ শুনিতে পাইয়া, নিদ্রিত ভৃত্য-গণ জাগিয়া উঠিয়া, কক্ষ-সমীপে দৌড়িয়া আসিল। তাহারা কক্ষদ্বারে করাঘাত করিয়া নীলাম্বর বাবুকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল। তখনও কোন উত্তর না পাইয়া, অবশেষে তাহারা

কপাট ভাঙ্গিয়া, আলোক লইয়া কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহাদের সঙ্গে বামনদাস আসিয়া, টেবিলের উপর হইতে সেই পত্রখানা লইয়া, বাহিরে চলিয়া আসিল। তাহাকে কেহ দেখিতে পাইল না।

ভৃত্যগণ দেখিল, কক্ষদ্বারের পার্শ্বে নীলাম্বর বাবুর সুন্দর সুকুমার, অনিন্দ্যকান্তি বীরদেহ, আকাশচ্যুত পূর্ণশশীর ন্যায়, ধূলায় লুণ্ঠিত! তাঁহার ললাট হইতে রক্তধারা বহিতেছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।
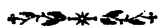
কলিকাতায় ঘনশ্যাম বসুর বাটী হইতে কিছুদূরে গোবর্দ্ধন ঘোষালের ইষ্টগুরু প্রেতোদ্ধার পরমহংস একাকী থাকিতেন। তিনি কয়েক দিন হইতে নীলাম্বরকে সংসারের অসারতা সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিতেছিলেন। নীলাম্বর সংজ্ঞালাভ করিয়া একটু পরেই প্রেতোদ্ধারকে সঙ্গে লইয়া আসিবার জন্য একজন ভৃত্যকে আদেশ করিলেন। প্রেতোদ্ধারের সঙ্গে নীলাম্বরের অনেক কথোপকথন হইল। পরদিন প্রত্যুষে তাঁহারা দুইজনেই কোথায় চলিয়া গেলেন। কোথায় গেলেন, কেহই জানিতে পারিল না। ভৃত্যগণ অনেক স্থানে তাঁহাদের অন্বেষণ করিল, কিন্তু কোন সন্ধান পাইল না।

দুই সপ্তাহ পরে, অশোকপুর-প্রাসাদের অন্তঃপুরে একটি নিভৃত কক্ষমধ্যে অনঙ্গমোহিনী একাকী বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন। তাঁহার পরিচারিকা বামা আসিয়া বলিল, "বলি, বউদিদি! এখনও ওখানে বসে র'য়েছ? একবার বাহিরে এসে দেখ দেখি, কত বেলা হ'য়েছে?"

অনঙ্গমোহিনী বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বামা আজ নায়েবের কাছে গিয়েছিলি? সে কি ব'ল্‌লে, বল্‌।"

বামা বলিল, "বউ দিদি! তোমার পায়ে পড়ি, আর

আমাকে কখনও অই বানর-মুখো মিন্‌সেটার কাছে পাঠিও না। ওর মুখ-খিচুনি আমার সহ্য হয় না। আমি সবেমাত্র এই কথাটী ব'লেছি যে, বউদিদি ব'ল্‌লেন, তিনি দিন কতকের জন্য একবার কলিকাতায় যেতে ইচ্ছা করেন। মিন্‌সেটা বানরের মত মুখভঙ্গী ক'রে ব'ল্‌লে, সে দিন ত তোকে ব'ল্‌লেম, নীলাম্বর বাবু ফিরে না এলে ওসব হবে না। আবার যে বড় এখানে এলি ?"

অনঙ্গ। সেখানে আর কে ছিল ?

বামা। সেই ঝাঁটা-গুঁফো মোক্তারটার সঙ্গে কি পরামর্শ হ'চ্ছিল। সে নায়েব মিন্‌সের মুখ-খিচুনি দেখে, খ্যাক্‌শিয়ালির মত খক্‌-খক্‌ করে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

অনঙ্গ। তবে, বামা! এখন কি করি, তা ব'ল্‌তে পারিস্‌ ? আজ আমার কিছুই ভাল লাগ্‌চে না। এমন তো কখনও হয় না!

বামা। তা কি ক'র্‌বে বল। দাদাবাবু শীঘ্রই তো আবার আস্‌বেন।

অনঙ্গ। তিনি যাবার সময় আমাকে ব'লে গিয়েছিলেন যে, দু'মাসের মধ্যেই আবার আস্‌বেন। আজ দু'মাসের উপর আরও তিন সপ্তাহ হয়ে গেল!

বামা। তুমি যেন মনের মধ্যে এক একটী ক'রে খড়ির দাগ দিয়ে গণনা ক'রে রেখেছ, তিনি পুরুষ মানুষ, তিনি তো আর তা ক'র্‌বেন না! দু'মাস ব'লে গিয়েছিলেন, না হয়

তিনমাস পরেই এলেন। তা বলে কি এতই উতলা হ'তে হয়? দাদাবাবুর চিঠি কত দিন পাও নাই?

অনঙ্গ। প্রায় এক মাস হ'ল তাঁর কোন চিঠি পাই নাই। প্রথমে কিছুদিন চিঠি না পাবার কথা। কিন্তু এখন কেন লিখ্‌ছেন না, তা তো কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

বামা। এর মানে কি? আমি তো বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।

অনঙ্গ। তিনি সে দিন যখন, আমাকে সঙ্গে ল'য়ে যাবার জন্য আমার এত অনুরোধ, এত মিনতি অবহেলা করে, আমাকে এখানে একাকিনী রেখে চ'লে গেলেন, আমার বড়ই অপমান বোধ হ'ল। তাই যখন তিনি কলিকাতায় পৌঁছে আমাকে চিঠি লিখ্‌লেন, আমি তাঁর সেই চিঠির উত্তরে লিখে দিলেম যে, যত দিন আবার এখানে ফিরে এসে আমাকে সঙ্গে ল'য়ে না যান, ততদিন আমাকে চিঠি লেখা দূরে থাকুক, আমার নামও যেন মুখে না আনেন।

বামা। তুমি তাঁকে এমন কথা কেন লিখ্‌লে? হয়তো সেই জন্যই তিনি রাগ ক'রে তোমাকে চিঠি লেখেন না। কাছে থাক্‌লে যাই হ'ক্‌, পুরুষ মানুষ কাছ ছাড়া হ'লে কি আর মেয়ে মানুষের এত অভিমান খাটে?

অনঙ্গ। অন্য পুরুষের নিকট না খাট্‌তে পারে, কিন্তু আমি তো জানি, তাঁর নিকটে এর চেয়ে আমার আরও অভিমান খাটে। আর যদি তাই হ'ত, তার পরে এতদিন কেন চিঠি লিখ্‌লেন না? আমি যখন দেখ্‌লেম, এক সপ্তাহের মধ্যে সত্য

সত্যই তাঁর একখানিও চিঠি এল না, আমি প্রত্যহ তাঁকে এক খানি ক'রে চিঠি লিখ্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লেম। তাতে তাঁকে কত মিনতি ক'রেছি, তাঁর কাছে বার বার ক্ষমা ভিক্ষা ক'রেছি, এবার চিঠির উত্তর না পেলে আত্মহত্যা ক'র্‌ব ব'লে কত ভয় দেখিয়েছি। আমার সে সকল পত্র পেয়ে তার একখানিরও উত্তর দিলেন না। নিশ্চয়ই তাঁর কোন অসুখ হ'য়েছে কিংবা কোন বিপদ ঘটেছে!

বামা। অমন অমঙ্গলের কথা মুখে এন না। তিনি নিশ্চয়ই ভাল আছেন। নায়েবের কাছে তো তাঁর চিঠি আসে। সে চিঠি দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে, ভাল আছেন কি না।

অনঙ্গ। আমি তো দু'বেলা ঠাকুরপোকে নায়েবের কাছে, চিঠি এসেছে কি না জিজ্ঞাসা কর্‌বার জন্য, পাঠিয়ে দিই। নায়েবের সেই একই উত্তর—'কই তিনি তো আর চিঠি-পত্র কিছুই লেখেন না।' বিনোদ রোজ এসে মলিন মুখে, ছল-ছল চক্ষে, আমাকে এই সংবাদ এনে দেয়।—বামা! বিনোদের মুখ দেখে আমার বুক ফেটে যায়! আমি তাকে কত আশ্বাস দিয়ে বুঝিয়ে বলি, 'ভাবনা কি, ঠাকুরপো! তিনি কাজে ব্যস্ত আছেন, তাই চিঠি-পত্র লিখ্‌তে পারেন না।' বিনোদ আমার সরল, কোমল, ননীর পুতুল। সে আমার কথায় আশ্বস্ত হ'য়ে, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলে, 'তাই হবে, বউদিদি!' কিন্তু কত দিন আর তাকে এ বৃথা আশ্বাস দিয়ে রাখ্‌ব? তাকে দেখ্‌লে আমার প্রাণ যেন আরও আকুল হ'য়ে উঠে! কি কষ্টে যে

চক্ষের জল সম্বরণ করি, তা আর কি বল্‌ব? সত্য ব'ল্‌চি, বামা! আমি বিনোদকে যত ভালবাসি; মার পেটের ভাইকে কেহ অত ভালবাসে না! শ্বাশুড়ীর মৃত্যু হওয়া অবধি, আমি মনে করি, আমিই যেন তার মা!—অই যে! অই যে! আমার বিনোদ আস্‌ছে!—কেন, ঠাকুরপো? কেন, ভাই বিনু? ওকি! কাঁদ্‌ছ কেন? আবার কি হ'য়েছে?—

অনঙ্গমোহিনী দাঁড়াইয়া উঠিয়া বিনোদকে কোলে লইবার জন্য হাত বাড়াইলেন। দ্বাদশ বৎসরের সুন্দর, সুকুমার বালক চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে, চঞ্চলপদবিক্ষেপে আসিয়া, অনঙ্গ-মোহিনীর অঙ্কে ঝাঁপাইয়া পড়িল ও তাঁহার অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অনঙ্গ বিনোদের মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন "বল, বল, বিনু! কেন কাঁদ্‌ছ? নায়েব কি ব'ল্‌লে?"

বিনোদ অঞ্চলের ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া সাশ্রু-নয়নে অনঙ্গমোহিনীর দিকে চাহিয়া বলিল, "বউ দিদি! নায়েব ব'ল্‌লেন, 'তুমি প্রত্যহ কেন আমাকে বিরক্ত ক'র্‌তে এস? যা হবার তা হ'য়েছে! আমি তার কি ক'র্‌ব?' আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম, 'কি হ'য়েছে?' তাতে তিনি রাগ ক'রে ব'ল্‌লেন, 'যা হ'য়েছে, পত্র দেখ্‌লেই জান্‌তে পার্‌বে।' আমি আবার জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম, 'পত্র কি এসেছে?' তাতে তিনি আরও রাগ ক'রে ব'ল্‌লেন, 'যাও ব'ল্‌চি! পত্রখানা এর পরে তোমাকে ডেকে এনে দেখাব।'

সংশয়ে অথবা বিষাদে, ক্রোধে অথবা অভিমানে, অনঙ্গ-মোহিনীর সুদীর্ঘ দেহ কাঁপিতে লাগিল! তিনি বিনোদের হাত ধরিয়া, অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণ ও দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুরের বাহিরে আসিলেন। বামা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "একি, বউ দিদি! কোথায় যাও?"

অনঙ্গমোহিনী কম্পিতাধরে উত্তর করিলেন, "বিষ্ণুমন্দিরে! নায়েবের নিকটে! আমি নিজে তাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব, কি হ'য়েছে, কি পত্র এসেছে। দেখ্‌ব, সে আমার প্রশ্নের উত্তর দেয় কি না! পথ ছাড় ব'ল্‌চি।"

বিনোদ অনঙ্গমোহিনীর বাহু ধারণ করিয়া বলিল, "না, বউ দিদি! তুমি যেও না, বামাকে পাঠিয়ে দাও।"

অনঙ্গ বামার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তবে তুই যা! নায়েবকে বল্‌, আমি আদেশ ক'র্‌চি, সে এখনি, এই মুহূর্ত্তে, আমার সম্মুখে এসে আমাকে ব'লে যাক্‌, কি পত্র এসেছে। আর তাকে বলিস্‌, আমি আজই বিনোদকে সঙ্গে ল'য়ে কলিকাতায় যাব। দেখ্‌ব কার এত স্পর্দ্ধা, আমাকে বাধা দেয়!"

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অশোকপুরের জমীদার ঘনশ্যাম বসুর বাটী হইতে অনতি-দূরে বিজয়বল্লভ দত্ত নামে আর একজন জমীদার ছিলেন। ইনি ঘনশ্যাম বসুর ন্যায় বহুকালের পুরাতন-সম্ভ্রান্তবংশসম্ভূত। উভয়েরই অশোকপুরে ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে যথেষ্ট মানসম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু, দীর্ঘকালব্যাপী সংক্রামক রোগের ন্যায়, যে অমূলক আত্মধ্বংসী বিদ্বেষানল বহুকাল হইতে বঙ্গ-দেশের বহুসংখ্যক গ্রাম্য জমীদারের সম্ভ্রম ও সম্পত্তি ভস্মীভূত করিতেছে, তাহা অচিরাৎ উভয়েরই হৃদয়-মধ্যে প্রধূমিত ও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু কমলা কখন্ কাহার উপর কৃপা বিতরণ করেন, কে বলিতে পারে? ঘনশ্যাম বসুর কলিকাতায় একটী ব্যবসা ছিল। হঠাৎ এক সময় তিনি সেই ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থলাভ করিলেন এবং আরও অনেকগুলি গ্রাম ও জমীদারী ক্রয় করিলেন। তিনি তাঁহার প্রতিযোগী বিজয়বল্লভের অহঙ্কার খর্ব্ব করিবার অভিপ্রায়ে, মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। তিনি মহা সমারোহে গ্রামমধ্যে দোল-দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ করিলেন। একবার বাৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে, বহু ব্যয়ে বহুসংখ্যক লোককে নিমন্ত্রণ করিলেন। বহু দূর হইতে নিমন্ত্রিত, অভ্যাগত ও রবাহুত ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে ও দরিদ্র-

দিগকে বিস্তর স্বর্ণ-রৌপ্য বিতরণ করিলেন। বিজয়বল্লভও তাঁহার প্রতিযোগীর পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবার লোক নহেন। তিনি ঘনশ্যাম বসুর অপেক্ষা অধিকতর সমারোহে ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার হাতে নগদ টাকা ছিল না; জমীদারীর আয় ছাড়া এরূপ অজস্র অর্থব্যয়ের আর কোন উপায় ছিল না। তিনি ক্রমে, গোপনে, তাঁহার সেই পৈতৃক জমীদারীর এক এক খানি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার আত্মীয়গণ ও শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণ তাঁহাকে অনেক করিয়া বুঝাইল ও অনেক সদুপদেশ দিল। কিন্তু তাহাতে কিছু হইল না। তিনি তাহাদের কথার প্রত্যুত্তরে বলিতেন, "তবে কি তোমাদের ইচ্ছা, আমি ঘনশ্যাম বসুর নিকটে মাথা হেঁট ক'রে থাক্‌ব? নিশ্চয় জানিও, আমার জীবনসত্ত্বে তা হবে না।"

ক্রমে একখানি গ্রাম লইয়া উভয় জমীদারের মকদ্দমা আরম্ভ হইল। বিলাতে প্রিভি কাউন্‌সিল হইতে সেই মকদ্দমার শেষ নিষ্পত্তি হইল। ঘনশ্যাম বিজয়লাভ করিলেন ও বিজয়বল্লভকে মকদ্দমার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতে হইল। ঘনশ্যাম বসু গ্রাম দখল করিয়া, বিজয়লাভের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ, সেই গ্রামে, ত্রিস্রোতা নদীর পার্শ্বে, বহু ব্যয়ে, বহু দূর হইতে বহুবিধ পুষ্পবৃক্ষ ও প্রসূনলতা সংগ্রহ করিয়া, একটি মনোহর উদ্যান নির্ম্মাণ করিলেন এবং বহু মুদ্রা-ব্যয়ে সেই উদ্যান মধ্যে একটি কারুকার্য্য-খচিত, সুরম্য প্রাসাদ প্রস্তুত করিলেন। সেই প্রাসাদের নাম রাখা হইল—"কৈলাস-ভবন"। অশোকপুরে ও তাহার

পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে এখনও জনপ্রবাদ আছে, যে দিন "কৈলাস-ভবনে"র নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইল, সেই দিন অনেক দূর হইতে অসংখ্য লোক সেই রমণীয় প্রাসাদ ও সেই চারুচিত্রপটের ন্যায় মনোহর উদ্যান দেখিতে আসিয়াছিল ও সকলেই এক-বাক্যে বলিয়াছিল যে, তাহারা এমন অতুলনীয় শিল্পনৈপুণ্য আর কোথাও দেখে নাই;—আর নাকি সেই দিনই বিজয়-বল্লভ ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন!

বিজয়বল্লভের আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁহার একমাত্র পুত্র বিনয়কৃষ্ণ বড়ই বিপদে পড়িলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার পিতা নগদ টাকা কিছুই রাখিয়া যান নাই। যে একখানি মাত্র গ্রাম অবশিষ্ট আছে, তাহা বিক্রয় করিলেও পিতৃঋণ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিবেন, তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই। তিনি আপাততঃ পিতৃশ্রাদ্ধ কি প্রকারে সম্পন্ন করিবেন, এই চিন্তায় অধিকতর কাতর হইলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর সাত দিন পরে, তিনি আপন নির্জ্জন পূজার দালানে একাকী বসিয়া রোদন করিতেছিলেন। এমন সময় সবিস্ময়ে দেখিলেন, তাঁহার পিতৃবৈরী ঘনশ্যাম বসু তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া! বিনয়কৃষ্ণ সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ঘনশ্যাম বিনয়কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া, সজল-চক্ষে অনেক প্রবোধ দিয়া বলিতে লাগিলেন,—"এখন আর আমি তোমার শত্রু নহি। তোমার পিতার অকালমৃত্যুর জন্য আমিও যে কিয়ৎ পরিমাণে পাপভাগী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমি যদি অকারণ

অহঙ্কার-বশে জ্ঞানশূন্য হ'য়ে, তাঁর প্রতিযোগিতায় দণ্ডায়মান না হ'তেম, তাহ'লে হয়তো তিনি আরও কিছুকাল জীবিত থাকৃতেন। তাই আমি স্থির ক'রেছি, আমার এই পাপের কিছু প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। তোমার পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য তোমাকে চিন্তা ক'রৃতে হবে না। আমি নিজব্যয়ে ও নিজের তত্ত্বাবধানে স্বর্গগত বিজয়বল্লভের শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করাব। আগামী কল্য হ'তেই, আমি তার আয়োজনে প্রবৃত্ত হব। কাল তুমি একবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। তোমার পিতৃঋণও কাল আমি স্বয়ং পরিশোধ ক'রে, শ্রাদ্ধ-ক্রিয়ার উদ্‌যোগে প্রবৃত্ত হব। আর আমি প্রতিশ্রুত হ'লেম, ভবিষ্যতে তোমার জন্য যা কিছু ক'রৃতে পারি, তাও ক'রৃব। তোমাকে একটি মাত্র অনুরোধ, আমাকে আর তুমি পিতৃবৈরী জ্ঞানে ঘৃণা করিও না।"

পরদুঃখকাতর, উদারহৃদয় ঘনশ্যাম বসু, তাঁহার পরলোকগত, চিরবৈরী বিজয়বল্লভের যাবতীয় ঋণ পরিশোধ করিয়া, প্রচুর অর্থব্যয়ে, বিস্তর সমারোহে, তাঁহার প্রেতকৃত্য সমাপন করিয়া, একদিন বিনয়কৃষ্ণকে বলিলেন, "আমি আজ হ'তে তোমাকে আমার জমীদারীর সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী পদে নিযুক্ত ক'রৃলেম। আমার পুরাতন কর্ম্মচারিগণের মধ্যে কাহাকেও পদচ্যুত ক'রৃব না। তাই তোমাকে আপাততঃ অন্য কিছুই ক'রৃতে হবে না, কেবল অবকাশমত তাদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ ক'রৃবে। বলা বাহুল্য, তোমার মাসিক বেতন আমার প্রধান কর্ম্মচারী গোবর্দ্ধন ঘোষালের অপেক্ষা দশ টাকা অধিক

হ'বে। আমি তোমার সরল স্বভাবে ও শিষ্টাচারে যার-পর-নাই প্রীত হ'য়েছি।"

বিনয়কৃষ্ণ ঘনশ্যাম বসুর প্রফুল্ল মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া, তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া বলিলেন,"আমি আপনার এত স্নেহের, এত দয়ার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন চিরদিন আমার মনে থাকে, আপনি অযোগ্য পাত্রে কৃপারাশি বিতরণ করেন নাই।"

বিনয়কৃষ্ণ ঘনশ্যাম বাবুর প্রাসাদে প্রত্যহ আসিতেন। তাঁহার নির্ম্মলা নামে একটী পাঁচ বৎসরের কন্যা ছিল। নির্ম্মলা প্রায় প্রত্যহই তাহার পিতার সঙ্গে আসিত। এই সময়ে ঘনশ্যাম বসুর দ্বিতীয় পুত্র বিনোদলালের বয়স সাত বৎসর। ঘনশ্যাম এই শিশুদ্বয়ের শৈশব-ক্রীড়া দেখিতে ভাল বাসিতেন। একদিন তাহারা দুই জনে তাঁহার বৈঠকখানার সম্মুখে বারাণ্ডায় খেলা করিতেছিল। শিশুদ্বয় খেলার সঙ্গে কখনও এক একবার কলহ করিতেছিল, কখনও বা তাহাদের একজন অপরের উপর অভি-মান করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, আবার একটু পরেই দু'জনে একত্র বসিয়া পূর্ব্বের মত হাসিতে হাসিতে খেলিতেছিল। ঘনশ্যাম অন্তরালে বসিয়া অনেকক্ষণ প্রীতিফুল্ল নয়নে, মৃদু হাস্যে, সকৌতুহলে, তরুশাখায় পবনসঞ্চালিত কুসুমযুগলের আনন্দ-কেলির ন্যায়, সেই শিশুদ্বয়ের ক্রীড়া দেখিতেছিলেন। তিনি একজন ভৃত্যকে বিনয়কৃষ্ণকে ডাকিয়া আনিতে আদেশ করি-লেন। বিনয়কৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঘনশ্যাম

বলিলেন, "বিনয়! অই দেখ, কি সুন্দর! তোমার কন্যা নির্ম্মলা আর আমার পুত্র বিনোদ কেমন মনের সুখে দু'জনে খেলা ক'র্‌ছে! আমার বোধ হয়, ওর চেয়ে সুন্দর দৃশ্য এ জগতে আর নাই। এই দুটি শিশু বড়ই সুন্দর! যেন এক বৃন্তে দুটী গোলাপ-ফুল ফুটেছে! আমি যখন অন্তরালে দাঁড়িয়ে এদের দুজনের খেলা দেখি, সংসারে সকল চিন্তা, সকল ক্লেশ ভুলে যাই। আজ আমার মনে একটী নূতন কল্পনার আবির্ভাব হ'য়েছে। সে কল্পনার কথা তোমোকে ব'ল্‌ব কি?"

বিনয়কৃষ্ণ করজোড়ে বলিলেন, "অনুমতি করুন।"

ঘনশ্যাম হাসিয়া বলিলেন, "এই সজীব সোনার পুতুল দুটীর বিবাহ দিলে কেমন হয়?"

বিনয়কৃষ্ণ হঠাৎ আকাশের চাঁদ ভূতলে দেখিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, "এমন সৌভাগ্য কি আমার হ'তে পারে?"

ঘনশ্যাম ঈষৎ বিরক্তি সহকারে বলিলেন, "তুমি অদৃষ্টবশে আজ আমার কর্ম্মচারী হ'য়েছ ব'লে বুঝি একথা ব'ল্‌ছ? কিন্তু তোমার বংশমর্য্যাদা আমার অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে, তাকি বিস্মৃত হ'য়েছ? তোমার কন্যার সঙ্গে আমার পুত্রের কি বিবাহ সম্ভব নহে?"

বিনয়কৃষ্ণ বলিলেন, "আপনি দয়ার সাগর। আপনার নিকট কিছুই অসম্ভব নহে।"

ঘনশ্যাম উত্তর করিলেন, "এতে দয়ার বিষয় কিছুই নাই। এমন সুলক্ষণা, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মেয়ে, আমার অই সুন্দর সুকুমার

শিশুর জন্য আর কোথায় পাব? তবে আজ থেকে এই কথা ঠিক্ রইল। আমার বিনোদের সঙ্গে তোমার নির্ম্মলার বিবাহ হবে। কিন্তু এখন ইহারা নিতান্ত শিশু, তাই এখনি বিবাহ না দিয়ে, তিন চারি বৎসর পরে ইহাদের বিবাহ দিব।"

নলিনীদলগত জলবিন্দুর ন্যায়, চঞ্চল মানব-জীবনে, মানুষের কত আশা, কত সাধ, কত ভাবীসুখের কল্পনা, আকস্মিক মৃত্যুর সঙ্গে ফুরাইয়া যায়। দুই বৎসর পরে ঘনশ্যাম বসুর মানবলীলা শেষ হইল। তাঁহার সেই সজীব সোনার পুতুল দুটীর চিরসম্মিলনের সাধ ফুরাইয়া গেল!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রায় সকলেরই বিশ্বাস যে, শুভ সংবাদ অনেক সময়েই মিথ্যা ও অমূলক জনরব মাত্র হইয়া থাকে, কিন্তু অশুভ সংবাদ, বিশেষতঃ মৃত্যু-সংবাদ, কখনই মিথ্যা হয় না। যখন বামা চাকরাণী গোবর্দ্ধন ঘোষালের মুখে গঙ্গাসাগর-তীর্থে নীলাম্বরের মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া, উচ্চরবে ক্রন্দন করিতে করিতে অনঙ্গ-মোহিনীর নিকটে তাঁহাকে এই ভীষণ সংবাদ শুনাইল, অশোক-পুর গ্রামের আবালবৃদ্ধ সকলে স্তম্ভিত ও মর্ম্মাহত হইল। কিন্তু কাহারও মনে কিছুমাত্র সন্দেহ হইল না। কেহই কোন অনুসন্ধান করিল না। ঘনশ্যাম বসুর কলিকাতার বাটীতে যে সকল ভৃত্য থাকিত, তাহাদের মধ্যে প্রায় কেহই অশোকপুরে আসিত না। যাহাতে তাহারা বামনদাসের পত্রের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে না পারে ও পত্র পাইবার পরে নীলাম্বর কোথায় চলিয়া যান, তাহা জানিতে না পারে, গোবর্দ্ধন পূর্ব্ব হইতেই সে সকল বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল। সুতরাং নীলাম্বরের মৃত্যুসম্বন্ধে কাহারও কোন সংশয় জন্মিল না। দুর্লভ রায়ের হস্তলিখিত জাল চিঠিও কেহ দেখিল না।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, ঘনশ্যাম বসুর মৃত্যুর তিন বৎসর পরে, গোবর্দ্ধন এই অমূলক, লোমহর্ষণ, অসত্য

কথা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, লোকসমাজে রটনা করিয়াছিল। তাহার পর আরও তিন বৎসর অতীত হইল। কিন্তু এতদিনেও কাহারও মনে হইল না যে, হয়তো নীলাম্বরের অকালমৃত্যু-সংবাদ সত্য নহে। অন্যের কথা কি, অনঙ্গমোহিনীরও হৃদয়ে এক নিমিষের জন্য সংশয় হইল না, হয়তো তাঁহার সেই সবল, সুস্থকায়, তরুণতপনকান্তি স্বামী অকস্মাৎ এমনি করিয়া, তাঁহাকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া, জন্মের মত চলিয়া যান নাই।

অনঙ্গমোহিনী এই তিন বৎসর কাল, অতি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বনে, কেবলমাত্র তাঁহার পরলোকগত পতির ধ্যানে কালযাপন করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ে প্রতীতি ছিল, জীবন শেষ হইলে, তিনি আবার স্বর্গধামে তাঁহার স্বামীর সঙ্গে সম্মিলিতা হইবেন। তিনি প্রত্যহ প্রভাতে উঠিয়া, একাকিনী বসিয়া ফুলচন্দনে বিষ্ণুপূজা করিতেন ও করজোড়ে প্রার্থনা করিতেন, যেন শীঘ্রই তাঁহার ইহজীবনের অবসান হয়। বামা তাঁহার কক্ষমধ্যে বিষ্ণুপূজার জন্য ফুল-চন্দন প্রভৃতি রাখিয়া চলিয়া যাইত। পাছে তিনি বিরক্ত হন, এই ভয়ে, নিতান্ত আবশ্যক না হইলে, সে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিত না। কেবল বিনোদের সঙ্গে তাঁহার অনেক কথা হইত। যতক্ষণ বিনোদ তাঁহার নিকটে থাকিত, তিনি তাঁহার সঙ্গে অনেক কথা কহিতেন, তাহাকে অনেক প্রবোধ দিতেন, তাহার চক্ষের জল মুছাইয়া, অনেক আদর করিয়া, অনেকবার তাহাকে কোলে

লইতেন। এমনি করিয়া তিন বৎসর কাটিয়া গেল। এক দিন বামা তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল, "নির্ম্মলার মা একবার তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে এসেছে। তাকে ভিতরে আস্‌তে ব'ল্‌ব কি?"

অনঙ্গমোহিনী বলিলেন, "আস্‌তে বল।"

নির্ম্মলার মা, বিনয়কৃষ্ণ দত্তের ভার্য্যা সুমতি অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে, অনঙ্গমোহিনীর নিকটে আসিয়া বসিলেন। সুমতি কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তোমার অদৃষ্টে শেষে এই হবে, তা স্বপ্নেও জান্‌তেম না। তোমার মুখ দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়। এই তিন বৎসর তোমার কাছে একবার আস্‌তে কিছুতেই সাহস হ'ল না। আমার স্বামী আমাকে কতবার ব'লেছেন, 'এক একবার বধূমাতার কাছে গিয়ে, তাঁকে প্রবোধ দিয়ে এস।' কিন্তু পুরুষ মানুষ মেয়ে মানুষের মন কি বুঝ্‌বে? এ অসহ্য যাতনার সময় মন কি প্রবোধ মানে? এমন কি কথা আছে, বোন্‌, যাতে মনকে প্রবোধ দেওয়া যায়? তবে এতদিন পরে কেবল এই ব'ল্‌তে পারি, নিষ্ঠুর যমের মনে যা ছিল, তা তো হ'য়েছে। কিন্তু এমন ক'রে আর কত দিন কাটাবে? যে ক'দিন পৃথিবীতে থাক্‌বে, সে ক'দিন তো কোন রকমে এ দুঃখের জীবন কাটাতে হবে। তোমার এ রাজসংসারের—"

সুমতির সান্ত্বনা-বচনে বাধা দিয়া, অনঙ্গমোহিনী বলিলেন, "আজ এ কি কথা ব'ল্‌চ, দিদি? আমার রাজসংসার? আমি

আমি এখন কে? আমি যাঁর ছায়া, তিনি চ'লে গিয়েছেন। কায়া চ'লে গেলে তার ছায়া আবার কি? সেই কায়ার সঙ্গে ছায়াও চ'লে গিয়েছে। তবে যে আমি এখনও জীবিতা আছি, সে কেবল তাঁরি জন্য। তিনি আমাকে ব'লতেন, যখন আমাদের দু'জনের মধ্যে একজন আগে ইহলোক ত্যাগ ক'রবে, পরলোকে দু'জনের আবার মিলন হবে। কেবল সেই আশায় এখনও এ দেহ ধারণ ক'রে র'য়েছি। তাঁর সে দেববাণী মিথ্যা নহে। এ দেহান্তে আবার তাঁকে পাব। চর্ম্ম-চক্ষে তাঁকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না, কিন্তু মানস-চক্ষে তাঁকে দিনরাত দেখ্‌ছি। তাই ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা ক'র্‌ছি, যেন শীঘ্র এ জীবন শেষ হয়। আশীর্ব্বাদ কর, দিদি! যেন আমার এই একমাত্র কামনা শীঘ্র সফল হয়।"

সুমতি। কিন্তু পোড়া সংসার তো তা বোঝে না।

অনঙ্গ। যার জন্য সংসার, সে তো নাই। তবে আবার সংসারের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ? আমার সংসার-বন্ধন তো ইহজীবনের মত ছিঁড়ে গিয়েছে, দিদি! আর ওসব প্রবোধ বচনে কাজ নাই। এখন আর কি ব'ল্‌বে, বল।

সুমতি। তোমার এ ঘোর বিপদের সময় আমার নিজের দুঃখের কথা কেমন ক'রে ব'ল্‌ব? কিন্তু না ব'ল্‌লে আর উপায় নাই, তাই এতদিন পরে, লজ্জা-শরম ত্যাগ ক'রে ব'ল্‌তে এসেছি। আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আমি আমার বিপদের কথা সংক্ষেপে বলি।

অনঙ্গ। আমাকে সংসারের কোন কথা বলা অরণ্যে রোদন মাত্র। তবুও, কি জানি কেন,তোমার বিপদের কথা শুনতে ইচ্ছা হ'চ্চে। তা বল, দিদি! তোমার কি বিপদ উপস্থিত হ'য়েছে?

সুমতি। আজ প্রায় আট বৎসরের কথা। তোমার সবে মাত্র বিবাহ হ'য়েছিল। আমার নির্ম্মলা তখন পাঁচ বছরের শিশু। তখন তোমার শ্বশুর জীবিত ছিলেন। তুমি শুনে থাক্‌বে, তিনি নিজে অঙ্গীকার ক'রেছিলেন, আমার নির্ম্মলার সঙ্গে তোমার ঠাকুরপো বিনোদের বিবাহ দিবেন। তাঁর অনুরোধ মত আমার স্বামী ঠিক্ ক'রেছিলেন যে, বিনোদ বই আর কাহারও সঙ্গে নির্ম্মলার বিবাহ দিবেন না। কিন্তু পোড়া যম লোকের সময় অসময় কিছুই বোঝে না। দিন কতক পরে কর্ত্তাবাবুর মৃত্যু হ'ল। তিনি আর কিছু দিন বেঁচে থাক্‌লে, তাঁরি সাক্ষাতে এ বিবাহ হ'য়ে যেত। আবার কিছুদিন পরেই হঠাৎ তোমার উপর এই বিনামেঘে বজ্রাঘাত হ'ল! এই সকল নিদারুণ দুঃখে এতদিন কিছুই ব'লতে পারি নাই। কিন্তু আর তো নির্ম্মলাকে রাখা যায় না। তার বয়স তের বছরের অধিক হ'ল। আর আমার অবস্থা এখন যেমন হ'য়েছে, তা তুমি জান। একখানি মাত্র ছোট গ্রাম আছে, তাতেই অতি কষ্টে ভাত-কাপড়ের সংস্থান হয়। তোমার শ্বশুর দয়া ক'রে আমার স্বামীকে তাঁর জমীদারীর প্রধান কর্ম্মচারী ক'রে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বর্গারোহণের পর যখন গোবর্দ্ধন ঘোষাল সকল বিষয়ের কর্ত্তা হ'লেন, আমার স্বামীর চাকরিটীও

কেড়ে নিলেন। কর্ত্তা মহাশয় নাকি তাঁর উইলে তাঁকে ছাড়িয়ে দিতে লিখে গিয়েছিলেন। তাই ব'লূচি, ভগিনি! আমার নির্ম্মলার জন্য বড়ই বিপদে প'ড়েছি।

অনঙ্গ। আমার শ্বশুর যে তোমার নির্ম্মলার সঙ্গে বিনোদের বিবাহ দিবেন স্থির ক'রেছিলেন, সে কথা কে না জানে? দেশ-বিদেশে সে কথা রাষ্ট্র হ'য়েছিল। আমার মনে আছে, তিনি বিবাহের সময় নির্ম্মলাকে দিবেন ব'লে, অনেক গহনা প্রস্তুত ক'র্তে দিয়েছিলেন। আর তোমার মেয়ে নিখুঁত সুন্দরী, তাই আমাদের সকলেরই এ বিবাহে নিতান্ত ইচ্ছা ছিল। আমার শ্বাশুড়ী নির্ম্মলাকে আদর ক'রে "বৌমা" ব'লে ডাক্‌তে আরম্ভ ক'রেছিলেন। আর আমিও যে কতদিন তামাসা ক'রে নির্ম্মলার সঙ্গে বিনোদের গাঁটছড়া বেঁধে দিয়েছিলেম। তবে এখন তোমার স্বামী গোবর্দ্ধনকে বিবাহ দিতে বলেন না কেন?

সুমতি। তিনি কি আর এতদিন গোবর্দ্ধনকে ব'ল্‌তে বাকী রেখেছেন? গোবর্দ্ধন এতদিন তো তাঁকে আশা দিয়ে ব'ল্‌ত, 'তুমি যা ব'ল্‌বে, তাই হবে। তার জন্য চিন্তা কি?' কিন্তু আজ দু'দিন হ'ল, তিনি আবার গোবর্দ্ধনের নিকটে গিয়ে বিবাহের প্রস্তাব ক'রেছিলেন। সে ব'ল্‌লে 'তোমার এ দুরাশা কেন? তুমি কি পাগল হ'য়েছ। বামন হ'য়ে তোমার এ চাঁদে হাত বাড়ান কেন? তোমার মেয়ের সঙ্গে ঘনশ্যাম বসুর ছেলের বিয়ে হবে, এও কি সম্ভব?' তিনি ফিরে এসে সজল-চক্ষে

আমাকে এই সব কথা ব'লুলেন। এখন, শোন্! তোমাকে বই আর কার কাছে আমার এ বিপদের কথা ব'লৃব?

অকস্মাৎ অনঙ্গমোহিনীর মুখমণ্ডল একবার, এক মুহূর্ত্তের জন্য, রক্তিম বর্ণ ধারণ করিল। তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কি ক'রব, দিদি! আমি আজ মণিহারা বিষহীনা ফণিনী। আজ যদি আমার স্বামী জীবিত থেকে, আমার নিকট হ'তে বহু দূরে, দেশদেশান্তরে থাক্তেন, আর আমার কখনও তাঁর সঙ্গে দেখা হবার আশা থাকৃত না, তিনি আমাকে ইহজীবনের মত ত্যাগ ক'রে, দূরদেশে,অজ্ঞাতবাসে চ'লে যেতেন,—আর আমি কেবল এইমাত্র জান্‌তেম, তিনি জীবিত আছেন,—তা হ'লেও আজ গোবর্দ্ধন ঘোষালের এত স্পর্দ্ধা, এত অহঙ্কার চূর্ণ ক'রে ধূলার সঙ্গে মিশিয়ে দিতেম। কিন্তু, দিদি! আর আমার সে তেজ নাই, সে গর্ব্ব নাই, সে অভিমান নাই, সে অধিকার নাই! আমার স্বামীর সঙ্গে সে সব চ'লে গিয়েছে।"

অনেক দিন পরে আজ আবার অনঙ্গমোহিনীর নয়নে বারিধারা ছুটিল। সুমতি অঞ্চলে তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিল, "অধিকার নাই, একথা কেন ব'লৃচ, বোন্! এখনও তোমার সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকার।"

"অধিকার থাক্‌লেও, আমি সে অধিকার ভোগ করি, আর এখন আমার সে সাধ্য নাই। তাই ব'লৃচি, দিদি! তোমার

স্বামীকে আবার গোবর্দ্ধনের কাছে যেতে বল। আমিও একবার কোন লোক দিয়ে, তাকে এ সকল কথা ব'লে পাঠাব। কিন্তু, দিদি! কেবল একবার—একবার মাত্র—ব'লে পাঠাব। তার পর আর আমি কিছুই ক'র্‌তে পার্‌ব না। ইহসংসারের অন্য সকল কাজের মত তোমার এ কাজটাও ভুলে যাবার চেষ্টা ক'র্‌ব। দেখিও, যেন আমার বিনোদের জন্য আবার আমাকে সংসারে লিপ্ত হ'তে না হয়!"

সুমতি বলিলেন, "তাই হবে। তুমি যে এতক্ষণ আমার দুঃখের কাহিনী শুন্‌লে, এই আমার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আর একটী কথা তোমাকে ক'দিন থেকে ব'ল্‌ব মনে ক'র্‌চি, যদি অভয় দান কর, তা হ'লে বলি।"

"কি কথা, বল শুনি।"

সুমতি বলিলেন, "গোবর্দ্ধন যে কি ভয়ানক লোক, তা বোধ হয় তুমিও কিছু জান্‌তে পেরেছ। নীলাম্বর বাবুর মৃত্যু-সংবাদ সেই রটনা ক'রেছিল। কথাটা সত্য কি মিথ্যা, তার কি কোনরূপ অনুসন্ধান হ'য়েছিল?"

সহসা অনঙ্গমোহিনী চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বলিলেন, "সে কি? এ কথা এতদিন আমার মনে হয় নাই কেন? হয়তো—কিন্তু না! না!"

অনঙ্গ আবার সুমতির নিকটে বসিয়া বলিতে লাগিলেন, "না! না! অসম্ভব! আমার স্বামী যদি এ জগতে থাক্‌তেন, তাহ'লে কি তিনি এই তিন বৎসর আমাকে ভুলে থাক্‌তেন?"

তিনি কি এতই নিষ্ঠুর? আমি তাঁর কাছে কি এত অপরাধ ক'রেছি? না! এমন কথা মনেও স্থান দিব না!"

সুমতি বলিলেন, "আমি তোমাকে বৃথা আশ্বাস দিতে ইচ্ছা করি না। আমি তোমার চেয়ে দশ বছরের বড়! সত্য ব'ল্‌চি, ভগিনি! এক একবার মনে হয়, তিনি হয়তো এমন কোন দুর্ঘটনায়, এমন কোনও বিষম চক্রের মধ্যে প'ড়েছেন, যে, অনেক চেষ্টা ক'রেও তোমার কাছে আস্‌তে পার্‌চেন না। একবার ভাল ক'রে অনুসন্ধান ক'র্‌লে ক্ষতি কি?"

অনঙ্গ বলিলেন, "কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর কাজ ক'রে গোবর্দ্ধনের কি লাভ? আর তার কি এতই সাহস?"

সুমতি বলিলেন, "এত সাহস না হ'লে, সে কি এমনি ক'রে তোমার স্বামীর বিষয় ভোগ ক'র্‌তে পার্‌ত?"

সহসা পূর্ব্বস্মৃতি, ত্রিস্রোতা-তীরে নীলাম্বরের বিদায়কালের শেষ কথাগুলি, অনঙ্গমোহিনীর মনে পড়িল। এতদিনে, তিন বৎসর পরে, তাঁহার মনে একটু সন্দেহ হইল, হয়তো নীলাম্বর এখনও জীবিত আছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সুমতি বাটী গিয়া বিনয়কৃষ্ণকে অনঙ্গমোহিনীর সকল কথা বলিলেন। পরদিন প্রভাতে বিনয়কৃষ্ণ আবার গোবর্দ্ধনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তিনি দেখিলেন, গোবর্দ্ধন সরোবরপার্শ্বস্থ পুষ্পোদ্যানে নামাবলি গায়ে দিয়া ও তুলসীর মালা হাতে লইয়া পদচারণা করিতেছেন।

বিনয়কৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া ঘোষাল মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "আসুন আসুন, বিনয়কৃষ্ণ বাবু! আজ আপনারই কথা ল'য়ে আমার যোগ-সাধনার অনেক ব্যাঘাত হ'য়েছে। কিন্তু কি করি, সংসারে থাক্‌তে হ'লেই যোগাভ্যাসের এইরূপ নানা বিঘ্ন-বিপত্তি ঘ'টে থাকে।—কৃষ্ণ হে! তোমার ইচ্ছা!—শুন্‌লেম, সেদিন আপনাকে আপনার কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে পরিহাস ক'রে যা ব'লেছিলেম, তাতে নাকি আপনি আমার উপর বড়ই অসন্তুষ্ট হ'য়েছেন! আপনার গৃহিণী বধূমাতার নিকটে গিয়ে অনেক কথা ব'লে এসেছেন। বধূমাতাও আমার উপর অসন্তুষ্টা হ'য়ে, এ বিবাহ যাতে শীঘ্র সম্পন্ন হয়, আমাকে অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছেন।"

বিনয়। আমার মত সামান্য লোক আপনার উপর অসন্তুষ্ট হ'লে, তাতে কেবল নিজেরই ক্ষতি করা হয়। তবে কিনা,

আপনি তো জানেন্, আমার কন্যা বিবাহের বয়স অতিক্রম ক'রেছে। সে জন্য যার্-পর-নাই চিন্তিত আছি। আর স্বর্গীয় ঘনশ্যাম বাবু যে আমার কন্যার সঙ্গে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বিনোদ-লালের বিবাহ দিবার অঙ্গীকার ক'রেছিলেন, তাতো আপনি জানেন।

গোব। যা ব'ল্‌চেন, সকলি সত্য। আপনার কন্যার সঙ্গে স্বর্গীয় ঘনশ্যাম বসুর পুত্রের বিবাহ হবে, এতো পরম সুখের বিষয়।—হরি হে! তোমার ইচ্ছা!—আমার এতে কি আপত্তি হ'তে পারে? তবে কথাটা কি জানেন, এখন আর সে ঘনশ্যাম বাবু নাই। এখন তিনি আমার মত উদাসীন যোগীর মস্তকে সমস্ত ভার অর্পণ ক'রে, স্বর্গে চ'লে গিয়েছেন। এখন আমাকে সকল দিক বজায় রেখে কাজ ক'র্‌তে হচ্চে। আমার মনে সর্ব্বদাই আশঙ্কা, যেন কেহ মনে না করে, আমি লোকের কথা শুনে—বিশেষতঃ হীনবুদ্ধি স্ত্রীলোকের কথায়—তাঁর এই অতুল বিভব-সম্পত্তির অপব্যয় ক'র্‌চি। আর আজকাল কন্যার বিবাহের যে সকল নূতন পদ্ধতি হ'য়েছে, তাও আপনি জানেন।

বিনয়। কি নূতন পদ্ধতির কথা ব'ল্‌চেন, স্পষ্ট ক'রে বলুন।

গোব। আজকাল কন্যার বিবাহ দিতে হ'লে—বিশেষতঃ বড় মানুষের ছেলেয় সঙ্গে বিবাহ দিতে গেলে,—অনেক অর্থব্যয় ক'র্‌তে হয়। আপনি তো বুঝ্‌তে পার্‌চেন, বিবাহ হ'য়ে গেলে

ঘনশ্যাম বাবুর যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি আপনার কন্যারই হবে।—কৃষ্ণ হে! তুমিই জান!—কিন্তু আপাততঃ যদি বিবাহের পূর্ব্বে প্রচলিত পদ্ধতির বিরুদ্ধে কাজ করা হয়, লোকে নানা কথা ব'ল্‌বে, আর আমার উপর নানাপ্রকার দোষারোপ ক'র্‌বে।

বিনয়। আমার নিকট টাকা-কড়ি যত আছে, তাতো আপনার কিছুই অবিদিত নাই।

গোব। তাতো জানি। আপনার সম্পত্তির মধ্যে একখানা গ্রাম আর পৈতৃক অট্টালিকাখানা আছে।—হরিহে! তুমিই সত্য!—তা কোন উপায়ে আট দশ হাজার টাকা আপাততঃ যোগাড় করা আবশ্যক। কথাটা একটু বিবেচনা ক'রে দেখুন তারপর যেরূপ মত হয়, আমাকে ব'ল্‌বেন। আমিও এ বিষয়ে কি করা কর্ত্তব্য, তা বিবেচনা ক'রে দেখ্‌ব। আবার শীঘ্রই আপনার সঙ্গে পরামর্শ করা যাবে।—কৃষ্ণ হে! তুমিই জান!

বিনয়কৃষ্ণ চিন্তিত অন্তঃকরণে বাটীতে ফিরিয়া গেলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এখন কি করিবেন? কোথা হইতে আটদশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিবেন? নির্ম্মলার শীঘ্র বিবাহ দিবার জন্য গ্রামের লোক তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছে, পরোক্ষে তাঁহার নিন্দা করিতেছে। তবে কি অন্য কোন স্থানে নির্ম্মলার বিবাহের চেষ্টা করিবেন? এতদিন যে আশা-বৃক্ষ সেচন করিয়াছেন, এখন কি তাহা সমূলে উৎপাটিত করিবেন? তিনি ভাবিতে ভাবিতে, মলিন মুখে অন্তঃপুরে আসিলেন।

*

সুমতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ আবার গোবর্দ্ধন কি ব'লেছে? অনঙ্গ কি তাকে কোনও সংবাদ পাঠায় নাই?"

বিনয়কৃষ্ণ বলিলেন, "গোবর্দ্ধন নিজেই আমাকে ব'ল্লে, অনঙ্গমোহিনী তাকে শীঘ্র এ বিবাহ দিবার জন্য, অনেক অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন। কিন্তু গোবর্দ্ধন বল্লে, সে হীনবুদ্ধি স্ত্রীলোকের কথা শুনে কখনও কাজ ক'র্‌তে পারে না। আর আপাততঃ আট হাজার টাকা দিতে না পার্‌লে এ বিবাহ হ'তে পারে না।"

সুমতি বলিলেন, "গোবর্দ্ধন যে এ বিবাহ হ'তে দিবে না, আমি তা আগে জান্‌তেম। তবে আর বৃথা ও আশা কেন? গোবর্দ্ধন যে ব'লেছিল, আমাদের বামন হ'য়ে চাঁদে হাত বাড়ান হ'চ্চে, এখন বুঝ্‌লেম, সে কথা মিথ্যা নয়। তবে এখন অন্য চেষ্টা কর। পরমেশ্বর আমাদিগকে যেমন দীন-হীন কাঙ্গালী ক'রেচেন, আমাদের মত তেমনি একটী গরিবের ছেলের অন্বেষণ কর।"

বিনয়কৃষ্ণের চক্ষে জল আসিল। সুমতি সেখান হইতে চলিয়া গিয়া একটি নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

নির্ম্মলা এতক্ষণ তাঁহাদের পশ্চাতে, অন্তরালে দাঁড়াইয়া, তাঁহাদের কথোপকথন শুনিতেছিল। সুমতি চলিয়া গেলে, সে পিতার নিকটে আসিয়া, উভয় করে তাঁহার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া, তাঁহার কোলে বসিয়া অশ্রুজল মুছাইয়া দিয়া বলিল, "কেন,

বাবা! আজ তোমার চক্ষে জল কেন? কি হ'য়েছে? কিসের ভাবনা? আমার সঙ্গে কথা কহিছ না কেন?"

বিনয়কৃষ্ণ নির্ম্মলার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "না, মা নির্ম্মলা! ভাবনা আবার কিসের?"

"তবে তোমার চক্ষে জল কেন? না, আমার কাছে ব'ল্‌চ না, কিন্তু আমি সব জানি। আমার জন্য তোমার এত ভাবনা, আমারই জন্য তোমার এই চক্ষের জল। কিন্তু কেন মিছে ভাবনা ক'র্‌চ? আমার বিয়ে নাই হ'ল, তাতে ক্ষতি কি? কত লোকের মেয়ের তো আসলে বিয়ে হয় না। এই তো ক্ষেমী দিদি বলে,—তার সম্পর্কে একজন বোন্‌ঝি আছে, তার চল্লিশ বছর বয়স হ'য়েছে, এখনও বিয়ে হয় নি। আমরা তো আর এখন বড় মানুষ নই, গরিব হ'য়েছি। তবে এখন আমার বিয়ে না হ'লে লোকে তো আর তোমার নিন্দা ক'র্‌তে পার্‌বে না!"

বিনয়কৃষ্ণ আবার সাদরে, সাশ্রুনয়নে, তাঁহার সেই বারিহীন শুষ্ক সরোবরের ফুল্লনলিনীকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার শৈশবকালের একটী কথা মনে পড়িল। একদিন তাঁহার স্বর্গীয় জনক বিজয়বল্লভের নিকট, একজন কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ, তাহাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার পিতা সেই ব্রাহ্মণকে তাহার কন্যার বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিয়াছিলেন। আর আজ তিনি আট হাজার টাকার জন্য অভীপ্সিত বরে কন্যা

সম্প্রদান করিতে পারিতেছেন না! বিনয়কৃষ্ণ চক্ষে আবার জল আসিল।

নির্ম্মলা আবার বলিল, "বাবা! আমি তোমাকে একটা কথা ব'ল্‌ব, শুন্‌বে? আমি সেদিন একখানা বইয়ে প'ড়েছি, রাজপুতানার একজন রাজা তাঁর মেয়ের বিবাহের জন্য বড় বিপদে প'ড়েছিলেন। সেই মেয়েটির নাম কৃষ্ণা। লোকে সেই রাজাকে পরামর্শ দিলে যে, কৃষ্ণাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা উচিত। তারপর সেই মেয়েটিকে খাওয়াবার জন্য বিষ আনা হ'ল, তখন সে নিজের হাতে বিষ খেয়ে ম'রে গেল, আর তার বাপের সকল ভাবনা দূর ক'র্‌লে! তা, বাবা। আমার জন্য কেন এত ভাবনা ক'র্‌চ! আমি কেন সেই কৃষ্ণার মত বিষ খেয়ে ম'রে যাই না? তা হ'লে তো আর তোমার কোন ভাবনা থাক্‌বে না!"

বিনয়কৃষ্ণ বলিলেন, "সে রাজাটা পাষণ্ড! বনের পশুর চেয়েও অধম!"

সহসা বিনয়কৃষ্ণের মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইল। তাঁহার মনে হইল, আট হাজার টাকার জন্য তিনি অকারণ এত আকুল হইতেছেন। তাঁহার এই বসতবাটী ও অবশিষ্ট পৈতৃক গ্রামখানি বিক্রয় করিলে, কিংবা বন্ধক রাখিলে, আট হাজার টাকাও কি পাইবেন না? এই পল্লীগ্রামে হঠাৎ তাঁহার পুরাতন বাটী ও গ্রামখানির ক্রেতা পাওয়া একটু কঠিন হইবে, কিন্তু গোবর্দ্ধন ইচ্ছা করিলে, ইহার একটা বন্দোবস্ত করিয়া,

অনায়াসেই আট হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে। তিনি ভাবিলেন, এতদিন একথা তাঁহার মনে হয় নাই, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। তিনি তখনি আবার গোবর্দ্ধনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য চলিলেন।

নির্ম্মলা বলিল, "আবার কোথায় যাচ্চ, বাবা?"

"আমি এখনি ফিরে আস্‌ব। ততক্ষণ তোমরা স্নান আহার কর, আমি একটু পরেই আস্‌ব।"

নির্ম্মলা বলিল, "তোমার খাওয়া না হ'লে, মা যে জল অবধি মুখে করেন না তাকি জান না? আর তোমার খাওয়া না হ'লে, আমিও আজ কিছুই খাব না।"

"আমার ফিরে আস্‌তে বিলম্ব হবে না।'

বিনয়কৃষ্ণ দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

যোগিবর গোবর্দ্ধন ঘোষাল আহারাদি সমাপন করিয়া, সবে মাত্র তাঁহার যোগসাধনার নির্জ্জন কক্ষে, পালঙ্কোপরি কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া, বহুদূরে হইতে আনীত, বিবিধ সুগন্ধি পদার্থে সম্মিলিত, সুরভি তাম্রকূটের রজত-আলবোলা-নিঃসৃত ধূমপান করিতে করিতে সুষুপ্তিসমাগমের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন একজন ভৃত্য দ্বারদেশে আসিয়া ভয়বিহ্বলস্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,"মহারাজ! গোলামের অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্‌বেন। দক্ষিণপাড়ার বিনয়কৃষ্ণ দত্ত আপনার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ কর্‌বার ইচ্ছা করে। আমরা তাকে অনেক তিরস্কার ক'রে ব'লূলেম—'মহারাজ এখন যোগনিদ্রায় নিমগ্ন আছেন, তাঁর সঙ্গে

সাক্ষাৎ কর্‌বার এ সময় নয়।'—কিন্তু সে কিছুতেই আমাদের কথা শুন্‌চে না। সে ব'ল্‌চে, একটী মাত্র কথা ব'লে এখনি চ'লে যাবে। তাকে গলাধাক্কা দিয়ে—"

গোবর্দ্ধন দ্বার খুলিয়া বলিলেন, "তাঁকে বাহিরের বৈঠকখানায় ব'স্‌তে বল, আমি এখনি আস্‌চি।"

গোবর্দ্ধন বাহিরে আসিয়া বিনয়কৃষ্ণকে বলিলেন, "আবার কি সংবাদ, দত্ত মহাশয়! তা এখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভিতরে চলুন।"

বিনয়কৃষ্ণ বলিলেন, "কেবল একটী কথা আপনাকে ব'ল্‌তে এসেছিলেম। আপনি আমার বসতবাটী আর গ্রামখানি বিক্রয় কর্‌বার কোন সুবিধা ক'রে দিতে পারেন না? তা হ'লে তো আর এ বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কিছুই ভাব্‌তে হয় না!"

গোবর্দ্ধন হাসিয়া বলিল, "উত্তম কথা। আমিও তাই মনে ক'রেছিলেম, কিন্তু সাহস ক'রে আপনাকে এ কথা ব'ল্‌তে পারি নাই। তা বাটী আর গ্রাম বিক্রি কর্‌বার কি প্রয়োজন? আমার কাছে আট হাজার টাকায় বন্ধক রাখ্‌লেই হবে। আর তাও কেবল লোকে কোনও কথা না ব'ল্‌তে না পারে,সেই জন্য। তার পর বিবাহ হ'য়ে গেলে আপনার বাটী, আপনার গ্রাম, যেমন ছিল তেমনি থাক্‌বে। তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। আপনি কালই দুর্লভ রায়কে সঙ্গে ল'য়ে একটা লেখাপড়া আর রেজিষ্টারী ক'রে ফেলুন, আর বিবাহের একটা দিন স্থির করুন। আপনার কন্যার সঙ্গে স্বর্গীয় ঘনশ্যাম বসুর পুত্রের বিবাহ, এর

অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হ'তে পারে?—কৃষ্ণ হে! তুমি ধন্য!—তবে একটা কথা ব'লে রাখা আবশ্যক। এ সকল বিষয় আর কাহাকেও বল্‌বার প্রয়োজন নাই। আর বাটীর স্ত্রীলোকদের কাণে যেন এ কথা না উঠে যে, আমি নিজে টাকা দিয়ে এ বিবাহ সম্পন্ন ক'র্‌চি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি এখনি দুর্লভ রায়কে সংবাদ পাঠাচ্ছি যে, কাল আপনার সঙ্গে তাঁকে রঙ্গপুরে যেতে হবে।"

বিনয়কৃষ্ণ হৃষ্ট চিত্তে ফিরিয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রত্যূষে কাহার উচ্চ চীৎকারে বিনয়কৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, একজন ডাকঘরের চাপরাশি তাঁহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। চাপরাশি তাঁহার হাতে একখানা টেলিগ্রাফ দিল। তিনি পড়িয়া দেখিলেন, তাহাতে ইংরাজী ভাষায় লেখা আছে—"শীঘ্র আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন, নিতান্ত প্রয়োজন, উইল চুরি গিয়াছে, আমি পীড়িত, বাঁচিবার আশা নাই, বিলম্ব করিবেন না।" আরও দেখিলেন, তারের সংবাদ কলিকাতা হইতে এ, হ্যারিসন (A Harrison) নামক একজন সাহেবের নিকট হইতে আসিয়াছে। তিনি এই তারের সংবাদের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। হ্যারিসন সাহেব কে? তাঁহার নামে এ সংবাদ কেন আসিল? উইল চুরি গিয়াছে? কাহার উইল? তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া টেলিগ্রাফ হাতে লইয়া, গোবর্দ্ধনের নিকটে আসিয়া বলিলেন,"আজ রায় মহাশয়ের সঙ্গে দিনাজপুরে কোন্ সময়ে যেতে হবে, গত কল্য আপনাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে ভুলে গিয়েছিলেম। আজ এই মাত্র কলিকাতা থেকে এই তারের সংবাদ পেলেম। ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চিনা।"

"কই, দেখি?"

বিনয়কৃষ্ণ টেলিগ্রামখানি গোবর্দ্ধনের হাতে দিলেন। গোবর্দ্ধন ক্ষিপ্রহস্তে, কম্পিত করে, টেলিগ্রাম খুলিয়া পড়িলেন। অকস্মাৎ তাঁহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইল! টেলিগ্রামখানি হাত হইতে পড়িয়া গেল। আকস্মিক ঘূর্ণিবায়ুপ্রহারে তালবৃক্ষের ন্যায়, তাঁহার দীর্ঘ কঠিন দেহ কাঁপিয়া উঠিল। তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া, ললাটে করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন,"তাইতো, দত্ত মহাশয়! আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি না। কলিকাতায় হ্যারিসন সাহেব কে? আপনি কি তাকে চেনেন?"

"আমি তার নামও শুনি নাই।"

"তবে বোধ হয় কোন ভুল হ'য়ে থাক্‌বে। এ টেলিগ্রাম অন্য কাহারও নামে এসে থাক্‌বে,—ভ্রমবশতঃ আপনার নিকট এসেছে। তা এ টেলিগ্রামখানা আমারই নিকট থাকুক, আমি অনুসন্ধান ক'রে দেখি কার নামের এ টেলিগ্রাম। আপনি যখন হ্যারিসন সাহেব কে,তা জানেন না,নিশ্চয়ই ভুল হ'য়ে থাক্‌বে।"

"তাই হবে। তবে রঙ্গপুরে কখন্ যেতে হবে?"

"গত কল্য আমি দুর্লভ রায়ের নিকট লোক পাঠিয়েছিলেম। শুনলেম, তিনি কোন কার্য্য উপলক্ষে কলিকাতায় গিয়েছেন। কিছু দিন সেখানে তাঁর বিলম্ব হবার সম্ভাবনা। তা আমি আজই তাঁকে পত্র লিখ্‌ছি,—তিনি কলিকাতা থেকে রঙ্গপুরে আস্‌বেন।· তাঁর পত্রের উত্তর পেলেই, আমি নিজে আপনাকে সঙ্গে ল'য়ে রঙ্গপুরে গিয়ে, আট হাজার টাকার লেখাপড়া শেষ ক'রে আস্‌ব।"

বিনয়কৃষ্ণ বলিলেন, "তবে আমি ইতিমধ্যে কলিকাতায় গিয়ে, এই তারের সংবাদ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ক'রে দেখিনা কেন? তার পর রায় মহাশয়ের সঙ্গে রঙ্গপুরে আস্‌ব।"

গোবর্দ্ধন বলিলেন, "না! যদি রায় মহাশয়ের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ না হয়? আপনি যখন কন্যার বিবাহের জন্য এত উদ্বিগ্ন আছেন, তখন এ কাজটা উপেক্ষা ক'রে, অন্য কোন কাজে আপাততঃ হাত দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ নয়। আর এ তারের সংবাদ সম্বন্ধে আপনি কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না। ও নিশ্চয়ই অন্য কাহারও নামের টেলিগ্রাম। তবুও অনুসন্ধান করা আবশ্যক। আমিই নিজে অনুসন্ধান ক'রে, আপনাকে সংবাদ পাঠাব। আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকুন।"

বিনয়কৃষ্ণ চলিয়া গেলেন। গোবর্দ্ধন বামনদাসকে ডাকিয়া বলিলেন, "একবার এখনি রায় মহাশয়কে সঙ্গে নিয়ে আয়। তাঁকে বল্‌, নিতান্ত প্রয়োজন উপস্থিত।"

অল্পক্ষণ পরে দুর্লভ রায় গোবর্দ্ধনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গোবর্দ্ধন বলিলেন, "দুর্লভ ভায়া! সর্ব্বনাশ উপস্থিত! আজ এই মাত্র বিনয়কৃষ্ণ দত্তের নামে কলিকাতার সেই এটর্ণি হ্যারিসন সাহেবের নিকট থেকে এই টেলিগ্রাম এসেছে। টেলিগ্রাম খানা প'ড়ে দেখ, সব বুঝ্‌তে পার্‌বে। এখানে কোন কথাবার্ত্তার দরকার নাই। আমার যোগসাধনার নিভৃত ঘরে চল,একটা পরামর্শ করা যাক্‌। এখনি তোমাকে কলিকাতায়

গিয়ে, এর একটা প্রতিকার ক'র্‌তে হবে। বুঝি এতদিন পরে মাঝগঙ্গায় আমাদের নৌকা ডুবি হয়!"

রায় মহাশয় অতীব মনঃসংযোগের সহিত টেলিগ্রামখানি পড়িলেন। তাঁহার গোঁফ নাকের নীচে ও ন[illegible] গোঁফের উপর আসিয়া পড়িল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রঙ্গপুরে বহুকাল হইতে ঘনশ্যাম বাবুর একটি কাছারি বাটী ছিল। মামলা-মকদ্দমা উপলক্ষে কর্ম্মচারিগণ এইখানে আসিয়া থাকিত। গোবর্দ্ধন ও দুর্লভ রায় সেই কাছারি-বাটীতে বসিয়া কি পরামর্শ করিতেছিলেন।

গোবর্দ্ধন বলিল, "তোমার কথা শুনে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়্‌ল। তবে এটর্ণি হ্যারিসন সাহেবের মৃত্যু হ'য়েছে, এ কথা সত্য! আর হ্যারিসন সাহেবের মুহুরি উদ্ধব বাবুর সঙ্গে সকল কথা ঠিক্ ক'রে এসেছ তো? উইল দুখানা তোমার সঙ্গে আছে তো?"

"সব ঠিক্ ক'রে এসেছি। উইল দুখানাও সঙ্গে নিয়ে এসেছি। এখন আসামী বিনয়কৃষ্ণ দত্তকে কলিকাতায় নিয়ে গিয়ে হাজির করাতে পার্‌লেই হয়। চোরাই মালতো মজুদ র'য়েছে। তবে উদ্ধব বাবুকে আর পুলিসকে আরও কিছু টাকা দিতে হবে।"

"সে জন্য কোনও চিন্তা নাই। তবে এমন পাকা বন্দোবস্ত ক'র্‌তে হবে যে, আসামী এ জন্মে আর জেলখানা থেকে, অশোকপুরে ফিরে না আস্‌তে পারে। তবে আর বিলম্ব না

ক'রে, এই আট হাজার টাকায় লেখা-পড়া আর রেজিষ্টারি শেষ ক'রে, আসামীকে কলিকাতায় ল'য়ে চল। লোকে কথায় বলে—"উধোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে!" এরে চেয়ে সুখের বিষয় কি আছে? এখানকার সব্ রেজিষ্ট্রার অতি সাধু ব্যক্তি। অমি মনে ক'রেছিলেম, তাকে হাজার টাকা ঘুস দিতে হবে। কিন্তু সে পাঁচশত টাকাতেই সম্মত হ'য়েছে।—অই যে, আকাট মুর্খটা ফিরে আস্‌চে!—তবে তুমি ওর সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা স্থির কর। আমি ততক্ষণ যোগমগ্ন হ'য়ে থাকি।"

নায়েব মহাশয় জপমালা হাতে লইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। বিনয়কৃষ্ণ রায় মহাশয়ের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন।

দুর্লভ বলিলেন, "বিনয়কৃষ্ণ বাবু! স্নান ও পূজা সম্পন্ন ক'রে এসেছেন তো? আর তবে বিলম্বে প্রয়োজন নাই। লেখা-পড়াটা আমি সব প্রস্তুত ক'রে রেখেছি। আপনি নিজে একবার প'ড়ে দেখুন।"

বিনয়কৃষ্ণ বলিলেন, "আপনি নিজের হাতে যা লিখেছেন, তাতে আর আমার দেখ্‌বার কি আছে?"

হটাৎ গোবর্দ্ধনেরও যোগনিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি বলিলেন, "দত্ত মহাশয়! তবে আর বিলম্ব কেন? স্নান ও পূজা শেষ ক'রে আসুন। এখানকার কাজ সম্পন্ন হ'য়ে গেলে, আজই আমাদিগকে যেতে হবে।"

দুর্লভ বলিলেন, "উনি স্নান ও পূজা শেষ ক'রে এসেছেন।

আমিও ইতিমধ্যে লেখাপড়াটা ঠিক্ ক'রে রেখেছি। আপনি যোগনিদ্রায় অভিভূত ছিলেন ব'লে, এতক্ষণ কিছুই জান্‌তে পারেন নাই। তবে দেখুন দিকি, লেখাপড়াটা কোনরূপ আপত্তিজনক হয় নাই তো?"

বিনয়কৃষ্ণ রায় মহাশয়ের লিখিত রেহেননামা পড়িলেন। তাহা এই মর্ম্মে লিখিত হইয়াছিল—"আমি মৃত ঘনশ্যাম বসুর নায়েব ও তাঁহার পুত্র বিনোদলালের একমাত্র অভিভাবক শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন ঘোষাল মহাশয়ের নিকট হইতে বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ আট হাজার টাকা কর্জ লইলাম। আমার অশোকপুরের পৈতৃক বাটী ও ঘোষপুর গ্রাম বন্ধক রহিল। তিন বৎসরের মধ্যেই সমস্ত টাকা সুদ সমেত পরিশোধ করিব। নতুবা উপরোক্ত গোবর্দ্ধন ঘোষাল আমার বাটী ও গ্রাম নিলাম করাইয়া আট হাজার টাকা সুদ সমেত উসুল করিয়া লইবেন।" ইত্যাদি।

বিনয়কৃষ্ণ ইহাতে আপত্তিজনক কোনও কথা দেখিতে পাইলেন না। নীচে যে তারিখ লেখা ছিল, তাহাতে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল না। ২৫ শে বৈশাখ ১২৮৭ সালের পরিবর্ত্তে যে ২৫শে বৈশাখ ১২৮৩ সাল লেখা ছিল, তাহা তিনি দেখিতে পাইলেন না।

দুর্লভ রায় রেহেননামা বিনয়কৃষ্ণের হাত হইতে লইয়া গোবর্দ্ধনের হাতে দিয়া বলিলেন, "আপনিও একবার দেখুন, কোনও ভুল হয় নাই তো?"

গোবর্দ্ধন বলিল, "আপনার নিজের হাতের লেখা, এতে কি আর কোনও ভুল হ'তে পারে? আপনি তো জানেন, সম্প্রতি বিনয়কৃষ্ণ বাবুর এই আট হাজার টাকার বিশেষ প্রয়োজন। ওঁর কন্যাদায় উপস্থিত। কাজেই আমাকে অন্য সকল কাজ ফেলে রেখে এই অত্যাবশ্যক কাজের জন্য নিজে আস্‌তে হ'ল।"

রায় মহাশয় বলিলেন, "তা আপনার এত ক্লেশ স্বীকার ক'রে এখানে আস্‌বার কি প্রয়োজন ছিল? একজন কর্ম্মচারি পাঠিয়ে দিলেই হ'ত।"

নায়েব মহাশয় বলিলেন, "সে কি কথা? আমার পরম সুহৃৎ বিনয়কৃষ্ণের জন্য ক্লেশ স্বীকার ক'র্‌ব, এতো আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তা এই যে এ সব লেখাপড়া রেজিষ্টারি প্রভৃতি করা হ'চ্চে, সে কেবল লোক-সন্তোষের জন্য। এখন থেকে ঘনশ্যাম বসুর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি বিনয়কৃষ্ণ বাবুর কন্যারই হবে। এর চেয়ে সুখের বিষয় আর কি হ'তে পারে?—কৃষ্ণ হে! তোমারি ইচ্ছা!—তবে আর একটী কথা—"

দুর্লভ রায় বলিলেন, "তা অবশ্য! আপনি যে পরোপকার-ব্রতে আত্মসমর্পণ ক'রেছেন, আর আপনি যে উদারহৃদয়, পরম সাধু, তা অন্য কেহ জানুক আর না জানুক, আমি বিলক্ষণরূপে জানি! তা বিনয়কৃষ্ণ বাবুকে আর কি একটি কথা ব'ল্‌ছিলেন বলুন।"

নায়েব মহাশয় কুণ্ঠিত ভাবে, মস্তক কণ্ডূয়ন করিয়া বলিলেন,

"কথাটা কি জানেন, রায় মহাশয়! বিনয়কৃষ্ণ বাবুর এই কাজটী শীঘ্র শেষ করবার জন্য বড়ই তাড়াতাড়ি আমাকে এখানে আস্‌তে হ'য়েছিল, তাই টাকাটা সঙ্গে আনা হয় নাই। তাই আমি ব'ল্‌ছিলেম, বিনয়কৃষ্ণ বাবুকে আপাততঃ এই আট হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখে দিলে হয় না? কলিকাতায় গিয়েই ব্যাঙ্ক থেকে আট হাজার টাকা দিব।"

রায় মহাশয় বলিলেন, "বিনয়কৃষ্ণ বাবু কি আর এই আট হাজার টাকার জন্য আপনাকে অবিশ্বাস ক'র্‌বেন? তবে কিনা টাকা-কড়ির বিষয়ে সতর্ক হওয়াই উচিত। তা উনি ইচ্ছা করেন তো একখানা হ্যাণ্ডনোট লিখে দিন না কেন?"

বিনয়কৃষ্ণ বলিলেন, "আপনি যখন কলিকাতায় গিয়ে টাকা দিবেন ব'ল্‌চেন তখন আর এ দু'দিনের জন্য হ্যাণ্ডনোটের কি প্রয়োজন? আমাকেও তো সেই হ্যারিসন সাহেবের ও সেই টেলিগ্রামের অনুসন্ধানের জন্য আপনার সঙ্গে কলিকাতায় যেতে হবে।"

গোবর্দ্ধন হাসিয়া বলিল, "আপনার মত সদাশয় ব্যক্তি যে এ কথা ব'ল্‌বেন, তা আমি পূর্ব্বেই জান্‌তেম। তবে, রায় মহাশয়! রেজিষ্টারিটা শীঘ্র ক'রে, কলিকাতায় যাবার উদ্‌যোগ করুন।"

কিছুক্ষণ মধ্যেই বিনয়কৃষ্ণের রেহেননামা রেজিষ্টারি করা হইল। রেজিষ্টারি সময়েও যে ১২৮৭ সালের পরিবর্ত্তে ১২৮৩ সাল লেখা হইল, বিনয়কৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিলেন না।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় গোবর্দ্ধন ও দুর্লভ রায়ের সঙ্গে বিনয়কৃষ্ণ কলিকাতায় রওনা হইলেন।

পর দিন রঙ্গপুরে সব্ জজের আদালতে, গোবর্দ্ধন ঘোষালের নামে বিনয়কৃষ্ণ দত্তের উপর আট হাজার টাকার আসল ও তাহার সুদ সমেত দশ হাজার টাকার নালিস দায়ের হইল। বিনয়কৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

:-*-:-

"ও নির্ম্মালি! বলি ও নাত্‌নি! একবার শীগ্‌গির এখানে আয়! একবার এই ছাখ্‌! কে তোর সঙ্গে ছাখা ক'র্‌তে এসেছে! আমার মাথা খাস্‌, একবার নিচে এসে দেখে যা!"

প্রভাতে বিনয়কৃষ্ণের বাটীতে উপরের ঘরে সুমতি ও নির্ম্মলা বসিয়াছিল। নীচের উঠানে পুরাতন চাকরাণী ক্ষেমঙ্করী ওরফে "ক্ষেমী মাশী", সম্মার্জ্জনী হস্তে গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা ছিল। ক্ষেমঙ্করী জাতিতে কৈবর্ত্ত। অনেক কাল হইতে ক্ষেমঙ্করীর পিতৃ-পিতামহ প্রভৃতি সপরিবারে অশোকপুরের দত্তবাটীর পৈতৃক চাকর ছিল। অনেক দিন হইল তাহারা সকলে, অনেক দিন অবধি কালস্রোতে সাঁতার দিয়া, অবশেষে ক্ষেমঙ্করীকে রাখিয়া, কালগর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে। সেই অবধি ক্ষেমঙ্করী দত্তবাটীর পরিবারভুক্তা হইয়াছে। সে যে পরিচারিকামাত্র,তাহা অনেকেই জানিত না। তাহাকে চাকরাণী বলিতে কেহই সাহস করিত না। সুমতি তাহাকে "ক্ষেমী মাশী" বলিত। নির্ম্মলাও সেই সম্পর্কে তাহাকে "ক্ষেমী দিদি" বলিয়া ডাকিত। অনেকেই মনে করিত, ক্ষেমী মাশী সুমতির নিকট-সম্পর্কীয়া আত্মীয়-কন্যা। সে নিজেও তাহাই মনে করিত। কেহ তাহাকে চাকরাণী বলিলে ক্ষেমী মাশী নানা কথায় ও নানা ছন্দে তাহার চতুর্দ্দশ পুরুষের পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করিয়া দিত।

নির্ম্মলা তাহার ক্ষেমী দিদির বারংবার উচ্চ সম্বোধন শুনিয়া, বারাণ্ডার পার্শ্বে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'য়েছে, ক্ষেমী দিদি! কেন আমাকে ডাক্‌চ ?"

ক্ষেমী বলিল, "শীগ্‌গির একবার এখানে আয়। এই দ্যাখ্‌, কে তোকে খুঁজ্‌চে।"

নির্ম্মলা দেখিল, তাহার ক্ষেমী দিদি বিনোদলালের হাত ধরিয়া তাহাকে উপরে লইয়া আসিবার চেষ্টা করিতেছে। নির্ম্মলা একটু মৃদু হাস্য করিয়া দৌড়িয়া ঘরের ভিতর আসিল।

সুমতি বলিলেন, "চ'লে এলি যে ? কেন ডাক্‌চে শুনে আয় না!"

নির্ম্মলা কোন উত্তর করিল না দেখিয়া, সুমতি বারাণ্ডায় আসিয়া বলিলেন, "ক্ষেমী মাশী যেন কদিন থেকে ক্ষেপে উঠেছে। কোথায় বিয়ে তার ঠিক্ নেই, এরি মধ্যে দিন-রাত কত উজ্জুগ করা হ'চ্চে!—কিগো, ক্ষেমী মাশী! কি ব'ল্‌চ ?—ও কে ? বিনোদ যে! কখন্ এলে, বিনোদ ?"

ক্ষেমী বলিল, "ও কি আস্‌তে চায়! ও দুয়ার পর্য্যন্ত এসে, নিম্মালিকে দেখ্‌তে না পেয়ে চ'লে যাচ্ছিল। আমি ধ'রে আন্‌লুম।"

বিনোদ বলিল, "না, সুমা! আমি তোমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে এসেছিলেম। বউ দিদি আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

বিনোদ শৈশব কাল হইতে সুমতিকে "সুমা" বলিয়া ডাকিত।

সুমতি বলিলেন, "ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? উপরে এস।"

বিনোদ ক্ষেমীর সঙ্গে উপরে আসিল। সুমতি বলিলেন, "কেমন আছ, বিনোদ? তোমার বউ দিদি ভাল আছেন তো?"

বিনোদ বলিল, "বউ দিদি আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি ব'ল্‌লেন, তোমার সুমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে এস, আর তাঁকে ব'লে এস, তিনি যেন একবার আমার সঙ্গে দেখা করেন।"

সুমতি বলিলেন, "তোমার বউ দিদিকে বলিও, আমি দু'এক দিনের মধ্যেই তাঁর কাছে যাব। আজ তাঁর রঙ্গপুর থেকে নায়েবের সঙ্গে ফিরে আস্‌বার কথা আছে। তিনি ফিরে এলেই আমি যাব।"

বিনোদ বলিল, "নায়েব বোধ হয় কিছু কাল ফিরে আস্‌বেন না। তিনি রঙ্গপুর থেকে কলিকাতায় গিয়েছেন। কাল তিনি সেখান থেকে একজন লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমাকে কলিকাতায় সঙ্গে নিয়ে যেতে ব'লে দিয়েছেন।"

সুমতির মুখ শুখাইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে কবে কলিকাতায় যেতে ব'লেছেন?"

"দু'চার দিনের মধ্যেই বোধ হয় আমাকে যেতে হবে।"

"তোমার বউ দিদি এ কথা শুনেছেন?"

"শুনেছেন বই কি? সেই জন্যই তো—"

"নায়েব তোমাকে এ সময় কলিকাতায় কেন নিয়ে যাচ্চেন?"

"তিনি ব'লে পাঠিয়েছেন, এখানকার স্কুলে নাকি ভাল পড়া হয় না। তাই তিনি কলিকাতায় ভাল স্কুলে আমাকে এই মাস থেকেই ভর্ত্তি ক'রে দিবেন।"

ক্ষেমী বলিল, "আর আষাঢ় মাসে যে আমার নিস্তারিণীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে? তবে আবার এখন তোমাকে ক'ল্‌কাতায় নিয়ে গিয়ে স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দেবেন কি?"

সুমতি বলিলেন, "ক্ষেমী মাসী! তুমি যেমন পাগল! আমি তো তোমাকে কতবার ব'লেছি, কোথায় বিয়ে তার ঠিক্ নেই, তুমি এখন থেকে বিয়ের উজ্জুগ ক'রে ম'র্‌চ।"

ক্ষেমী বলিল, "তা বই কি? কোথায় বিয়ে! সব কথা ঠিক হ'য়ে গিয়েছে, আবার কোথায় বিয়ে! এই আষাঢ় মাসে বিয়ে না দিতে চাইলে, আমি সেই মিন্‌সের বাড়িতে গিয়ে, চেঁচিয়ে গাঁ তোলপাড় ক'র্‌ব, আর গালাগালি দিয়ে মিন্‌সের ভূত ভাগিয়ে দিব। মুখপোড়া মিন্‌সের আবার এ কুবুদ্ধি কেন হ'ল?"

সুমতি বলিলেন, "তোমার বউদিদি তোমার কলিকাতায় যাবার কথা শুনে, কি ব'ল্‌লেন?"

"তিনি তো বলেন, আমাকে ছেড়ে তিনি থাক্‌তে পার্‌বেন না। তিনি বলেন, আমি চ'লে গেলে তিনি নাকি পাগল হবেন। তিনি এই কথা শুনে অবধি কত কাঁদ্‌চেন। কিন্তু

তাঁর কথা কি থাক্‌বে? এখন নায়েব যা ক'র্‌বেন তাই হবে।"

ক্ষেমী বলিল, "মুখে আগুন পোড়া নায়েবের! মিন্‌সে কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে ব'স্‌ল! কিন্তু আমি ব'ল্‌চি, বাবা! আমার সঙ্গে তার চালাকি খাট্‌বে না, আস্‌চে মাসে বিয়ে দিতেই হবে। নইলে এই ক্ষেমীর হাতে তাঁর নিস্তার নেই! বিনয় বাড়ি আসুন আগে, তার পর সেই মুখপোড়া নায়েবের সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হবে। কেন? সে মিন্‌সে কোথাকার কে? যখন অনঙ্গ বউ নিজে বিয়ে দিবেন ব'লেছেন, তখন তার কথা কে শোনে?"

সুমতি বলিলেন, "ক্ষেমী মাশী! কেন মিছে পাগলের মত ব'কৃছ? আগে তাঁকে ফিরে আস্‌তে দাও তিনি কি বলেন শোন, তার পর তিনি যা ক'র্‌তে বলেন, তাই করিও।"

বিনোদ বলিল, "সুমা! তবে আমি বউ দিদিকে গিয়ে কি ব'ল্‌ব, আপনি ব'লে দিন।"

"তাঁকে বল গিয়ে, আমি দুদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে দেখা ক'র্‌ব। আর আমার সঙ্গে দেখা হবার আগে যেন তিনি কোন মতেই তোমাকে কলিকাতায় যেতে না দেন।"

ক্ষেমী বলিল, "ওকি, বিনোদ! এখনি যাচ্চ নাকি? একটু দাঁড়াও! আমি সুমতির সঙ্গে আড়ালে গিয়ে একটা পরামর্শ ক'রে আসি।—এস, সুমতি! একবার নীচে এস, তোমাকে

একটা কথা ব'ল্‌ব।—দাঁড়াও, বিনোদ! আমরা এখনি আবার আস্‌চি।"

ক্ষেমী সুমতিকে লইয়া নীচে চলিয়া গেল।

নির্ম্মলা এতক্ষণ কক্ষ-মধ্যে, গবাক্ষ-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সকল কথা শুনিতেছিল। সে শৈশব কালে বিনোদের সঙ্গে কত খেলা করিত, কত হাস্য-পরিহাস করিত। বিনোদ তাহাদের বাটীতে আসিলে সে সানন্দে তাহার নিকটে দৌড়িয়া যাইত। কিন্তু দুই তিন বৎসর হইতে আর তাহার সে ভাব নাই। সে জানিতে পারিয়াছে, তাহার সঙ্গে বিনোদের বিবাহ হইবে। বিবাহ কি, পূর্ব্বে তাহা সে জানিত না, বুঝিতে পারিত না; এখন বুঝিয়াছে। লজ্জা আসিয়া এখন তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে, তাহার শৈশবের সেই চপলতা, সেই সরলতার উপরে লজ্জার আবরণ পড়িয়াছে। বিনোদ একাকী মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া, নির্ম্মলা ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে, অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইল; একটু ভাবিল; তার পর ধীরে ধীরে, হাত বাড়াইয়া ব্রীড়াসঙ্কুচিত ভাবে, বিনোদের কাঁধের উপর হাত রাখিল। তাহার করস্পর্শে, বিনোদ মুখ ফিরাইয়া, তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "কি ব'ল্‌চ, নির্ম্মলা?"

নির্ম্মলা মুখ নত করিয়া, ভূতলের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তার পর আবার মুখ তুলিয়া, বিনোদের কানের কাছে ওষ্ঠাধর লইয়া, চুপি চুপি বলিল, "আমি ব'ল্‌চি, তুমি কলিকাতায় যেও না।"

বিনোদ নির্ম্মলার কাঁধে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বল দেখি ?"

নির্ম্মলা আবার তেমনি মৃদু স্বরে বলিল, "তা হ'লে কতদিন যে আর তোমাকে দেখ্‌তে পাব না !"

উপরে উঠিবার সোপানে কাহার পদশব্দ হইল। নির্ম্মলা দৌড়িয়া আবার কক্ষ-মধ্যে চলিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আরও দুই দিন তাঁহার স্বামীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া, সুমতি অনঙ্গমোহিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। অনঙ্গ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার স্বামী রঙ্গপুর থেকে ফিরে এসেছেন?"

সুমতি উত্তর করিলেন, "না! তাঁর ফিরে আস্‌তে এত বিলম্ব হ'চ্চে কেন, কিছুই বুঝ্‌তে পারৃচি না।"

"তিনি রঙ্গপুরে কেন গিয়েছিলেন?"

"তোমার নায়েব ব'লেছিলেন, বিনোদের সঙ্গে আমার নির্ম্মলার বিবাহ দিতে হ'লে, আপাততঃ আট হাজার টাকা দিতে হবে। তা টাকা কোথায় পাব, বোন্? বাড়ী আর গ্রামখানা বিক্রী কিংবা বন্ধক না রাখ্‌লে তো আর হয় না? তাই নায়েব ব'ল্‌লেন, কোন লোকের কাছে বন্ধক রেখে টাকা দেওয়াবেন। তারি লেখাপড়া কর্‌বার জন্য তিনি ওঁকে রঙ্গপুরে সঙ্গে ল'য়ে গিয়েছেন।"

অনঙ্গমোহিনীর মুখমণ্ডল রোষে রক্তিম বর্ণ ধারণ করিল। তিনি বলিলেন, "কি ব'ল্‌চ, দিদি! আমি তোমার কথা কিছুই বুঝ্‌তে পারৃচি না। আমার বিনোদের যে আজ জমীদারীর মাসিক আয় আট হাজার টাকার চেয়ে অনেক অধিক।

তোমাকে তোমার এই অবস্থার সময় আট হাজার টাকা দিতে হবে, তবে বিনোদের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে হবে? হা ধিক্! কি লজ্জার কথা!"

"কি জানি, বোন্! উনি ব'ল্‌লেন, এ না হ'লে বিবাহ হবে না। কাজেই উনি সম্মত হ'লেন।"

"তিনি টাকা পেয়েছেন? লেখা-পড়া হ'য়ে গিয়েছে?"

"তা তো কিছুই জানিনা। তিনি দুই তিন দিনের মধ্যে ফিরে আস্‌বেন ব'লে গিয়েছেন, আজ সাত দিন হ'য়ে গেল, এখনও তিনি ফিরে এলেন না।"

"তাই যদি হ'ল, নায়েব কলিকাতায় গিয়ে, বিনোদকে সেখানে সঙ্গে ল'য়ে যাবার জন্য লোক পাঠিয়েছে কেন? তোমার স্বামীও কি কলিকাতায় গিয়েছেন?"

"তাও কিছুই জান্‌তে পারি নাই। তাঁর রঙ্গপুর থেকেই ফিরে আস্‌বার কথা ছিল।"

"হায় দিদি! তোমার স্বামী জেনে শুনে কেন এ কালসাপের গহ্বরে হাত দিলেন? আমার মনে নানা সন্দেহ হ'চ্চে! একে তো আমার বিনোদের কলিকাতায় যাবার কথা শুনে, জ্ঞানশূন্যা হ'য়েছি, তাতে আবার তোমার কথা শুনে প্রাণ আরও আকুল হ'চ্চে!"

সুমতি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমার অদৃষ্টে বিধাতা যা লিখেছেন, তাই হবে। কিন্তু তুমি কি বিনোদকে কলিকাতায় পাঠাবে?"

অনঙ্গ বলিলেন, "আমি পাঠাব? আমি কে? আমার কথা কে শুন্‌বে? বিনোদ যে আমার এ ঘোর অন্ধকারে ধ্রুবতারা, তা কাকে ব'ল্‌ব? আমি যা ভয় ক'রেছিলেম, এখন দেখ্‌চি, বুঝি তাই হ'ল! বিনোদের জন্য আবার বুঝি আমাকে সংসারে লিপ্ত হ'তে হ'ল! আমার সেই ইহলোক ও পরলোকের ইষ্টদেবতার আজীবন ধ্যান বুঝি আমার অদৃষ্টে ঘ'টুল না!"

"আর আমি যে বিষয়ের অনুসন্ধান ক'র্‌তে ব'লেছিলেম, তার কি কিছু জান্‌তে পেরেছ?"

"অনেক কষ্টে বামা একজন লোক ঠিক্ ক'রেছিল। তাকে সে গোপনে কলিকাতায় সন্ধান নিবার জন্য পাঠিয়েছিল। সে ব'ল্‌লে, কলিকাতায় বাটীর পুরাতন চাকরগণের কাহারও সন্ধান পায় নাই। তাদের সকলকেই নাকি নায়েব তাড়িয়ে দিয়েছে। কেবল একজন উড়ে বেহারার সন্ধান পেয়েছিল। তাকে বামার সেই লোকটী এই গ্রাম অবধি সঙ্গে ল'য়ে এসেছিল। কিন্তু এখানে আস্‌বার পর সে হঠাৎ কোথায় পলায়ন ক'র্‌লে, কেহই জান্‌তে পার্‌লে না। বোধ হয়, এ সংবাদ জান্‌তে পেরে, কেহ তাহাকে লুকিয়ে রেখেছে।"

"তোমার মা ও ভাইকে কি সংবাদ দিয়েছিলে?"

"তাঁহাদিগকে আমি নিজে কয়েকখানি পত্র লিখেছি। কিন্তু কি জানি কেন তাঁরা এখনও কোনও উত্তর দিলেন না। হয়তো তাঁরা আমার পত্র পান নাই। আপাততঃ বিনোদের জন্য

আমার বড় মন অস্থির হ'য়েছে! কি ক'র্‌ব, কিছুই ঠিক্ ক'র্‌তে পার্‌চি না।"

সুমতি বলিলেন, "এখন আর এ রকম ক'রে চুপ ক'রে থাক্‌লে চ'ল্‌বে না। অন্যান্য কর্ম্মচারী ও ভৃত্যগণকে যা তোমার ইচ্ছা হয় আদেশ কর।"

অনঙ্গ বামাকে ডাকিয়া বলিলেন, "একবার দেওয়ানকে আমার নিকট ডেকে আন্।"

বামা দেওয়ানকে ডাকিতে গেল।

অনঙ্গ বলিলেন, "দিদি! তুমি যা ব'ল্‌লে, একথা আমিও কতবার মনে ক'রেছি। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, এতে কোনও ফল হবে না। তুমি জান না, গোবর্দ্ধন অন্যান্য সমস্ত কর্ম্মচারি-গণকে, দরোয়ান ও পেয়াদাগণকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত ক'রেছে। কাহারও সাধ্য নাই, তার আজ্ঞার বিরুদ্ধে কাজ করে। এখনি তা জান্‌তে পার্‌বে।"

বৃদ্ধ দেওয়ান সনাতন ঘোষ বামার সঙ্গে আসিয়া, বারাণ্ডার উপর দাঁড়াইয়া বলিল, "আমার প্রতি কি অনুমতি?"

অনঙ্গ চিকের আড়াল হইতে বলিলেন, "বামা! ওকে জিজ্ঞাসা কর্, বিনোদকে হঠাৎ এমন ক'রে কলিকাতায় কেন পাঠান হ'চ্চে?"

সনাতন করজোড়ে বলিল, "আমি তো তার কিছুই জানি না। কেবল এই মাত্র জানি, নায়েব মহাশয় এইরূপ আদেশ ক'রেছেন।"

অনঙ্গ পুনরপি বামাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,"নায়েবের এরূপ অন্যায় আদেশের তোমরা প্রতিবাদ কর না কেন ?"

"আমাদের কি সাধ্য, তাঁর আজ্ঞার বিরুদ্ধে কথা কই ?"

"তবে নায়েবকে ব'লে পাঠাও, আমার ইচ্ছা নাই, সেই জন্য বিনোদকে এ সময় কলিকাতায় পাঠান হবে না। সে আপাতত: এই খানে, আমারই নিকটে থাক্‌বে।"

"আপনি স্বয়ং তাঁকে একথা ব'ল্‌তে পারেন, কিন্তু আমাদের সাধ্য নাই যে, তাঁর আদেশ, ভাল হউক মন্দ হউক,—তাতে একটীও কথা বলি। তাই আপনার নিকট প্রার্থনা, আমাকে ক্ষমা করুন। তিনি আমাদের নিকট যে পত্র পাঠিয়েছেন, তাতে স্পষ্ট লিখে দিয়েছেন, বিনোদ বাবু যদি কলিকাতায় আস্‌তে অসম্মত হন, তাঁকে যেন জোর ক'রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।"

"আমি বিনোদকে কলিকাতায় যেতে দিব না। এখন তোমরা কি ক'র্‌বে ?"

"তা হ'লে নায়েব মহাশয়কে আমরা এই সংবাদ জানাব। তার পর তিনি যা ভাল বিবেচনা করেন, তাই ক'র্‌বেন।"

"বেশ কথা ! তাই তাকে লিখে দাও। আর একটী কথা। কনকনগরে আমার বাপের বাড়ী, আমার ভাইয়ের নিকট এখনি একখানি পত্র পাঠাতে ইচ্ছা করি। তুমি সেই পত্র কোন বিশ্বস্ত ভৃত্যের হাতে পাঠিয়ে দাও। আর আমার ভাই পত্রের কি উত্তর দেন, আজ হ'তে যেন তিন দিনের মধ্যে আমাকে এনে দেওয়া

হয়। কনকনগর এখান থেকে পঁচিশ ক্রোশ। তিন দিনের মধ্যে অনায়াসে আমার পত্রের উত্তর আস্‌তে পারে।”

বৃদ্ধ সনাতনের শরীর কাঁপিতে লাগিল! সে করজোড়ে বলিল, “বধূ ঠাকুরাণী! আমি বাল্যকাল থেকে স্বর্গীয় কর্ত্তাবাবুর অন্নে প্রতিপালিত হ'য়েছি আপনার আদেশ প্রতিপালন করা যে আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তা আমি জানি। কিন্তু—কিন্তু—”

অনঙ্গ দৃঢ় স্বরে বলিলেন, “কিন্তু কি? স্পষ্ট উত্তর দাও।”

সনাতন বলিল, “আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন ক'র্‌লে আমার সর্ব্বনাশ হবে।”

“কেন?”

সনাতন পলিত কেশ কণ্ডুয়ন করিয়া, পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, “কেমন ক'রে আপনাকে সে সব কথা বলি? আর কেমন ক'রেই বা আপনার এ সামান্য আজ্ঞা লঙ্ঘন করি? হা বিধাতঃ! আমার অদৃষ্টে এই ছিল? স্বর্গীয় ঘনশ্যাম বসুর সোনার সংসারের কি এই দশা দেখ্‌তে হ'ল? আমি আপনার নিকটে জোড়হাতে প্রার্থনা ক'র্‌চি, এ চির অনুগত বৃদ্ধের উপর দয়া করুন।”

“তুমি অকারণ ভয় ক'র্‌চ, স্পষ্ট ক'রে সকল কথা বল।”

সনাতন ক্ষণমাত্র নীরব থাকিয়া, চারিদিক চাহিয়া দেখিয়া বলিল, “তবে আমার অদৃষ্টে যা হবার তা হবে। আমি আপনাকে সত্য কথা বলি, শুনুন। কিন্তু দয়া ক'রে এইটুকু ক'র্‌বেন, আমি আপনাকে যা নিবেদন ক'র্‌চি, কাহারও

নিকট প্রকাশ করা না হয়। তবে শুনুন, নায়েব মহাশয় কয়েক দিন থেকে আপনার সম্বন্ধে কয়েকটী গুপ্ত আদেশ প্রচার ক'রেছেন। প্রথম, আপনি যেন অন্তঃপুর থেকে কখনও বাহিরে যেতে না পারেন। দ্বিতীয়, আপনার সঙ্গে কেহ সাক্ষাৎ ক'র্‌তে এলে, যেন তখনি তাঁকে সংবাদ দেওয়া হয়। আপনার জন্য বাটীর চারি পার্শ্বে কয়েক জন প্রহরী নিযুক্ত র'য়েছে, তা আপনি বোধ হয় এখনও জান্‌তে পারেন নাই। তৃতীয় আদেশ, যেন আপনার চিঠি পত্রাদি-কেহ কোথাও ল'য়ে যেতে না পারে। আপনি ইহার পূর্ব্বে আপনার পিত্রালয়ে যে সকল চিঠি পাঠিয়েছেন, সে সকল চিঠি তিনি নিজে হস্তগত ক'রে, পুড়িয়ে ফেলেছেন। যে আপনার চিঠি তাঁকে বই অন্য কাহাকে দিবে তার সর্ব্বনাশ হবে। এই তাঁর গুপ্ত আদেশ।"

অনঙ্গ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "আমার এত কর্ম্মচারী, এত দাস দাসী এত দরোয়ান-প্রহরী, তারা কি সকলেই পাষণ্ড? তাদের মধ্যে একজনের ও কি একটু সাহস নাই, ধর্ম্মজ্ঞান নাই, পরমেশ্বরের ভয় নাই?"

সনাতন বলিল, "আমার নিজেরই নাই, অন্যের কথা কি? আপনি অকারণ এ সকল কথা মনে ক'র্‌চেন। আমাকে ক্ষমা করুন! আমি পাষণ্ড পাপিষ্ঠ—বিশ্বাসঘাতক! কিন্তু উপায় নাই!"

"তবে তুমি আমার জন্য একটী কাজ কর। তুমি নিজে ডাকঘরে গিয়ে আমার চিঠি রেজিষ্টারি ক'রে এস।"

সনাতন বলিল, "আপনি কি মনে করেন, আমি যদি নিজে ডাকঘরে গিয়ে আপনার চিঠি রেজিষ্টারি ক'রে আসি, তা হ'লে আপনার চিঠি যথাস্থানে পৌঁছিবে? একথা স্বপ্নেও মনে ক'র্বেন না।"

"সে আবার কি? সরকারি ডাকঘর থেকে সরকারি লোকের দ্বারা চিঠি পৌঁছিবে। তাতে আবার কি সন্দেহ?"

সনাতন বলিল, "আপনি কি বুঝ্তে পার্চেন না? আপনার জন্য যে এত প্রকার বন্দোবস্ত ক'র্তে পেরেছে, সে কি সামান্য বেতনের দুই চারি জন সরকারি চাকরকে হস্তগত ক'র্তে পারে নাই? সরকারি চাকরগণ কি টাকা চেনে না? আপনি তো এর পূর্ব্বে আপনার পিত্রালয়ে আরও কয়েকখানি চিঠি সরকারি ডাকে পাঠিয়েছিলেন,তার কি উত্তর পেয়েছেন?"

অনঙ্গমোহিনীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল। তিনি বাষ্পবিকৃত স্বরে উত্তর করিলেন, "তবে এখন তুমি যাও।"

সনাতন চক্ষু মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল। অনঙ্গ ও সুমতি, নীরবে চিত্রার্পিতার ন্যায় বসিয়া রহিলেন। অনেক ক্ষণ পরে সুমতি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তবে এখন কি হবে?"

অকস্মাৎ অনঙ্গমোহিনীর আবার মুখ ফুটিল, প্রবল বেগে অশ্রুধারা ছুটিল। তিনি বলিলেন, "কোথায় তুমি, প্রভো! একবার এস! এই ঘোর অন্ধকারে, একবার সেই বিশ্ববিমোহন রূপে, সেই রত্নকিরীট-বিভূষিত, উন্নত মস্তকে, এই কনক-

প্রাসাদের উপরে, উদয়াচলে প্রভাত-তপনের আলোকে দশ দিক উজ্জ্বল ক'রে তোমার এই দাসীকে, তোমার রাজরাজেশ্বরীকে পার্শ্বে ল'য়ে দাঁড়াও! একবার—একবার মাত্র এসে, তোমার দাসীকে দানবের দর্প চূর্ণ ক'র্‌তে আদেশ কর। হায় দিদি! কোন্ পাপে এই কালফণিনী, সেই ভুবন-আলো-করা মণি লাভ ক'রে, আজ আবার তা হ'তে বঞ্চিতা হ'ল!"

সুমতি অনঙ্গমোহিনীর মুখ চুম্বন করিয়া, তাঁহার অশ্রু মুছাইয়া বলিলেন, "কেন, ভগিনি! নিরাশ হ'চ্চ? আমার কথা শুন! উপরে ধর্ম্মরাজ আছেন। তিনি সব দেখ্‌চেন! আমিই এ সকলের প্রতিকার ক'র্‌ব। আমার স্বামী ফিরে আসুন। আমি তাঁকে তোমার বাপের বাড়িতে পাঠাব। তাঁকে তো আর কেহ বাধা দিতে পার্‌বে না? তিনি তো পামর গোবর্দ্ধন ঘোষালকে ভয় ক'র্‌বেন না? আমার স্বামী দেশ বিদেশে, পাহাড়ে জঙ্গলে, তোমার স্বামীকে অন্বেষণ ক'রে তোমার কাছে এনে দিবেন। সত্য ব'ল্‌চি, বোন্। আমি যেন বারবার দৈববাণী শুন্‌তে পাচ্চি—তোমার স্বামী জীবিত আছেন! তিনি শীঘ্রই আবার তোমাকে দেখা দিবেন।"

অনঙ্গমোহিনী সুমতিকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "দিদি! তুমি পতিব্রতা, সাধ্বী নারী। শুনেছি, সতীর আশীর্ব্বাদ নাকি মিথ্যা হয় না।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।
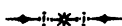
আরও এক সপ্তাহ চলিয়া গেল ; বিনয়কৃষ্ণ ফিরিয়া আসিলেন না, তাঁহার কোনও সংবাদ আসিল না। সুমতি বড়ই চিন্তিতা হইলেন। তিনি গোবর্দ্ধন ঘোষালের নিকট স্বামীর সংবাদ জানিবার জন্য একজন লোক পাঠাইলেন। গোবর্দ্ধন বলিল, "সে কি ? তিনি এখনও ফিরে আসেন নাই ? তিনি তো আমার নিকট হ'তে আট হাজার টাকা ল'য়ে কলিকাতায় গিয়েছিলেন। এখনও তিনি সেখানে কি ক'র্চেন, তা তো কিছুই জানি না।"

দুর্ল্লভ রায়ের নিকট একজন লোক পাঠাইয়া সংবাদ জিজ্ঞাসা করা হইল। দুর্ল্লভ রায় ও গোবর্দ্ধন যাহা বলিয়াছিল, তাহাই বলিলেন। সুমতি ও নির্ম্মলার আহার-নিদ্রা বন্ধ হইল। ক্ষেমী মাশীর মুখ হইতে গোবর্দ্ধনের উদ্দেশে বিবিধ গালি-বর্ষণ হইতে লাগিল অবশেষ কলিকাতায় লোক পাঠাইয়া সংবাদ জানা হইবে, স্থির হইল। কিন্তু কলিকাতার মত শহরে গিয়া সংবাদ লইয়া আসে, এমন লোক পাওয়া কঠিন হইল। বিশেষতঃ বিনয়কৃষ্ণ কলিকাতায় গিয়া কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহা কেহই জানিত না। গোবর্দ্ধন ও দুর্ল্লভ রায়ের নিকট হইতে সে বিষয়ের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

শেষে ক্ষেমী অনেক অনুসন্ধান করিয়া, ঘোষপুর গ্রামের কানাই মণ্ডল নামে এক জন প্রজাকে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। চতুর ও বহুদর্শী ব্যক্তি বলিয়া কানাই মণ্ডলের খুব প্রতিপত্তি ছিল। সে অনেকবার কলিকাতায় গিয়াছিল ও বাকী খাজ্‌নার মকদ্দমায় কয়েকবার রঙ্গপুরে গিয়া আদালতে হলফ্ লইয়াছিল। কানাই মোড়ল প্রথমে অস্বীকৃত হইল।

কিন্তু ক্ষেমী মাশী সহজে ছাড়িবার লোক নহে। সে বলিল, "তুমি যদি না যাও, এতগুলো স্ত্রী-হত্যার পাপ তোমার ঘাড়ে প'ড়্‌বে। তোমার মত চালাক-চতুর, শহর-ঘেঁটা, কাছারি-ঘ্যাঁসা লোক ভূ-ভারতে আর কে আছে?"

নানা কথায় কানাই মোড়ল সম্মত হইল। সে দত্ত-বাটীতে আসিয়া, সুমতির নিকট কিছু পাথেয় প্রার্থনা করিল। সুমতি তাহাকে কিছু টাকা দিয়া বলিলেন, "দেখ, বাছা! যেন তোমার ফিরে আস্‌তে বিলম্ব না হয়। আমরা আজকাল বড়ই বিপদে প'ড়েছি। তুমি অনেক কালের পুরাতন প্রজা, তুমি যদি রক্ষা কর, তবেই এ বিপদ্ থেকে উদ্ধার লাভ ক'র্‌ব।"

কানাই মোড়ল বলিল, "মা ঠাকরুন! যখন আমার শরণ নিয়েছেন, আর কোনও ভাবনা নেই। আপনি খাওয়া দাওয়া ক'রে, পার উপর পা রেখে, নিশ্চিন্ত হ'য়ে, গট্ হ'য়ে ব'সে থাকুন। আমাকে 'যেমন তেমন প্রেজা' মনে ক'র্‌বেন না। দেখ্‌তে পাবেন, আমি পাঁচ দিনের মধ্যে কর্ত্তাকে কাঁধের উপর নিয়ে, নাচ্‌তে নাচ্‌তে আপনার কাছে হাজির হব।"

কানাই মোড়ল তাহার পিতামহের আমলের নাগ্‌রা জুতা-জোড়াটা মাটীতে ঠুকিয়া, ধুলা ঝাড়িয়া পায়ে দিল, লাল রঙের ফ্ল্যানেলের শতছিদ্র পিরাণ পরিল, কাঁধের উপর একখানা ফর্‌সা চাদর রাখিল ও মাথায় পাগ্‌ড়ি বাঁধিয়া বাঁশের লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে কলিকাতার রাস্তার অভিমুখে চলিল। কানাই মোড়লের কথা শুনিয়া ও তাহার ভাবগতিক দেখিয়া, সুমতি কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইলেন। তিনি স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পাঁচ দিনের স্থানে পাঁচ সপ্তাহ কাটিয়া গেল, কানাই মণ্ডল ফিরিল না। বিনয়কৃষ্ণেরও কোন সংবাদ আসিল না।

এক দিন সন্ধ্যার পরে সুমতি ও ক্ষেমী মাশী বাহিরের দ্বার বন্ধ করিয়া বসিয়াছিলেন। একটী ক্ষুদ্র তৈলহীন নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ মিট্‌ মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল। সারাদিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া,অর্দ্ধাশনে বহুদিন কাটাইয়া, নির্ম্মলা, ক্লান্তিবশতঃ তাহার মার পদপ্রান্তে আঁচল বিছাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

সুমতি বলিতেছিলেন, "এখন কি করি, ক্ষেমী মাশী! আর একজন লোক পাঠালে হয় না? না হয় চল, বাড়িতে চাবি দিয়ে, আমরাই কলিকাতায় যাই।"

ক্ষেমী বলিল, "তাই তো! কানাই মোড়ল মুখ-পোড়াটার কি আক্কেল, গা! কোথায় পাঁচ দিনের মধ্যে ফিরে আস্‌বার কথা, এখনও আবাগের ব্যাটার ভাখা নেই! না হয় একখানা চিঠি পাঠিয়ে দে, তাও নয়!"

হঠাৎ উঠানের প্রাচীরের রুদ্ধ কপাটে কড়া নাড়িবার শব্দ হইল। ক্ষেমী জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা?"

কেহ উত্তর দিল না। আবার পূর্ব্বের অপেক্ষা সজোরে, সশব্দে কে কপাটের কড়া নাড়িল।

ক্ষেমী বলিল, "কেরে তুই? কথা ক'চ্চিস্ না কেন?"

কপাটের অপর পার্শ্ব হইতে কে গম্ভীর স্বরে বলিল, "উঁ হুঁ—"

ক্ষেমী বলিল, "মর্, মিন্‌সে! তোর 'উঁ—হুঁ'তে কি বুঝ্‌ব? কথা ক'চ্চিস্ না কেন?"

আবার পূর্ব্বের মত উত্তর হইল, "উঁ—হুঁ—!"

ক্ষেমী উঠিয়া সক্রোধে বলিল, "দাঁড়া, মিন্‌সে! দুয়ার খুলে তোর ঘাড় ভাঙ্‌চি! মিন্‌সের কি মধুর স্বর গো! উঁ—হুঁ—! তোর বা—"

ক্ষেমী দুয়ার খুলিয়া চমকিয়া দেখিল—দুয়ারের পাশে কানাই মোড়ল দাঁড়াইয়া! সে বলিল, "একি! তুমি? তা কই, বিনয় এসেছেন?"

কানাই চুপি চুপি বলিল, "চুপ কর। অত চেঁচিয়ে কথা কইও না। বড় গোপনীয় কথা। মা ঠাকরুণ কোথায়?"

"ঘরের ভিতরে আছে।"

কানাই মোড়ল পূর্ব্ববৎ মৃদু স্বরে বলিল, "দুয়ারটা বন্ধ ক'রে দাও! বাহিরে এস।"

ক্ষেমী বাহিরে আসিয়া বলিল, "কি খবর, তা ব'লচ না কেন?"

সুমতি দুয়ারের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি কানাই মোড়লকে দেখিতে পাইলেন। সে মৃদু স্বরে যাহা বলিল তাহাও শুনিতে পাইলেন। তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল, হৃৎপিণ্ডে প্রবল বেগে শোণিতধারা বহিল।

কানাই ক্ষেমীকে বলিল, "এখান থেকে একটু দূরে এস। খবর কি, তা ব'লছি।"

ক্ষেমী কানাইয়ের সঙ্গে একটু দূরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর, শীগ্‌গির বল।"

কানাই মণ্ডল দূরে গিয়া কি বলে শুনিবার জন্য, সুমতি প্রাচীরের ইষ্টক অবলম্বনে উপরে উঠিয়া, অন্ধকারে দেওয়ালের উপর হইতে মুখ বাড়াইয়া রহিলেন।

ক্ষেমী আবার কানাই মোড়লকে জিজ্ঞাসা করিল, "কথা কইছ না কেন? বিনয় কোথায়? তাঁর কি হ'য়েছে?"

কানাই মণ্ডল বলিল, "মা ঠাক্‌রুণকে এখন বলিও না। বড় মন্দ সংবাদ! একটা মিথ্যা জালি মকদ্দমায়, বিনয়কৃষ্ণ বাবুর সাত বছরের জন্য দ্বীপান্তর হুকুম—"

কানাই মণ্ডলকে আর বলিতে হইল না। ক্ষেমী আর শুনিবার অবকাশ পাইল না। প্রাচীরের উপর হইতে করুণ কণ্ঠে কাহার আর্ত্তনাদ হইল, "মা গো! শেষে কপালে এই ছিল?" ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে কে ঘোর শব্দে, সেই উচ্চ প্রাচীর হইতে ভূমিতলে পড়িয়া গেল!

কানাই মণ্ডল ও ক্ষেমী দৌড়িয়া ভিতরে আসিয়া দেখিল,

সুমতি অচেতন অবস্থায় ইষ্টক-স্তূপের উপর পড়িয়া আছেন! তাঁহার মস্তক হইতে প্রবল বেগে শোণিতধারা বহিতেছে। শব্দ শুনিয়া সুষুপ্তা নির্ম্মলার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে দ্রুতপদে আসিয়া, তাহার মাকে দেখিয়া, সংজ্ঞা হারাইয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া গেল। ক্ষেমী জল আনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সুমতির মুখে ও মস্তকে সেচন করিতে লাগিল। কানাই মণ্ডল গ্রামের ডাক্তারকে ডাকিবার জন্য দৌড়িল। কিছুক্ষণ পরে সে ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া আসিল। ডাক্তার আঘাতের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সুমতির অচেতন দেহ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি সুমতির মস্তক তুলিয়া দেখিলেন, তাঁহার নাসিকা স্পর্শ করিয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাস অনুভব করিবার চেষ্টা করিলেন, কিয়ৎক্ষণ হৃৎপিণ্ডে কর্ণ সন্নিবেশ করিলেন, অনেকক্ষণ নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। অবশেষে বিষণ্ণ মুখে ক্ষেমীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আর কেন? এখন এই মেয়েটীকে দেখ!"

ডাক্তার সুমতির মৃতদেহের নিকট হইতে আসিয়া, নির্ম্মলার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

উদ্যানপার্শ্বস্থ সরোবর-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, গোবর্দ্ধন বামনদাসকে বলিল, "তুই কি নিজের হাতে টেলিগ্রাম দিয়ে এসেছিলি? তবে দুর্লভ রায়ের আস্‌তে এত বিলম্ব হ'চ্চে কেন? তিন দিন হ'য়ে গেল, এখনও তিনি আস্‌চেন না কেন? এখন একবার তাঁর বাটীতে গিয়ে দেখে আয়, তিনি এসেছেন কি না। যদি এসে থাকেন, তাঁকে সঙ্গে ল'য়ে আয়। আমি ততক্ষণ আমার যোগমন্দিরে গিয়ে যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হই।"

বামনদাস দুর্লভ রায়কে ডাকিতে গেল। গোবর্দ্ধন তাহার বিষ্ণুমন্দিরে গিয়া দুর্লভ রায়ের প্রতীক্ষায় একাকী বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে পরে রায় মহাশয় আসিয়া দেখা দিলেন।

গোবর্দ্ধন সানন্দে বলিল, "এস, ভায়া! তোমার এতদিনের অদর্শনে বড়ই ব্যাকুল হ'য়েছিলেম।"

দুর্লভ বলিলেন, "আপনার টেলিগ্রাম পেয়ে তখনি রওনা হ'য়েছিলেম। এখন বলুন, এখানকার নূতন সংবাদ কি? বিনোদের সম্বন্ধে কি স্থির ক'র্‌লেন?"

"তার অতি উত্তম ব্যবস্থা ক'রেছি। শুন্‌লে তুমি আশ্চর্য্য জ্ঞান ক'র্‌বে। তুমি তো যাবার সময় দেখে গেলে, সে কিছুতেই কলিকাতায় যেতে রাজি হয় না। আর সেই বউটা আবার এতদিন পরে নিজমূর্ত্তি ধারণ ক'রলে। শেষে

অনেক জোর-জবরদস্তি ক'রে, অনেক মিথ্যা ছলনা ক'রে, বিনোদকে তো কলিকাতায় নিয়ে ফেল্লেম। সেখানে গিয়ে সে ছোঁড়া আবার পূর্ব্বের চেয়ে আরও অধিক বেঁকে দাঁড়াল। 'আমাকে এখনি আবার অশোকপুরে পাঠিয়ে দাও! এখানে থাক্‌লে আমার প্রাণ যাবে। আমার বউ দিদি আত্মহত্যা ক'র্‌বেন।'—এই সব প্রলাপ ব'ক্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লে। আমি তখন অনন্যোপায় হ'য়ে একটা নূতন কৌশল অবলম্বন ক'র্‌লেম। অনেক জোগাড়-যন্ত্র ক'রে, অনেক লোককে টাকা দিয়ে বশ ক'রে, বিস্তর অর্থব্যয়ে দু'জন ইংরাজ ডাক্তারের সার্টিফিকেট জোগাড় ক'রে, তাকে কলিকাতায় হরিণবাড়ীতে পাগলা-গারদে ভর্ত্তি ক'রে দিলেম।"

দুর্লভ রায় চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "বলেন কি? পাগলা-গারদে রেখে এলেন? এখনও বিনোদ তবে সেইখানে র'য়েছে?"

"আবার কোথায় যাবে? বোধ হয় আজীবন তাকে সেই খানেই থাক্‌তে হবে। কিন্তু, ভায়া! এই কাজটায় বিস্তর টাকা খরচ ক'র্‌তে হ'য়েছে।"

"তা একথা তো সকলেই জান্‌তে পেরে থাক্‌বে। নীলাম্বরের স্ত্রীর কাছেও বোধ হয় এ সংবাদ পৌঁছে থাক্‌বে।"

"এখনও অতি অল্প লোকেই জান্‌তে পেরেছে। কাজটা নাকি খুব গুপ্তভাবে সম্পন্ন করা হ'য়েছে, তাই। আর নীলাম্বরের স্ত্রীর কথা ব'ল্‌চ? তার সম্বন্ধে যে নূতন উপায়

অবলম্বন ক'রেছি, তা শুন্‌লে তুমি আরও আশ্চর্য্য জ্ঞান ক'র্‌বে।"

"কি, বলুন দেখি ?"

"আমি তো দেখ্‌লেম, বউটা এতদিন চুপ ক'রে থেকে, শেষে আবার নিজমূর্ত্তি ধারণ ক'র্‌লে। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর, শেষে কলিকাতার একজন কবিরাজের নিকট থেকে একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ জোগাড় কর্‌লেম। ইংরাজীতে তাকে Slow poison বলে! সে ঔষধের এমনি গুণ যে, তা সেবন ক'র্‌লে হঠাৎ তার কোন প্রকার ক্রিয়া জান্‌তে পারা যায় না। পাঁচ-ছয় দিন সেবনে উন্মাদ রোগ জন্মে। তারপর আরও দুই সপ্তাহ সেবন ক'র্‌লে, শরীর অবসন্ন হ'য়ে আসে ও শেষে মৃত্যু হয়।—কেমন, ভায়া! উত্তম ব্যবস্থা কিনা ?"

"এর চেয়ে আর উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা কি হ'তে পারে? তা ঔষধটা সেবন করান হ'য়েছে তো ?"

"আজ তিন দিন থেকে ঔষধ সেবন করান হ'চ্ছে।"

"তাকে কি প্রকারে এই ঔষধ সেবন ক'র্‌তে সম্মতা ক'র্‌লেন ?"

গোবৰ্দ্ধন হাসিয়া বলিলেন, "এ কি রকম কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌চ, ভায়া! সে বিষ খেতে সম্মতা কি না, তা তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে কি তাকে বিষ দেওয়া হ'চ্ছে? যে গোয়ালিনী তার জন্য প্রত্যহ দুধ নিয়ে যায়, তাকে গোপনে ডেকে এনে কিছু পুরস্কার দিয়ে ব'ল্‌লেম, 'তুমি তো দেখতে পাচ্ছ, বউ ঠাকুরাণীর শরীর

দিন দিন খারাপ হ'য়ে যাচ্চে। এর প্রতিকার না ক'র্‌লে শীঘ্রই তাঁর মৃত্যু হবে। কিন্তু তিনি তো ঔষধ্ খেতে কিছুতেই সম্মতা হন না। আর তাতেই বা আশ্চর্য্য কি? অমন স্বামী হারিয়ে তিনি কি আর বেঁচে থাক্‌তে ইচ্ছা ক'র্‌বেন? তবে তাঁর প্রাণটা তো রক্ষা করা চাই! এখন তুমি যদি একটী কাজ কর, এ যাত্রা তাঁর জীবনরক্ষা হয়। আমি তাঁর জন্য একটী অতি উত্তম পুষ্টিকর ঔষধ এনেছি। যদি তুমি প্রত্যহ গোপনে একটু ক'রে আমার নিকট হ'তে ঔষধ ল'য়ে, দুধে মিশিয়ে, সেই দুধ তাঁকে খেতে দাও, তা হ'লেই তিনি এ যাত্রা বাঁচ্‌বেন। কিন্তু এ কথা যেন বউ ঠাকুরুণ কিংবা অন্য কেহ জান্‌তে না পারে।' গোয়ালিনী হৃষ্ট চিত্তে আমার এ সাধু প্রস্তাবের অনুমোদন ক'র্‌লে আজ তিন দিন থেকে সেই উৎকৃষ্ট ঔষধ নীলাম্বরের বনিতাকে সেবন করান হ'চ্চে।"

গোবর্দ্ধন হাস্য করিয়া বলিল, "কেমন, ভায়া! উত্তম ব্যবস্থা কিনা? কিছু ব'ল্‌চ না যে?"

রায় মহাশয় বলিলেন, "এর চেয়ে আর উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা কে কবে শুনেছে? তা এই দুইটী সংবাদ আমাকে শোনাবার জন্যই কি আমাকে টেলিগ্রাম করা হ'য়েছিল? না আরও কিছু সংবাদ আছে?"

গোবর্দ্ধন বলিল, "যে কারণে তোমাকে এখানে আস্‌বার জন্য তারে সংবাদ দেওয়া হ'য়েছিল, তা এখনও বলা হয় নাই। প্রায় সকল বিষয়েই সুব্যবস্থা করা হ'য়েছে; তবুও একটা

না একটা বিপদ লেগে আছে। আবার একটা নূতন বিপদ উপস্থিত। তুমি তো রঙ্গপুরে গিয়ে, বিনয়কৃষ্ণ দত্তের উপর মায় সুদ দশ হাজার টাকার ডিক্রী জারি করিয়ে দিলে। তার পর বাটী আর গ্রাম ক্রোক করা হ'ল, নিলাম হ'য়ে গেল, ঘোষপুর গ্রামও দখল করা হ'ল। কিন্তু বাড়ীখানা দখল ক'র্‌তে গিয়ে আবার এক বিষম সমস্যা উপস্থিত! বিনয়কৃষ্ণের স্ত্রীর অপঘাত মৃত্যু তো তুমি দেখে গিয়েছিলে। এখন তার বাটিতে সেই মেয়েটা আর একটা কৈবর্ত্ত চাকরাণী আছে। যে দিন বাড়ীখানা দখল কর্‌বার জন্য সরকারী আমিন, আমার দরোয়ান ও পেয়াদাগণকে সঙ্গে নিয়ে গেল,—সেই কৈবর্ত্ত মাগী ভয়ঙ্করী উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ ক'রে, ঝাঁটা হাতে ল'য়ে, বাটির বাহিরে এসে দাঁড়াল, আর ব'ল্‌তে লাগল, 'দেখ্‌ব, কে এ বাড়ী দখল ক'রে।' কার সাধ্য তার মুখের কাছে দাঁড়ায়! তার সেই গালাগালি, সেই ঘোর চীৎকার, সেই বঁটি ঘুরান দেখে, সকলে তো পালিয়ে এসে আমাকে সংবাদ দিলে। তার পিছনে পিছনে সেই মাগীও এসে উপস্থিত হ'ল,—আর যা মুখে এল, তাই ব'লে আমাকে অপমান ক'র্‌তে লাগ্‌ল। আমার দরোয়ানেরা ব'ল্‌লে, 'হুকুম দিন, মাগীকে খুন করি।' কিন্তু আমি দেখ্‌লেম, তা হ'লে ভয়ানক হুলস্থুল হ'য়ে উঠ্‌বে! এ সময়ে সতর্ক হ'য়ে কাজ করা নিতান্ত আবশ্যক। সেই দিন থেকে সেই কৈবর্ত্ত মাগী গ্রামটা তোলপাড় ক'রে তুলেছে। সকলকে ব'লে বেড়াচ্চে, আমিই জাল ক'রে বাড়ী নিলাম ক'রেছি,

বিনয়কৃষ্ণকে জাল ক'রে জেলে পাঠিয়েছি! সে নাকি কলি-কাতায় গিয়ে, লাট সাহেবের পা জড়িয়ে ধ'রে, সব কথা তাঁকে ব'ল্‌বে! সেই জন্য, ভায়া! এর একটা উপায় স্থির কর্‌বার জন্য তোমাকে তারে সংবাদ দিয়েছিলেম। আমার মতে তুমি গোপনে একবার সেই মাগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে, কিছু টাকা ঘুষ দিয়ে তাকে রাজি ক'রে, এই মেয়েটাকে আর এই মাগীকে গ্রামের বাহির ক'রে, কোন দূর দেশে পাঠিয়ে দাও। না হ'লে আর ত উপায় দেখি না।"

রায় মহাশয় বলিলেন, "তাই ত! এ দেখ্‌চি এক নূতন বিপদ! যাই হ'ক্ আমি আজই সন্ধ্যার পূর্ব্বে একবার বিনয়-কৃষ্ণের বাটীতে গিয়ে, সেই মাগীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা ক'য়ে দেখ্‌ব, সে কি বলে। তারপর আপনার নিকট এসে, কি কর্ত্তব্য তার পরামর্শ ক'র্‌ব।"

দশম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে নির্ম্মলা ক্ষেমী দিদির ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া রোদন করিতেছিল।

ক্ষেমী বলিল, "এ রকম ক'রে আর কত দিন বাঁচ্‌বি, নিম্মালি! কাঁদ্‌লে তো আর মাকে ফিরিয়ে পাবে না।"

"আর আমি কোন্ সাধে বাঁচ্‌ব, ক্ষেমীদিদি? মরণ হ'লেই তো সব জ্বালা-যন্ত্রণার শেষ হয়। আমি যে জন্মাবধি একদিনের জন্যও মাকে ছেড়ে থাকি নাই। আজ আমার সেই মার মুখ কেমন ক'রে ভুলে যাব? আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, ক্ষেমীদিদি! যেন শীঘ্রই আমি মার কাছে যেতে পারি। মা! এ রাক্ষসীকে কেন পেটে ধ'রেছিলে? আমি জন্মে অবধি, আমার জগৎ-জননী অম্বিকার মত মা, আমার মহাদেবের মত বাপ, এক নিমেষের জন্যও সুখে থাক্‌তে পারেন নাই! আমারই জন্য তো এই সব হ'ল!"

ক্ষেমী বলিল, "অদৃষ্টে যা ছিল, তা হ'য়েছে! এখন তোমার বাপ যাতে ফিরে আসেন, তার তো কোন উপায় ক'র্‌তে হবে?"

নির্ম্মলা মুখ তুলিয়া উঠিয়া বসিল। সে বলিল, "এমন দিন কি হবে? আমার বাবা আমার কাছে আবার ফিরে আস্‌বেন? কি উপায় ক'র্‌লে আবার বাবাকে ফিরিয়ে পাব?"

ক্ষেমী বলিল, "কানাই মোড়ল ব'ল্ছিল, বড় কাছারীতে সে দরখাস্ত দিয়ে এসেছিল। দরখাস্ত পড়া হ'লে বিনয়কে খালাস দেবার হুকুম হবে।"

"তা সে তো তিন মাস হ'য়ে গেল। আবার কেন কানাই মোড়লকে দরখাস্ত দেবার জন্য কলিকাতায় পাঠিয়ে দাও না?" না হয় তার সঙ্গে আমি—"

কে বাহির হইতে বলিল, "বাড়ীতে কে আছ, একবার এখানে এসে একটা কথা শুনে যাও।"

ক্ষেমী দ্বারসমীপে আসিয়া দেখিল, বৃহৎ জমকাল আধ-পাকা গোঁফের পশ্চাতে একজন স্থূলকায়, খর্ব্বাকৃতি পুরুষ দাঁড়াইয়া! সে আগন্তুকের গোঁফের দিকে প্রখর দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কে তুমি? এখানে কি চাও?"

দুর্ল্ভ রায় বলিলেন, "তোমারই নাম ক্ষেমঙ্করী?"

"হাঁ! কেন বল দিকি?"

"একটা কথা ব'ল্ছিলেম কি, আদালতের হুকুম তো আর রদ্ হয় না। তা তো তুমি জান। তা তোমাদের এই বাড়ীর দখল নেবার জন্য সে দিন যে আমিন মহাশয় পরওয়ানা নিয়ে—"

ক্ষেমী দুর্ল্ভ রায়ের গোঁফের নিকট হাত নাড়িয়া বলিল, "রেখে দাও তোমার আমানি মহাশয়ের পরমান্ন! তুমি বুঝি সেই নায়েব মুখপোড়ার লোক? তা এস না! বাহিরে দাঁড়িয়ে কেন? ভিতরে এসে বাড়ীখানা দখল ক'র্বে এস। তোমার নায়েবের বাবাকেলে বাড়ী, না?"

দুর্ল্ভ রায় বলিল, "অত রাগ ক'র্‌চ কেন! আগে যা বলি, তা শোন।"

ক্ষেমী বলিল, "ও নিম্মালি! একবার দেশলাইয়ের বাক্‌সটা নিয়ে আয় তো! মিন্‌সের গোঁফে আগুন ধরিয়ে দিই! মর্, মিন্‌সে! ধূমকেতুর মত গোঁফ নিয়ে এসে আমাকে ভয় দেখাতে এসেছেন!"

নির্ম্মলা ক্ষেমীর নিকটে আসিয়া বলিল, "কি হ'য়েছে, ক্ষেমী দিদি? আবার কাকে গাল দিচ্ছ?—উনি কে?"

দুর্ল্ভ রায় নির্ম্মলাকে দেখিল। সেই বিপন্না নিঃসহায়া মাতৃশোকবিহ্বলা পিতৃবিয়োগবিধুরা বালিকার সরল সুন্দর শুষ্ক বিবর্ণ মুখখানির দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার সেই, শিশিরমথিতা জলনলিনীর ন্যায়, পবিত্র আকর্ণবিস্তৃত উজ্জ্বল সজল নয়নের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তাহার সেই বীণাতানের ন্যায় সুমধুর প্রাণস্পর্শী কণ্ঠস্বর শুনিল। দুর্লভ রায় একবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, আবার নির্ম্মলার দিকে চাহিল। সেই সরলতা ও পবিত্রতার জীবন্ত মূর্ত্তি, যেন চাঁদের শুভ্র আলোক, বসন্তের মৃদু মারুত, বিহগের ললিত কুজন, শিশুর অমিয় হাসির অপূর্ব্ব সমাহারে নির্ম্মিত,—সেই সোহাগমাখা আদরমাখা প্রীতি-পুত্তলিকার দিকে আবার চাহিয়া দেখিল! যেমন পথভ্রান্ত পথিক, ঘোর অন্ধকারে, গন্তব্য পথ নির্ণয়ের আশায় নিরাশ হইয়া, অকস্মাৎ সম্মুখে আলোকময়, পুলকময়, নরকণ্ঠধ্বনি-নিনাদিত লোকালয় দেখিলে বিস্ময়ে ও উল্লাসে, চমকিয়া

উঠে,—যেমন অন্ধ বহুদিন পরে দর্শনশক্তি লাভ করিয়া, চমকিত প্রাণে, স্তম্ভিত হৃদয়ে, সৌন্দর্য্যময়ী বসুধার দিকে চাহিয়া দেখে,— দুর্লভ রায় একবার তেমনি করিয়া নির্ম্মলার দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার ধমনীসমূহে প্রবল বেগে শোণিতস্রোত ছুটিল। সে ললাটে করস্পর্শ করিয়া ভূতলে বসিয়া পড়িল।

ক্ষেমী বলিল, আ মরণ! মিন্‌সে আবার জমি গেড়ে ব'সল কি মনে করে?"

দুর্লভ রায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া, নির্ম্মলার দিকে গলদশ্রুলোচনে চাহিয়া বলিল, "মা! কিছুকাল পূর্ব্বে কেন আমাকে দেখা দাও নাই? অই ভুবনমোহিনী বীণাপাণী মূর্ত্তি ল'য়ে, চার বৎসর পূর্ব্বে কেন একবার আমার সম্মুখে দাঁড়াও নাই?"

নির্ম্মলা বলিল, "আপনি কে? আমাকে কি ব'ল্‌চেন?"

দুর্লভ রায় বলিল, "মা! আমি তোমার পুত্র! তোমার পাষণ্ড, পাপিষ্ঠ পুত্র!"

"আপনি কি জন্য এখানে এসেছেন?"

"আমি তোমার সর্ব্বনাশ ক'রেছি! আরও সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে এসেছিলেম। হায়! হায়! পুত্র হ'য়ে মার সর্ব্বনাশ ক'রেছি।"

"আমি আপনার কথা তো কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি না!"

ক্ষেমী বলিল, "দেখ্‌তে পাচ্চিস্ না, নিম্মালি? ও মায়াবী, মারীচ রাক্ষস! তা এখান থেকে যাও, বাপু! এখানে ও সব চালাকি খাট্‌বে না! তোমার নায়েবকে গিয়ে বল, বিনয়

এখানে নেই, কিন্তু তার ক্ষেমী-মাশী আছে। কেমন ক'রে বাড়ী দখল ক'র্‌বে, করুক্‌!"

নির্ম্মলা বলিল, "ক্ষেমী-দিদি! উনি কি ব'ল্‌চেন আগে শোন।—আমাকে আপনি মা ব'ল্‌চেন কেন? আমাকে কি আপনি চিন্‌তেন?"

দুর্লভ বলিল,"তবে বলি শুন, মা! আমি বাল্যকালে একবার পীড়িত হ'য়েছিলেম। আমার বাঁচ্‌বার আশা ছিল না। তখন আমার জননী জীবিতা ছিলেন। তিনি আমার জীবনরক্ষা কর্‌বার জন্য "সতী-মা"র পূজা মান্‌লেন। একদিন রাত্রে রোগের যাতনায় অস্থির হ'য়ে, অজ্ঞান অবস্থায় প'ড়েছিলেম; সতী-মা স্বর্গ থেকে নেমে এসে, আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে, আমার মস্তক তাঁর সেই পদ্মহস্তে স্পর্শ ক'র্‌লেন। তখনি আমার সব যাতনা দূরে গেল, আমার সকল রোগ আরাম হ'য়ে গেল। আমার বোধ হয়, তুমি আমার সেই "সতী-মা"! তোমাকে সেই ছেলেবেলা দেখেছিলেম, আজ আবার দেখ্‌লেম। সে দিনের মত আজ আবার তোমাকে দেখে, আমার এ পাপ-হৃদয়ের সকল ব্যাধি দূর হ'ল! তোমার দর্শনে আজ আমার প্রাণ পবিত্র হ'ল। আজ আমি নূতন জীবন লাভ ক'র্‌লেম! মা! আমি তোমার সর্ব্বনাশ ক'রেছি। যা হ'য়ে গিয়েছে, আর কি ক'র্‌ব মা? কিন্তু আর তোমার ভয় নাই। পরমেশ্বর আছেন! পামর গোবর্দ্ধন বলে, পরমেশ্বর নাই!—ওরে পাষণ্ড গোবর্দ্ধন! পরমেশ্বর নাই? পরলোক নাই? দেখে যা একবার! আমার

এই ভুবনমোহিনী সতী-মাকে কে সৃজন ক'র্‌লে? এই বৈকুণ্ঠের রমা সুরলোক হ'তে এ পাপ পৃথিবীতে কেন অবতীর্ণ হ'ল?—আর ভয় নাই, মা! নিশ্চয় পরমেশ্বর আছেন। তোমার এই অধম তনয় আজ থেকে তোমার সেবায় জীবন উৎসর্গ ক'র্‌বে।"

ক্ষেমী বলিল, "কি ক'র্‌বে বল,—আর কি কি ক'রেছ, তা আগে বল!"

দুর্লভ বলিল, "আমার কথায় বিশ্বাস ক'র্‌বে কি? তবে শ্মশান-কালীর নির্জ্জন মন্দিরে একবার আমার সঙ্গে চল, দেবীর পদস্পর্শ ক'রে শপথ ক'রে, সব কথা তোমাকে ব'ল্‌ব। তোমাকেও দেবীর সাক্ষাতে শপথ ক'র্‌তে হবে, আমি যা ব'ল্‌ব, এখন তা কিছুদিন কাহারও নিকটে প্রকাশ ক'র্‌বে না। তবে চল, আর বিলম্বে কাজ নাই। মার কাজে আত্মসমর্পণ ক'রেছি, আর কালবিলম্ব না ক'রে মার কাজে প্রবৃত্ত হব। তবে এস!"

ক্ষেমী বলিল, "যা ব'ল্‌তে হয়, এইখানেই বল না কেন?"

দুর্লভ বলিল, "এখানে আমার কথায় তুমি বিশ্বাস ক'র্‌বে কি প্রকারে? এখানে দেবীর পদস্পর্শ ক'রে—শপথ ক'র্‌ব কেমন ক'রে? আর তোমাকেই বা শ্মশান-কালীর সাক্ষাতে কি প্রকারে শপথ করাব? দেবীর মন্দির তো অতি নিকটে। তবে এত সঙ্কোচ কিসের?"

ক্ষেমী বলিল, "কি জানি বাবু! তুমি সেই সর্ব্বনেশে নায়েবের লোক। যদি শ্মশান-কালীর নির্জ্জন মন্দিরে নিয়ে

গিয়ে, আমাকে খুন কর? তা হ'লে আমি কি ক'র্‌ব? আমার নিম্মালির দশা তা হ'লে কি হ'বে?"

দুর্লভ রায় বলিল, "তুমি অকারণ ভয় ক'র্‌চ। আমি সেই পাপিষ্ঠ নায়েবের, সেই নরপ্রেতের নিত্য অনুচর ছিলেম সত্য, কিন্তু এখন আর নই,—এখন আমি তার পরম শত্রু! মা আমার তা বুঝ্‌তে পেরেছেন।—মা! একবার ওঁকে অভয় দান ক'রে আমার সঙ্গে শ্মশান-কালীর মন্দিরে পাঠিয়ে দাও। উনি একটু পরেই ফিরে আস্‌বেন।"

ক্ষেমী বলিল, "তবে তুমি একটু দাঁড়াও। আমি বামুনদের ছেলে গৌরহরিকে ডেকে আনি। সে আমাদের সঙ্গে শ্মশান-কালীর মন্দির পর্য্যন্ত যাবে। সে মন্দিরের বাহিরে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে, আবার আস্‌বার সময় আমার সঙ্গে ফিরে আস্‌বে।"

দুলভ রায় বলিল, "তাতে ক্ষতি কি? তাকে সঙ্গে ল'য়ে চল।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

বিনয়কৃষ্ণের বাটী হইতে কিছু দূরে শ্মশান-কালীর মন্দির। প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যার দিন গ্রামবাসিগণ বহু সমারোহে দেবীর পূজা দিবার এইখানে [illegible] সমবেত হয়। কিন্তু অন্য সময় সে মন্দিরে কেহ থাকে না। সেই নিভৃত, চারিদিকে নিবিড় জঙ্গলে আবৃত, মন্দিরের ভিতরে ক্ষীণালোকে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছিল। ভীমবদনা, লোলরসনা, নৃমুণ্ডধারিণী, অসুর-রণে-উন্মাদিনী, কালিকামূর্ত্তির সম্মুখে, দুর্লভ রায় ও ক্ষেমী করজোড়ে দাঁড়াইয়াছিল। বাহিরে ব্রাহ্মণতনয় গৌরহরি, দুই হস্তে চক্ষুর্দ্বয় আবৃত করিয়া, অবনত মুখে বসিয়াছিল।

ক্ষেমী বলিল, “মার পা ছুঁয়ে দিব্য ক'রেছ; এখন বল, আমার বিনয়কে কতদিনে এখানে ফিরিয়ে আন্‌বে?”

দুর্লভ বলিল, “সে কথা আর এখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা। আমি তো শপথ ক'র্‌লেম, মা নির্ম্মলার জন্য জীবন উৎসর্গ ক'র্‌ব।”

“আমার বিনয়কে কবে পুলিপোলাও থেকে খালাস ক'রে দিবে, তা আগে বল; অন্য সব কথা পরে ব'ল্‌ব।'

“যত শীঘ্র পারি, তার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা ক'র্‌ব। আর একটী সংবাদ তোমাকে বলি। শপথ কর, কাহাকেও এখন ব'ল্‌বে না।”

"আমি তো শ্মশান-কালীর পা ছুঁয়ে দিব্য ক'রেছি! বল, কি কথা?"

দুর্লভ বলিল, "নীলাম্বর বাবু জীবিত আছেন।"

ক্ষেমী বলিল, "এ আবার কি কথা! নীলাম্বর বাবু বেঁচে আছেন, তবে অনঙ্গমোহিনী বিধবা হ'ল কি ক'রে? সে তো আজ প্রায় চার বৎসর হ'ল, বিধবা হ'য়েছে।"

"পাপিষ্ঠ গোবর্দ্ধন মিথ্যা সংবাদ রটনা ক'রেছিল। সে সব কথা পরে তোমাকে ব'ল্‌ব। সে অনেক কথা। তবে এখন—"

ক্ষেমী সরোষে বলিল, "আমি তোমার কথা শুনে যে অবাক হ'লেম! মুখপোড়ার এত বড় আস্পর্দ্ধা? তা সেই পাষণ্ড মিন্‌সেকে মা শ্মশান-কালীর সাম্‌নে বলিদান দিতে পার না কি?"

"শ্মশান-কালী নিজেই তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিবেন। আরও অনেক কথা আছে। সে সকল কথা শুন্‌লে তুমি এর চেয়ে আরও কত আশ্চর্য্য জ্ঞান কর্‌বে। ক্রমে সে সব কথা জান্‌তে পার্‌বে। এখন শীঘ্র তোমাকে একটী কাজ ক'র্‌তে হবে। তোমাকে এখনি একবার অনঙ্গমোহিনীর দাসী বামার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে হবে। বামার সঙ্গে তো তোমার বেশ জানা-শুনা আছে?"

"আমি তো তার সম্পর্কে কাকী-মা হই। আমার সঙ্গে প্রায় রোজ তার সঙ্গে দেখা হয়। তা তাকে কি ব'ল্‌তে হবে?"

দুর্লভ বলিল, "একটা ঔষধ আছে। সেটা চার-পাঁচ দিন খেলে মানুষ পাগল হয়; তার পর আরও দশ-বার দিন খেলে

মৃত্যু হয়। আজ কদিন থেকে সে ঔষধটা গোবর্দ্ধন, গোয়ালিনীর দুধের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে, নীলাম্বর বাবুর স্ত্রীকে খেতে দিচ্চে। তুমি একবার শীঘ্র বামার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে, তাকে এইখানে এনে, শ্মশান-কালীর পদস্পর্শ করিয়ে শপথ করাও যে, সে কাহাকেও এ কথা ব'লবে না। তার পর তাকে ব'লে দিও, অই গোয়ালিনীর দুধ যেন তাঁকে আর না খাওয়ান হয়।"

"কি সর্ব্বনেশে কথা! কদিন থেকে এ ঔষধ খাওয়াচ্চে? তবে তো এতদিনে অনঙ্গ-বউ পাগল হ'য়ে থাক্‌বে! ওমা! এসব কি কথা গো! এমন লোক ভূ-ভারতে আছে, আমি যে স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই! হে মা শ্মশান-কালী! তোমার পায়ে পড়ি, মা! আমি তোমাকে বুক চিরে রক্ত দিব। তোমার অই খড়্গ দিয়ে, এই মহাপাপী নায়েবের মুণ্ড কেটে ফেলে, তোমার অই মন্দিরের সিঁড়ির পাশে ঝুলিয়ে রাখ। গাঁয়ের সকল লোক তার মুখখানাতে রোজ দশটা ক'রে লাথি মেরে, তোমার পূজো দিয়ে যাক্।"

দুর্লভ রায় বলিল, "নীলাম্বর বাবুর স্ত্রী যদি এখনও পাগল না হ'য়ে থাকেন, তাঁকে যেন বামা এসকল কথা না ব'লে কেবল এইমাত্র ব'লে রাখে,—শ্মশান-কালী তাকে স্বপ্ন দিয়াছেন যে, নীলাম্বর বাবু বেঁচে আছেন, তিনি শীঘ্রই ফিরে আস্‌বেন। তুমি তো এখন সব কথা বুঝ্‌তে পার্‌লে? এখন যতদিন বিনয়-কৃষ্ণ বাবু গ্রামে ফিরে না আসেন, আর নীলাম্বর বাবুকে আমি সঙ্গে ক'রে ল'য়ে আস্‌তে না পারি, ততদিন কি তোমাদের এখানে থাকা উচিত? আমার তো কোন মতেই নির্ম্মলাকে

আর তোমাকে এখানে রাখ্‌তে সাহস হয় না। কি জানি গোবর্দ্ধন কখন কি করে!"

"নীলাম্বর বাবু কতদিনে ফিরে আস্‌বেন? তিনি কোথায় আছেন? তুমি কবে তাঁকে এখানে সঙ্গে নিয়ে আস্‌বে? আর আমার বিনয় কবে খালাস হবে?"

"বোধ হয় চার-পাঁচ মাসের মধ্যেই এসব কাজ ক'র্‌তে পার্‌ব। তা এমন কি কোন আত্মীয়-স্থান নাই, যেখানে তুমি নির্ম্মলাকে ল'য়ে এ কয়মাস কাটাতে পার?"

ক্ষেমী একটু ভাবিয়া বলিল, "কাশীতে নিম্মালির এক দূর-সম্পর্কের জ্যাঠাইমা আছেন। নিম্মালিকে জিজ্ঞাসা ক'রে, পরে তোমাকে ব'লব। কিন্তু আমাদের হাতে তো——"

দুর্লভ বলিল, "হাতে টাকা নাই, তাই ব'লচ? তার জন্য ভাবনা কি? আমার কাছে অনেক টাকা আছে। আমি আমার মা নির্ম্মলার সর্ব্বনাশ ক'রে, নীলাম্বর বাবুর সর্ব্বনাশ ক'রে, অনেক টাকা পেয়েছি! টাকার জন্য কত ভয়ঙ্কর কাজ ক'রেছি! যত টাকা চাই, আমি সব দিব। মার কাজ উদ্ধার কর্‌বার জন্য যত টাকা লাগ্‌বে, সব আমি দিব।—তবে আমি এখন চ'ল্‌লেম। কার্য্যসিদ্ধির উপায়ে প্রবৃত্ত হই। তুমি একবার বামার সঙ্গে দেখা কর। কিন্তু সাবধান! কেহ যেন এ সব কথা জানতে না পারে।"

দুর্লভ রায় চলিয়া গেল। ক্ষেমীও গৌরহরিকে সঙ্গে লইয়া শ্মশান-কালীর মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্তা হইল।

পরদিন প্রভাতে দুর্লভ রায় গোবর্দ্ধনের নিকট গেল। গোবর্দ্ধন বলিল, "এস এস, ভায়া! সে কাজটার কিছু ক'র্‌তে পার্‌লে কি ?"

দুর্লভ রায় বলিল, "সে সব কালই ঠিক্ ক'রে এসেছি। আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। তারা দু'একদিনের মধ্যে গ্রাম ছেড়ে পালাবে।"

"বটে ? এত শীঘ্র কাজ সম্পন্ন ক'র্‌তে পার্‌বে, এমন আশা ছিল না। তা আজ তোমার মুখখানা অমন মলিন দেখ্‌ছি কেন ? কথার স্বরও যেন কিছু ভারি বোধ হ'চ্চে। কোন অসুখ হয় নাই তো ?"

"না—কিছুই না! তবে একটা কথা গত রাত্রে বার বার মনে আন্দোলন ক'র্‌ছিলেম, তাইতে রাত্রে নিদ্রা হয় নাই।"

"কি কথা, বল দেখি ?"

"আমি ভাব্‌ছিলেম, এদিকে সব ঠিক্ হ'য়ে গিয়েছে কি ? আসল কাজটা সাবাড় না ক'র্‌তে পার্‌লে, কোন প্রকারে নিশ্চিন্ত হওয়া যাচ্চে না। নীলাম্বর এখন কোথায় আছে, তার সন্ধান পেলেন কি ? আর বিলম্ব করা কোন মতেই উচিত নয়।"

"এক রকম তো সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু ঠিক্ কোন্ স্থানে গিয়ে কাজ সাবাড় ক'র্‌তে হবে, তা তিন-চার দিনের মধ্যেই জান্‌তে পারা যাবে। যে লোকটিকে গুরুদেবের নিকট পাঠিয়েছিলেম, সে গত রাত্রে ফিরে এসেছে। সে ব'ল্‌লে, গুরুদেব

তিন দিনের মধ্যে, অর্থাৎ আগামী শুক্রবার সন্ধ্যার পরে, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌বেন্‌। আমি তাঁর গুরুদক্ষিণা প্রস্তুত রেখেছি।"

কাজ সাবাড় কর্‌বার জন্য যে সকল লোক পাঠান হবে, তা ঠিক্‌ করা হ'য়েছে কি?"

"তা তো অনেক দিন থেকেই ঠিক্‌ ক'রে রেখেছি। তুমি তো তাদের সকলকেই জান।"

"কে কে, বলুন দেখি?"

"গন্‌শা গয়লা, করিমউল্লা খাঁ পাঠান, আর বলাই চাড়ুয্যে, আপাততঃ এই তিন জনকে ঠিক্‌ ক'রেছি।"

"তবে আমাকে কি এদের সঙ্গে যেতে হবে?"

"তুমি না গেলে এমন গুরুতর কাজে আমি কি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারি?"

দুর্লভ রায় বলিল, "তবে তাই হবে।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার সময় দুর্লভ রায় আবার বিনয়কৃষ্ণের বাটীতে আসিয়া ক্ষেমীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ বল। বামার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রেছিলে?"

ক্ষেমী বলিল, "সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! মুখপোড়ার ওষুধ ফ'লেছে! তিন দিন খেয়েই—"

দুর্লভ বলিলেন, "নীলাম্বর বাবুর স্ত্রী ঔষধ খেয়ে পাগল হ'য়েছেন?"

"এখনও পাগল হন নাই, কিন্তু পাগল হ'বার আগে যে রকম হয়, তা সব হ'য়েছে। কাল রাত্রে অন্ধকারে বামার কাছে যেতে পারি নাই। আজ ভোর বেলা তার সঙ্গে দেখা ক'রে, তুমি যে রকম ব'লে দিয়েছিলে, তাই ক'রেছি। তাকে শ্মশান-কালীর মন্দিরে ডেকে এনে, কালীমার পা ছুঁইয়ে দিব্য করিয়েছি। তার পর ওষুধের কথা তাকে ব'ল্‌লেম। বামা আমাকে অনঙ্গমোহিনীর নিকটে সঙ্গে ল'য়ে গেল। তিনি আগে নাকি কারও সঙ্গে দেখা ক'র্‌তেন না। আমি গিয়ে দেখ্‌লেম, তিনি দাঁড়িয়ে, হাত জোড় ক'রে, আপন মনে কি ব'ল্‌ছেন। আমাকে চিন্‌তে পার্‌লেন না। বামা তাঁকে ব'ল্‌লে, 'বউ দিদি! একে কি চিন্‌তে পার্‌চ না? এ যে

আমাদের সেই ক্ষেমী!' অনঙ্গমোহিনী আমার দিকে চেয়ে দেখে হেসে উঠ্‌লেন। তার পর ব'ল্‌তে লাগিলেন, 'ওকে আর আমি চিনি না? ও যে সেই চুন্নিলাল জহুরীর বোন্! ও যে কতবার আমাকে গহনা পরিয়ে দিয়ে গিয়েছে! তা তুই, মাগি! আবার আমার জন্য গহনা আন্‌লি কেন? ওমা! ছি ছি! আমার কি আর গহনা পর্‌বার সাধ আছে? আমি যে বিধবা হ'য়েছি! আমার কথায় যদি তোর বিশ্বাস না হয়, তুই সেই নায়েব বুড়োকে জিজ্ঞাসা ক'রে আয়।' তাঁর কথা শুনে আমার বুক ফেটে চোখ দিয়ে জল বের হ'ল। তিনি আবার ব'ল্‌লেন, 'তা তুই কাঁদ্‌চিস্ কেন? আমি আবার তোর গহনা কিন্‌ব। যখন আমার স্বামীর কাছে আবার যাব, তখন আবার কত গহনা প'র্‌ব। সাধ মিটিয়ে, পা থেকে মাথা অবধি হীরে-মুক্তো প'র্‌ব। পান্না বসান সোনার মুকুট মাথায় প'র্‌ব। হীরের হার গলায় প'র্‌ব। আমি যখন আমার স্বামীর কাছে যাব, তুই আসিস্, তোকে সঙ্গে নিয়ে যাব। তোর বাগানে যত হীরে-মুক্তো ফ'লেছে, সব নিয়ে আসিস্। আমি যেমন রাজরাণী ছিলেম, সেখানে গিয়ে আবার তেমনি রাজরাণী হব।' বামী তাঁকে চুপি চুপি ব'ল্‌লে, 'বউ দিদি, কালা-মা আমাকে স্বপ্নে ব'লে দিয়েছেন, তোমার স্বামী বেঁচে আছেন। তিনি শীগ্‌গির আবার তোমার কাছে আস্‌বেন।' তিনি বামার কথা শুনে হেসে উঠ্‌লেন। তারপর ব'ল্‌লেন, 'দূর আবাগি! অমন কথা ব'ল্‌তে আছে? সে যে

অনেক দূর। অত দূর থেকে তিনি 'কেমন ক'রে হেঁটে আস্‌বেন?' আমি আর তাঁর কাছে থাক্‌তে পার্‌লেম না। আমার বুক ফেটে যেতে লাগ্‌ল। আমি সেখান থেকে চ'লে এলেম। যদি নায়েব মিন্‌সের রক্ত দিয়ে কালী-মার পা ধুইয়ে দিতে পারি, তবে আমার এ দুঃখ যাবে। বোধ হয়, এখনও চিকিৎসা হ'লে অনঙ্গ-বউ আরাম হ'তে পারেন। তার কি কোনও উপায় নেই?"

দুর্লভ বলিলেন, "এখন ত সব কথা প্রকাশ করা অসম্ভব। চিকিৎসা এখন কি প্রকারে হ'তে পারে? আমার নিকট এক প্রকার তেল আছে, তাতে মস্তিষ্ক শীতল হয়। আমি তোমাকে সেই তেলের বোতলটা দিয়ে যাব। তুমি বামাকে বলিও, যেন প্রত্যহ অনঙ্গমোহিনীর মাথায় সেই তেল মালিস ক'রে দেয়। তাতে হয়তো কিছু উপকার হ'তে পারে। এখন তোমাদের এখান থেকে যাবার কি ঠিক হ'ল?"

"আমি নিম্মালিকে সে কথা ব'লেছিলেন। সে ব'ল্‌লে, যদি তোমার মত হয়, যতদিন তার বাবা না ফিরে আসেন, ততদিন আমরা কাশীতে তার সেই দূর-সম্পর্কের জ্যাটাইমার কাছেই থাক্‌তে পারি।"

দুর্লভ বলিলেন, "তবে আর এখানে বিলম্ব ক'রে কাজ নাই। সেই খানেই এখন যাও। আমি কিছু দূর অবধি তোমাদিগকে পৌঁছে দিয়ে আস্‌ব। আর একজন বিশ্বাসী লোক সঙ্গে দিব। সে তোমাদিগকে কাশীতে পৌঁছে দিয়ে আস্‌বে।

তবে আজ রাত্রেই যাও। আমি তোমাদের পথ-খরচ ও অন্যান্য ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কিছু টাকা এনেছি।"

দুর্লভ রায় দুইটী ছোট রকম টাকার থলি হাতে লইয়া বলিলেন, "এই একটা থলিতে একশ' টাকা আছে। ইহা তোমাদের কাশী পর্য্যন্ত যাবার পথ-খরচের জন্য। আর এই অপর থলিতে একশ' মোহর আছে। কাশীতে তোমাদের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য এই মোহর কয়েকটী সঙ্গে নিয়ে যাও।"

ক্ষেমী বলিল, "নির্ম্মলিকে জিজ্ঞাসা করি।—ও নির্ম্মাল! একবার এখানে আয় তো, দিদি!"

নির্ম্মলা আসিল। ক্ষেমী বলিল, "উনি ব'লছেন, আমাদের কাশীতে যাওয়াই ঠিক্ হ'ল। বিনয় ফিরে এলে, তখন আমরা আবার তাঁর সঙ্গে চ'লে আস্‌ব। আর উনি আমাদের খরচের জন্য একশ' টাকা নগদ আর একশ' মোহর দিচ্চেন।"

নির্ম্মলার চক্ষে জল আসিল। সে বলিল, "ওঁর টাকা আমরা কেন নিব? বাবা তো কখনও কাহারও টাকা নিতেন না।"

দুর্লভ বলিলেন, "মা! আমি যে তোমার ছেলে। ছেলের টাকা মা নিবে, তাতে আবার দোষ কি?"

ক্ষেমী বলিল, "আমাদের হাতে তো আর টাকা নেই! আমাদের কাশী যাবার আর সেখানে থাক্‌বার খরচ কোথায় পাব? কালী-মা যখন আবার দিন দেবেন, আর আমার

বিনয় ফিরে আস্‌বে, তখন আবার ওঁর সমস্ত টাকা শোধ দিও।

নির্ম্মলা বলিল, "কেন, ক্ষেমী দিদি! এখনও আমার হাতে তো এই সোনার বালা আছে। তুমি এই বালা দুগাছা বিক্রী কর না কেন?"

দুর্লভ বলিলেন, "এ কি, মা! আমি কি তোমার পর? তুমি যে আমার মা, সে কথা কি ভুলে গেলে?"

নির্ম্মলা বলিল, "অত টাকা আমরা কি ক'র্‌ব? আমাদের পথ-খরচের জন্য যা দরকার, তাই দিন। আর আমাদের অন্য খরচের জন্য দুটো মোহর দিলেই হবে। যদি পরমেশ্বর করেন, আমার বাবা আবার ফিরে আসেন, তখন আপনার সমস্ত টাকা পরিশোধ ক'র্‌ব।"

দুর্লভ রায় অনেক করিয়া নির্ম্মলাকে বুঝাইলেন। কিন্তু সে দুইটা মোহর ও পাথেয় খরচ বই আর কিছু লইতে সম্মতা হইল না। অগত্যা দুর্লভ রায়কে নির্ম্মলার প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল।

তিনি বলিলেন, "তবে তাই হ'ক্। সন্ধ্যার পরে আমি আবার এসে, তোমাদিগকে কিছু দুর পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আস্‌ব। আমার ভগ্নীপতি সুরেন্দ্র তোমাদের সঙ্গে কাশী পর্য্যন্ত যাবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও, মা! অতি অল্পদিনের মধ্যেই কার্য্য সমাধা ক'রে কাশীতে গিয়ে, আবার তোমার অই চাঁদমুখখানি দর্শন ক'র্‌ব।"

সেই রাত্রে নির্ম্মলা নৌকায় উঠিল। তাহার পরলোকগতা জননীর সেই প্রীতিময় পবিত্রতাময় মুখখানি মনে করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে, আবার তাহার সেই কৈলাসপতির ন্যায় প্রেমময় পিতার সস্নেহ সাদর-সম্ভাষণের আশায়, অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে, অশোকপুর হইতে চলিয়া গেল।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যে দিন নির্ম্মলা, ক্ষেমী ও সুরেন্দ্রের সঙ্গে অশোকপুর হইতে কাশীতে চলিয়া আসে, তাহার দুই মাস পরে, প্রভাতে চারিজন লোক, মির্জাপুর হইতে কিছু দূরে, গঙ্গাতীরে বসিয়াছিল।

একজন জিজ্ঞাসা করিল, "রায় মহাশয়! সে স্থান আর কত দূর?"

দুর্ল্ভ রায় বলিলেন, "কোন্ স্থানের কথা ব'ল্‌ছ?"

"যেখানে আমাদিগকে ল'য়ে যাবেন?"

"আমি তোমাদিগকে ল'য়ে যাচ্চি, না তোমরা আমাকে ল'য়ে যাচ্চ?"

"সে একই কথা। তা না হয় আমরাই আপনাকে ল'য়ে যাচ্চি। এখন বলুন, আর কতদূর যেতে হবে?"

"তোমরা কোথায় যাবে?"

"সে কি কথা! আপনি কি কিছুই জানেন না?"

"আমি যা জানি, পরে ব'ল্‌ব। এখন তোমাদিগকে যা জিজ্ঞাসা করি, তার উত্তর দাও। তোমরা কোথায় যাবে?"

"বিন্ধ্যাচল পাহাড়ে। যেখানে সেই যোগীটা আছে।"

"কোন্ যোগীটা? কে সে?"

"এ মন্দ তামাসা নয়! এতদূর এসে আপনার বুদ্ধি লোপ

হ'য়ে গেল নাকি? আপনি এ কি কথা ব'ল্‌চেন? কোন্ যোগীটা, তা কি আপনি জানেন না?"

দুর্লভ বলিলেন, "তা আমারই যেন এখানে এসে বুদ্ধিভ্রংশ হ'য়েছে। তোমরা যা জান, তা ব'ল্‌তে ক্ষতি কি? আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। বল, কোন্ যোগীটা? নামটা মুখে আন্‌তে কি সাহস হ'চ্চে না?"

"কি বিপদ! উনি সব জেনে শুনে কেন এ সব প্রশ্ন ক'র্‌চেন? চাড়ুয্যে মহাশয়! তুমি ওঁর প্রশ্নের উত্তর দাও।"

বলাই চাড়ুয্যে বলিল, "কেন? তোর কি নামটা মুখে আন্‌তে ভয় হয় নাকি? তবে আমি বলি, শুন,—নীলাম্বর বাবু, ঘনশ্যাম বসুর ছেলে। ঠিক্ তো? তবে গন্‌শা! উনি যা জিজ্ঞাসা করেন, নির্ভয়ে উত্তর দে। রায় মহাশয়! আর যাহা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে হয় কর। গন্‌শা উত্তর দিতে না পারে, করিম খাঁকে জিজ্ঞাসা কর। করিম খাঁর ব'ল্‌তে ভরসা না হয়, শেষে আমি উত্তর দিব।"

রায় মহাশয় আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীলাম্বর বাবুর নিকট তোমাদের কিসের দরকার আছে? কেন তাঁর কাছে যাচ্চ?"

গণেশ ওরফে গন্‌শা গয়লা বলিল, "তাঁকে খুন ক'র্‌ব!"

দুর্লভ বলিলেন, "তুমি কি বল, করিম চাচা? তুমিও কি নীলাম্বর বাবুকে খুন ক'র্‌তে যাচ্চ? বলাই ভায়া! কি ব'ল্‌চ!"

করিম উল্লা ও বলাই চাড়ুয্যে উভয়ে এক সঙ্গে বলিল, "তা বই আবার কি?"

দুর্ল্ভ বলিলেন, "কেন, গণেশ দাদা! তিনি তোমাদের কাছে কি অপরাধ ক'রেছেন? তাঁকে খুন ক'র্‌বে কেন?

"তা তো জানি না।"

দুর্ল্ভ রায় করিম উল্লার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কি বল, করিম চাচা? নীলাম্বর বাবু কি অপরাধ ক'রেছেন? কেন তাঁকে খুন ক'র্‌বে? চুপ ক'রে রইলে যে? বলাই ভায়া! তুমিই তবে বল।"

বলাই উত্তর করিল, "অপরাধ ক'রেছে কি না ক'রেছে, সে সব কথায় আমাদের কি দরকার? নায়েব আমাদিগকে টাকা দিয়েছে, আরও টাকা দেবে, তাই আমরা তাকে খুন ক'র্‌তে এসেছি। তুমিও সেই জন্য আমাদের সঙ্গে এসেছ। তবে আর ও সব কথায় কাজ নাই। চল, কাজ সাবাড় করা যাক্।"

দুর্ল্ভ রায় বলিলেন, "না, ভাই! একবার ভেবে দেখ দেখি, কি ভয়ঙ্কর কাজ ক'র্‌তে যাচ্ছি! নিরপরাধ নীলাম্বরকে অকারণ খুন ক'র্‌বে? সেই দেবতাতুল্য ঘনশ্যাম বসুর পুত্র, মহেন্দ্রকান্তি যুবা পুরুষকে বিনাদোষে খুন ক'র্‌বে? পরমেশ্বরের কাছে কি জবাব দিবে?"

বলাই বলিল, "মিছে এ সময়ে আর পরমেশ্বরের নাম কেন? পরমেশ্বর থাক্‌লে কি আমাদের এ দশা হ'ত? আমি অনেক

দেখেছি, অনেক সহ্য ক'রেছি। আমিও এক সময় জমীদারের ছেলে ছিলেম। আমার টাকা-কড়ি, ধন-দৌলত, দাস-দাসী সকলই ছিল। তখন কত লোক আমার খোষামোদ ক'র্‌ত। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সে সব গেল। সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে প'ড়্‌লেম। একদিন আমার হাতে একটী পয়সা ছিল না। স্ত্রী-পুত্রকে খেতে দিই, এমন এক পয়সার সঙ্গতি ছিল না। ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে, কত লোকের কাছে গিয়ে নিজের অবস্থা জানিয়েছি, হাত জোড় ক'রে কত লোকের কাছে ভিক্ষা চেয়েছি। কেহই আমার কথা শুন্‌লে না। সকলে আমাকে শিয়াল-কুকুরের মত দূর ক'রে দিতে লাগ্‌ল। তখন পরমেশ্বর কোথায় ছিলেন? শেষে আমি একটী অনাথা স্ত্রীলোকের বাটীতে গিয়ে, তাকে খুন ক'রে, তার যথাসর্ব্বস্ব লুটে আন্‌লেম। দিনকতকের জন্য নিশ্চিন্ত হ'লেম। আবার যখন দরকার হয়, এই রকম ক'রে লোককে মেরে ধ'রে, খুন ক'রে, টাকা ল'য়ে আসি। এখন আবার নায়েব টাকা দিয়েছে, তাই নীলাম্বরকে খুন ক'র্‌তে এসেছি। খুন ক'র্‌লে আরও টাকা পাব, তাই এখনি খুন ক'র্‌ব। তোমাদের ইচ্ছা না হয়, আমি একলা যাব। একলা গিয়ে তাকে খুন ক'রে আস্‌ব!"

দুর্লভ রায় বলিলেন, "একি ভাই! একি, কথা ব'ল্‌চ? নিজের অদৃষ্ট-দোষের জন্য, পরমেশ্বরের উপর দোষারোপ ক'র্‌চ? টাকার জন্য নীলাম্বরকে খুন ক'র্‌তে যাচ্চ? টাকা কদিনের জন্য? নায়েব তোমাদিগকে কত টাকা দিয়েছে? কত টাকা দেবে?

আমি জানি, তোমাদের সকলকে মোটে ছশ টাকা দিয়েছে। আরও দুশ ক'রে টাকা দেবে ব'লেছে। কাজ শেষ হ'লে, নীলাম্বরকে খুন ক'রে ফিরে গেলে, আরও দুশ টাকা প্রত্যেকে পাবে, আমি তাও জানি। আমিও টাকার জোগাড় করে তবে তোমাদের সঙ্গে এসেছি। আমি তোমাদের প্রত্যেককে পাঁচশ, টাকা আজই দিব। মির্জাপুর শহরে আমার একজন বন্ধু আছেন। তাঁর খুব বড় একটা আড়ত আছে। আমি রওনা হবার আগে, তাঁর কাছে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি। চল, এখনি তোমাদের প্রত্যেককে নগদ পাঁচশ টাকা দিচ্চি। মির্জাপুর তো দূর নয়, এক ঘণ্টার মধ্যে সেখানে পহুঁছিব। এক ঘণ্টার মধ্যে তোমরা টাকা পাবে।"

বলাই চাড়ুয্যে বলিল, "তবে টাকা দিয়ে অন্য কথা ব'ল্‌বেন। তারপর যা হয় দেখা যাবে।"

গনুশা বলিল, "তা আমরা যে নায়েব মশায়ের কাছে অঙ্গীকার ক'রে এসেছি। সে সময় আপনি কেন ব'ল্‌লেন না?"

করিম উল্লা বলিল, "মুইও আই ব'ল্‌চি। একবার এক্‌রার্ ক'রে এখন এন্‌কার্ কি রকমে ক'র্‌ব?"

দুর্লভ উত্তর করিলেন, "অঙ্গীকার ক'রে এসেছ? তা তোমাদিগকে কেন সে এমন ভয়ানক কাজ ক'র্‌তে ব'লেছিল তাকি তাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলে? ঘনশ্যাম বসুর বিষয়টা সে কেমন ক'রে ভোগ ক'র্‌ছে, তাকি তাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলে? সে কথাটা কি একবারও তোমরা মনে ভেবেছিলে?"

বলাই চাড়ুয্যে বলিল, "ঘনশ্যাম বাবু তো নিজে উইল ক'রে তাঁকে নায়েব ক'রে গিয়েছিলেন।"

"আচ্ছা তাই যেন স্বীকার ক'র্‌লেম কিন্তু ঘনশ্যাম বাবু কি উইলে লিখে গিয়েছিলেন যে, তাঁর পুত্রকে বাটী হ'তে দূর ক'রে দিয়ে, পাহাড়ে জঙ্গলে পাঠিয়ে দিয়ে, শেষে তাকে খুন করাবে? ভাই! তোমরা জান না, নায়েব কি ঘোর পাষণ্ড! শুন্‌লে তোমরা অবাক্ হবে! সে অনেক কথা। সে সকল কথা বল্‌বার এখন সময় নয়। পরে সব জান্‌তে পার্‌বে। এখন সংক্ষেপে দু' একটী কথা বলি, তা হ'লেও কতকটা বুঝ্‌তে পার্‌বে। ঘনশ্যাম বাবুর মৃত্যুর পর পাষণ্ড মনে মনে স্থির ক'র্‌লে, সে নিজে একাকী তাঁর সেই অতুল সম্পত্তি ভোগ ক'র্‌বে। কিন্তু তাঁর দুই পুত্র থাক্‌তে কেমন ক'রে তা হ'তে পারে? তাই নীলাম্বর বাবুকে নানা ছলনায় কলিকাতায় ল'য়ে এল। তার পর ঠিক ক'র্‌লে, তাকে কোন নির্জন স্থানে ল'য়ে গিয়ে খুন ক'র্‌বে! পরে অশোকপুর থেকে নীলাম্বরের নামে একখানি জাল চিঠি পাঠিয়ে দিলে যে, তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হ'য়েছে। গোবর্দ্ধন জান্‌ত, নীলাম্বর তাঁর স্ত্রীকে বড় ভাল বাস্‌তেন। স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদ শুনে নিশ্চয়ই তাঁর সংসারের উপর বিরাগ জন্মাবে। তার পর অনেক কৌশলে তাঁকে এই খানে এই জনশূন্য পাহাড়ের ভিতর আনালে। নীলাম্বর এখনও জানেন না, তাঁর স্ত্রী এখনও জীবিতা আছেন। তারপর নীলাম্বরের স্ত্রীর নিকট মিথ্যা সংবাদ রটনা ক'র্‌লে যে, নীলাম্বরের মৃত্যু হ'য়েছে। সেই

পতিব্রতা সাধ্বী রমণী, পতিশোকে বিহ্বলা হ'য়ে, সংসারের সকল চিন্তা ত্যাগ ক'রে এই চার বৎসর পতির ধ্যানে জীবন যাপন ক'র্‌ছে। তার পর—"

করিম উল্লা বলিল, "ইয়া আল্লা! পর্‌বর্‌দেগার্‌। মুইতো এ সব কিছুই জান্‌তাম না!"

দুর্লভ বলিতে লাগিলেন, "তার পর কৌশলক্রমে একটী ঔষধ খাইয়ে নীলাম্বরের সেই সরলা সুন্দরী স্ত্রীকে পাগল ক'রে দিলে। আর ঘনশ্যাম বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র বিনোদলালকে জোর ক'রে কলিকাতায় ল'য়ে গিয়ে, অনেক লোককে ঘুস খাইয়ে, তাকে কলিকাতায় পাগলা গারদে রেখে এল। শেষে নরপ্রেত তার সেই প্রেতযজ্ঞের পূর্ণাহুতি সম্পূর্ণ কর্‌বার জন্য তোমা-দিগকে নীলাম্বরের প্রাণ সংহার ক'র্‌তে পাঠিয়ে দিয়েছে!"

গণেশ বলিল, "তবে আপনি পূর্ব্বে আমাদের এ সকল কথা জানান্‌ নাই কেন?"

দুর্লভ রায় বলিল, "আমিও এতদিন তোমাদের মত সেই রাক্ষসের মায়াজালে প'ড়ে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হ'য়েছিলেম। পাপাত্মার কথায় বিশ্বাস ক'রে, 'পরমেশ্বর নাই' মনে ক'রে-ছিলেম। এখন সে পিশাচের মায়া-জাল দূর হ'য়েছে! চক্ষের আবরণ খুলে গিয়েছে। এখন স্বচক্ষে দেখ্‌চি, পরমেশ্বর আছেন, তিনি সব দেখ্‌ছেন। শুন, বলাই ভায়া! 'পরমেশ্বর নাই', এমন ভয়ঙ্কর, এমন অসম্ভব কথা কখনও মনে স্থান দিও না। অই দেখ! অই দেখ!"—

দুর্লভ রায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া, উভয় বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া বলিতে লাগিলেন, "অই দেখ, অই যে জ্যোতির্ম্ময় নীল আকাশ, অই যে দিগন্তশোভী উজ্জ্বল তপন—উহাদের সৃষ্টি কোথা হ'তে হ'য়েছে? অই যে কলনাদিনী, শ্বেত-সলিলা জাহ্নবী তরঙ্গরঙ্গে প্রেমহিল্লোলে আনন্দস্রোতে দুকূল প্লাবিত ক'রে প্রবাহিত হ'চ্চে,—উহা কোথা হ'তে, কার চরণতল হ'তে, কোন ধূর্জটীর জটাকলাপ ভেদ ক'রে নিঃসৃতা হ'য়েছে? অই যে মৃদুমারুতসঞ্চালনে দোদুল্যমান, নবপল্লবশোভিত কুসুমকিশলয়বিভূষিত বৃক্ষশাখায় ব'সে বনের পাখী আনন্দ-গীতি-রবে সুস্বর-লহরী বিকীর্ণ ক'র্‌ছে—ও কোথা হ'তে এসেছে?"

গণেশ বলিল, "তবে আপনি আমাদিগকে কি ক'র্‌তে বলেন? আমরা কি এখন দেশে ফিরে যাব? করিম চাচা! তুমি কি বল?"

করিম উল্লা বলিল, "মুই একবার নমাজ প'ড়ে আসি। তার পর ব'ল্‌ব।"

করিম উল্লা একটু দূরে গিয়া, ভূতলে জানু পাতিয়া, দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে "হো আল্লা" শব্দে, সেই নির্জন বন, সেই কলনাদিনী জাহ্নবীর চঞ্চল সলিল প্রতিধ্বনিত করিয়া নমাজ পড়িতে লাগিল।

দুর্লভ বলিলেন, "গণেশ দাদা! আমার যা বল্‌বার, তা আমি তোমাদিগকে ব'ল্‌লেম। তোমরাই স্থির কর, এখন কি ক'র্‌বে। আমার যা মত তা পরে ব'ল্‌ব।"

বলাই চাড়ুয্যে বলিল, "তবে মির্জাপুরে গিয়ে টাকাটা কি আজই দেবে?"

"আমি তো ব'লুলেম, টাকা আমার সেই আড়তিয়ার নিকটে গেলে, এখনি পাওয়া যাবে। আমি তো তোমাদের জন্যই তাঁর নিকটে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেম। এখানে আর বিলম্ব করবার প্রয়োজন নাই। চল, মির্জাপুরে গিয়ে তোমাদিগকে টাকা দিই।"

গণেশ বলিল, "তার পর কোথায় যেতে ইচ্ছা করেন?"

"আমার ইচ্ছা আছে, তোমাদিগের টাকা দিয়ে, আমি নীলাম্বর বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে, তাঁকে সকল কথা ব'লুব। আর যাতে তিনি আমার সঙ্গে দেশে ফিরে যান তার চেষ্টা ক'রুব। তোমরা টাকা নিয়ে আমার সঙ্গে তাঁর কাছে যাবে কি দেশে ফিরে যাবে, তোমাদের যা অভিরুচি হয়, তাই কর।"

বলাই চাড়ুয্যে বলিল, "চল, মির্জাপুরে সে কথা ঠিক ক'রুব।"

করিম উল্লা নমাজ পড়িয়া ফিরিয়া আসিল। তাহার গাঁটরিতে তরবারি লুকান ছিল। সে গাঁটরি হইতে তরবারি বাহির করিয়া হাতে লইয়া বলিল, "রায় সাহেব! হুকুম করুন, মুই এই তলোয়ারটা দরিয়ার পানিতে ভেসিয়ে দিই। আপনি চেড়ুয্যে মশায়কে আর গনশা দাদাকে যা দিতে হয় দিবেন। মুই এক পয়সাও চাই না। খোদা মোরে অনেক রুপেয়া দেবেন।"

দুর্লভ রায় বলিলেন, "তোমার যা ভাল বিবেচনা হয়, তাই কর।"

করিম উল্লা গঙ্গার তরঙ্গের উপর তাহার তরবারি ফেলিয়া দিল। তাহার শাণিত শুভ্র উজ্জ্বল তরবারি, গঙ্গার সফেন তরঙ্গের উপর পড়িয়া, সূর্য্য-কিরণে চমকিয়া, কিয়ৎক্ষণ তরঙ্গের সঙ্গে কেলি করিয়া, গঙ্গার পবিত্র জলে ডুবিয়া গেল।

—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিন্ধ্যাচলের উপরে, নির্জন পর্ণকুটীর সম্মুখে একজন সন্ন্যাসী-যুবক নিদ্রিত ছিল। শশাঙ্ক সুনীল স্বচ্ছ আকাশের উপরে আসিয়া, যুবার সুকুমার বদনমণ্ডলে সুধাধারা বর্ষণ করিতেছিল। মৃদুমারুত সাদরে, ধীরে ধীরে, তাহার প্রশান্ত ললাট ও জটাকলাপ স্পর্শ করিতেছিল। টাওার জল-প্রপাতের মধুর অস্ফুট রবে, মহীরুহদলের শর-শর শব্দে—শিশু যেমন জননীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া মৃদু গীতি-রব শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়ে—নবীন সন্ন্যাসী সেইরূপ প্রকৃতির স্নেহময় অঙ্কে সুসুপ্ত ছিল। অকস্মাৎ যুবা চমকিয়া উঠিল। সে স্বপ্ন দেখিল, যেন সেই আলোকময়ী বসুধা সহসা ঘোর তিমিরে ডুবিয়া গেল, শশধর অন্ধকারের করাল গ্রাসে পড়িল, মৃদুমারুত ঘোর রবে গর্জ্জন করিয়া তরুশাখা ছিন্ন করিয়া, ভূমিতল কম্পিত করিয়া, তীব্র বেগে ছুটিল। নীল আকাশে মেঘদল মত্ত কুঞ্জরের ন্যায় ভীষণ অশনি-নিনাদে, দিঙ্মণ্ডল কম্পিত করিয়া ছুটিল। আবার যেন সহসা একবার, এক নিমেষের জন্য, সেই অন্ধকাররাশি বিচ্ছিন্ন করিয়া, দশ দিকে আলোক-ছটা বিকীর্ণ করিয়া, সৌদামিনী চমকিয়া উঠিল। যেন

সেই সৌদামিনীর উপর দাঁড়াইয়া এক তেজঃপুঞ্জ দেবমূর্ত্তি আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া, তরুণ সন্ন্যাসীর সম্মুখে আসিয়া, জলদ-গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে, এ নির্জন শৈলদেশে একাকী কেন? বিধাতার সুচারু কৌশলময় আনন্দময় মানব-নিকেতন পরিত্যাগ ক'রে, এ হিংস্রপশুগণের আবাসে কেন?"

নীলাম্বর সে স্নিগ্ধ-গম্ভীর কণ্ঠস্বর, সে তেজঃপুঞ্জ প্রীতিময় মুখমণ্ডল চিনিলেন। তিনি বলিলেন, "পিতঃ! যদি এ অধম তনয়কে দেখা দিলেন, সেই আলোকময় দিব্যধামে আপনার চরণতলে স্থান দিন। আজ আমি ঘোর অন্ধতামসে নিপতিত!"

যেন নীলাম্বরের সুরলোকবাসী জনক ঘনশ্যাম স্নেহার্দ্র কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "হা বৎস! কার কৈতব উপদেশে প্রবঞ্চিত হ'য়ে, সংসার ত্যাগ ক'রে, এ জনশূন্য দেশে এসেছিলে? সেখানে কি আর পরমেশ্বর নাই? সেখানে কি সেই আদিত্যরূপী পরম পুরুষের দর্শন লাভ হয় না?"

"না—না! দেব! সংসার আমার চক্ষে অন্ধকারময় হ'য়েছে! আর আমার সেখানে থাক্‌বার শক্তি নাই!"

যেন ঘনশ্যাম আবার সেইরূপ করুণ কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "হা পৃথিবীর মায়ামুগ্ধ জীব! মরীচিকার ভ্রান্ত হ'য়ে, মরুভূমি ত্যাগ ক'র্‌তে পার্‌চ না! তোমার দোষ নাই! তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কত শত মানব এই মরীচিকায় ভ্রান্ত হ'য়ে অবশেষে জ্ঞান-চক্ষু লাভ ক'রেছিল। অন্যের কথা কি, স্বয়ং দেব শাক্য-

সিংহ তোমার মত ভ্রান্ত হ'য়ে, বহুকাল পরে নিজের ভ্রম বুঝ্তে পেরেছিলেন! তাই বল্‌চি, বৎস! কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরে যাও।"

নীলাম্বর সরোদনে বলিলেন, "সে কর্ম্মক্ষেত্র আমার পক্ষে অন্ধকারময় অরণ্যতুল্য হ'য়েছে। এ দাসকে আপনার সেই আনন্দধামে সঙ্গে ল'য়ে গিয়ে, চরণ-পার্শ্বে স্থান দিন।"

ঘনশ্যাম বলিলেন, "হা মূর্খ! সে আনন্দধামে আমার নিকট আস্‌বার তোমার এখনও অধিকার হয় নাই। যে জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে এসেছিলে, আগে তা সম্পূর্ণ কর। তারপর আমার নিকটে সেই আনন্দধামে উপনীত হবে। অই শুন!"

নীলাম্বর শুনিলেন, সেই দিগন্তব্যাপী অন্ধকার মথিত করিয়া, সেই ঘোর অশনি-গর্জ্জন, সেই প্রচণ্ড পবনের ভীষণ-ধ্বনি অতিক্রম করিয়া, কে উচ্চ কণ্ঠে, করুণ নিনাদে তাঁহাকে ডাকিল, "কোথায় তুমি, প্রভো! একবার দাসীকে দেখা দাও!"

একি! এ কাহার কণ্ঠস্বর? এ চির-পরিচিত হৃদয়োন্মাদকর অমৃতময় কণ্ঠে এতকাল পরে কে তাঁহাকে ডাকিল? আবার তখনি সেই প্রীতিময় উচ্চ সম্বোধন উন্মাদিনী প্রকৃতির ভৈরব-নিনাদে বিলীন হইয়া গেল। আবার উচ্চ রবে, বিষাদ-বিকৃত-কণ্ঠে, সেই অন্ধকার মধ্যে যেন বহুদূর হইতে কাহার আর্ত্তধ্বনি হইল, "এ সময়ে তুমি কোথায়?"

একি! এ যে সেই প্রিয়দর্শন, প্রাণের ভাই বিনোদের আর্ত্তনাদ! নীলাম্বর যেন উঠিয়া দাঁড়াইয়া উত্তর করিলেন, "এই যে ভাই! এই আমি এখানে!"

নীলাম্বরের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, আকাশে হীরকখচিত সিংহাসনে বসিয়া চন্দ্রমা হাসিতেছে। মৃদু সমীরণ সাদরে, ধীরে ধীরে তাঁহার স্বেদ-নিষিক্ত ললাট স্পর্শ করিতেছে। দূরবর্ত্তী জল-প্রপাতের অস্পষ্ট মধুর রব, প্রবাসে প্রিয়-সখার ন্যায়, তাঁহাকে দূর হইতে আশ্বাস দিতেছে। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, একি অলীক স্বপ্ন? তবে এতকাল পরে, তাঁহার সুরলোকবাসী পিতা কেন তাঁহাকে দেখা দিলেন? তাঁহার সে সস্নেহ-সম্ভাষণ, সে সুমধুর দৈববাণী, সকলি কি অলীক, অসত্য স্বপ্ন মাত্র? তবে কি তাঁহার প্রাণ-সখী অমৃতমুখী অনঙ্গমোহিনী আজিও ইহজগতে আছে? না! ইহাতো স্বপ্নমাত্র! সে তো আজ চারি বৎসর হইল, এ পাপ মনুষ্যলোক ছাড়িয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছে! আর তাঁহার সেই প্রাণের সহোদর অসহায় শিশুর যে আর্ত্তনাদ শুনিলেন, ইহাও কি স্বপ্নমাত্র? তাঁহার পিতা তবে সংসারধামে, কর্ম্মক্ষেত্রে যাইতে আদেশ করিলেন কেন? তিনি তো তাঁহার সেই আনন্দ-নিকেতন হইতে সকলি দেখিতেছেন? তাঁহার দৈব-বাণীও কি সত্য নহে?"

নীলাম্বর অনেকক্ষণ সেইখানে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রেমময়ী অনঙ্গমোহিনীর সুরলোকের পবিত্রতাময় রূপরাশি, তাঁহার সেই প্রাণ-প্রিয় অনুজের সরল সুকুমার মুখকান্তি, আজ তাঁহার হৃদয়-মধ্যে বারংবার প্রতিফলিত হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া, কি করিবেন স্থির করিতে

না পারিয়া, আবার তিনি সেই ভূ-শয্যায় ধরণী-ক্রোড়ে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন। প্রভাতে সূর্য্যকিরণ-স্পর্শে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন, কে তাঁহার মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া, বৃক্ষপল্লব হাতে লইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতেছে! তিনি উঠিয়া বসিলেন, ও আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে? এখানে কি জন্য এসেছেন?"

আগন্তুক কোন উত্তর দিল না। তাহার গোঁফ নাকের নীচে ও নাক গোঁফের উপর আসিয়া পড়িল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দুর্ল্ভ রায় কিয়ৎক্ষণ নীরবে নীলাম্বরকে নিরীক্ষণ করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "গণেশ দাদা! বলাই ভায়া! করিম চাচা! তোমরা সকলে একবার শীঘ্র এস। এস, এস, দেখ কি সুন্দর যোগি-মূর্ত্তি! দেখে নয়ন সার্থক কর, প্রাণ পবিত্র কর!"

তাহারা তিন জন আসিয়া নীলাম্বরের নিকটে দাঁড়াইল।

নীলাম্বর বলিলেন, "তোমরা সব কে? কি জন্য এখানে এসেছ?"

দুর্ল্ভ রায় বলিতে লাগিলেন, "দেখ্‌লে, তোমরা? কি অনিন্দ্যকান্তি দেবোপম মূর্ত্তি! মুখমণ্ডলে কি সুষমাময় রাজ-গাম্ভীর্য্য! কি জ্যোতির্ম্ময় নয়ন! কি আনন্দময় প্রশান্ত ললাট! হায়! এ ললাটে, এ তরুণ বয়সে, বিধাতা কেন এত ক্লেশ লিখেছিলেন! তোমরা কথা কহিছ না যে? হায়! হায়! তোমরা এই চারু-দেহে অস্ত্রাঘাত ক'র্‌তে এসেছিলে? পিশাচের আদেশে তোমরা এই দেবতার প্রাণবধ ক'র্‌তে এসেছিলে?"

করিম উল্লা বলিল, "মুই কি আগে জান্‌তাম, উনি এমন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[illegible] মত খব্-সুরৎ? আর সেই নায়েব খোদ্ শয়তান? তা মুই তো মোর তলোয়ারখানা দরিয়ার পানিতে ভেসিয়ে দিয়েছি।”

গনেশ বলিল, “বলাই দাদা! এস আমরাও তবে আমাদের তরবারি চূর্ণ ক’রে দূরে নিক্ষেপ করি।”

দুর্লভ রায় বলিলেন, “না—না! তরবারি সঙ্গে থাকুক, আরও অনেক কাজে লাগ্‌তে পারে! তরবারি কি নিরপরাধ জীবের জীবন-সংহার বই অন্য কাজে লাগে না? সাধুজনের পরিত্রাণের জন্য, পিশাচের প্রাণসংহারের জন্য কি তরবারির প্রয়োজন হয় না?”

বলাই দাদা দুর্লভ রায়ের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল, “আপনি ঠিক ব’লেছেন। যে নরপিশাচ এই দেবতার প্রাণনাশ কর্‌বার জন্য আমাদিগকে পাঠিয়েছিল, আমরা এই তরবারি ল’য়ে গিয়ে তারি প্রাণবধ ক’র্‌ব।”

নীলাম্বর সবিস্ময়ে বলিলেন, “তোমরা কে? এখানে কি জন্য এসেছ? আমাকে ব’ল্‌ছ না কেন? আমি যে তোমাদের কথা কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি না!”

গণেশ বলিল, “এতক্ষণে আপনি বুঝ্‌তে পার্‌লেন না? আমরা আপনার প্রাণবধ ক’র্‌বার জন্য এখানে এসেছিলেম!”

“কেন? আমি তোমাদের নিকট কি অপরাধ ক’রেছি?”

“আপনি অপরাধ ক’রেছেন? আপনি দেবতা! আপনি অপরাধ কাকে বলে, তার কি জান্‌বেন? আমরাই আপনার

নিকট ঘোর অপরাধ ক'রেছি। আপনি কি আমাদিগকে ক্ষমা ক'র্‌বেন?"

গণেশ গোয়ালা ও করিম-উল্লা খাঁ নীলাম্বরের পা জড়াইয়া ধরিল। তাহারা বলিতে লাগিল, "আমাদের অপরাধ ক্ষমা ক'র্‌বেন কি? আমরা যে আপনাকে খুন কর্‌বার জন্য এখানে এসেছিলেম!"

নীলাম্বর বলিলেন, "তা কই, তোমরা আমাকে খুন ক'র্‌লে না ত?"

বলাই বলিল, "এ পৃথিবীতে কে এমন পাষণ্ড হত্যাকারী আছে যে, আপনাকে দেখ্‌লে, আপনার পা জড়িয়ে ধ'রে, তরবারি ফেলে না দেয়? কিন্তু আপনাকে দেখ্‌বার আগেই আমরা এ পাপ অভিসন্ধি ত্যাগ ক'রেছিলেম। এই সাধু-পুরুষ, পাছে আমরা আপনাকে খুন করি সেই ভয়ে, আমাদের সঙ্গে এসেছিলেন। উনি আমাদিগকে অনেক বুঝিয়ে, অনেক পরামর্শ দিয়ে, আমাদিগকে অনেক টাকা দিয়ে, পূর্ব্ব হ'তেই সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন। উনি আপনার পরম বন্ধু। ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন, উনি আপনাকে সব কথা ব'ল্‌বেন।"

নীলাম্বর দুর্লভ রায়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি কে? আপনাকে যেন পূর্ব্বে কোথায় দেখেছি, তবুও আপনাকে চিন্‌তে পার্‌চি না। তা আপনি আমার সঙ্গে কথা কইছেন না কেন? আমি তো এ সকলের কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি না।"

দুর্লভ রায় বলিলেন, "আমি কোন মুখে, আপনার সঙ্গে কথা কইব? আমিই যে আপনার সর্ব্বনাশ করেছি! আমাকে চিন্‌তে পার্‌চেন না? আমি দুর্লভ রায় মোক্তার। আমি আপনার স্বর্গীয় পিতার অন্নে প্রতিপালিত,—আবার আমিই আপনার সর্ব্বনাশ ক'রেছি! আমারই সাহায্যে সেই নরপ্রেত আপনার সর্ব্বনাশ ক'রেছে। আমি যদি সেই পাপিষ্ঠকে তার এই প্রেতযজ্ঞে সাহায্য না ক'র্‌তেম, তাহ'লে কি সে আপনার এমন সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে পার্‌ত?"

"কে সে? আমার কি সর্ব্বনাশ ক'রেছে? আমি তো কিছুই জানি না!"

"আপনি তা কি প্রকারে জান্‌বেন? কিন্তু সে অনেক কথা। ক্রমে আপনাকে সকল কথা ব'ল্‌ব। যে আপনার সর্ব্বনাশ ক'রেছে, তার নাম উচ্চারণ ক'রে আপনার পবিত্র আত্মা কেমন ক'রে কলুষিত ক'র্‌ব? সেই নরপ্রেত গোবর্দ্ধন! যাকে লোকে স্বর্গীয় ঘনশ্যাম বসুর নায়েব বলে, যাকে লোকে পরম যোগী মনে ক'রে ভক্তি করে, সেই মানবদেহে পিশাচ, গোবর্দ্ধন! সে সকল কথা পরে সমস্ত ব'ল্‌ব—এখন চলুন।"

"কোথায় যাব?"

"অশোকপুরে! আপনার সেই রাজভবনে! আপনার সেই সাধ্বী সুর-রমণীর নিকটে! আপনার সেই স্নেহ-পুত্তলি অনুজ বিনোদের নিকটে! আপনার বিরহে সে রাজপুরী যে অন্ধ-কারাবৃত হ'য়ে র'য়েছে। আর বিলম্ব ক'র্‌বেন না—শীঘ্র চলুন।"

নীলাম্বর বলিলেন, "আপনি কি ব'ল্‌চেন? আমার সাধ্বী স্ত্রী? তিনি তো অনেক দিন হ'ল এ পাপ পৃথিবী হ'তে চ'লে গিয়েছেন!"

দুর্লভ বলিলেন, "না—না! মিথ্যা কথা! সেই নরপ্রেত আপনাকে এই পৈশাচিক মিথ্যা কথা ব'লেছিল। জাল চিঠিতে মিথ্যা সংবাদ লিখে, দুরাত্মা বামনদাসকে আপনার নিকট পাঠিয়ে দিয়ে, আপনার সর্ব্বনাশ ক'রেছিল। আপনার স্ত্রী—সেই পতিব্রতা সতী—আপনার আশায় জীবিতা আছেন। চলুন—শীঘ্র চলুন!"

নীলাম্বরের সুদীর্ঘ বীর দেহ কাঁপিতে লাগিল। তাঁহার মুখমণ্ডল লোহিত বর্ণ ধারণ করিল। তাঁহার আরক্তিম বিশাল-লোচনযুগলে বারিবিন্দু দেখা দিল। তিনি বলিলেন, "কি ব'ল্‌লেন? আমার স্ত্রী অনঙ্গমোহিনী জীবিতা আছেন?"

গণেশ ও করিম-উল্লা আবার তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

গণেশ বলিল, "আমরা পাপিষ্ঠ! কিন্তু আপনার স্পর্শে আমরা আজ পবিত্র হ'লেম। চলুন, আপনাকে আমরা সকলে কাঁধের উপর তুলে ল'য়ে অশোকপুরে যাই। আমরা এই তরবারি এনেছিলেম, আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্চি। কি জন্য তা কি জানেন? সেই পাপাত্মার দেহ খণ্ড খণ্ড ক'র্‌ব! আপনার উপর যে ভয়ঙ্কর অত্যাচার ক'রেছে, তার তপ্ত শোণিতে আপনার চরণ ধৌত ক'রে তার প্রতিশোধ দিব।"

করিম-উল্লা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "হা আল্লা! মুই তবে এ কি কর্‌লাম? মুই যে মোর তলওয়ার দরিয়ার পানিতে ভেসিয়ে দিয়ে এসেছি! তবে মুই সে শয়তানকে কেমন ক'রে খুন কর্‌ব? রায় সাহেব! আপনাকে আগেই ব'লেছি, মুই রূপেয়া-কড়ি চাইনা। তার বদলে মোরে একখানা তলওয়ার কিনে দিবেন। মুই সেই শয়তানের গর্দ্দান দু'খণ্ড ক'র্‌ব।"

দুর্লভ রায় বলিলেন, "সে সব কথায় এখন কাজ নাই। পরে সে সব বিষয় স্থির করা যাবে। এখন চল, আমরা নীলাম্বর বাবুকে সঙ্গে ল'য়ে যাই। মির্জাপুর এখান থেকে অধিক দূর নয়। উনি সে পর্য্যন্ত পদব্রজে যেতে পার্‌বেন। আমি তোমাদিগকে এক হাজার টাকা মাত্র দিয়েছি। আমার সে আড়তিয়ার কাছে আরও অনেক টাকা আছে। পথের খরচের জন্য তাঁর নিকট আমি যথেষ্ট টাকা রেখেছি। আমি মির্জাপুরে একখানা নৌকা ও তিন খানা একা গাড়ী ঠিক্ ক'রে রেখে এসেছি। নৌকায় গঙ্গা পার হ'য়ে, একা গাড়িতে সওয়ার হ'য়ে, আমরা প্রথমে কাশীতে যাব। কাশী সেখান হ'তে দুই তিন ঘণ্টার পথ। কাশীতে আমার দু'এক দিন বিলম্ব হ'তে পারে। নীলাম্বর বাবু! কাশীতে আমার মা আছেন। গোবর্দ্ধন আপনার মত আমার সেই মারও সর্ব্বনাশ ক'রেছে। তিনি তার পরে কাশীতে পালিয়ে এসেছেন। চলুন, একবার মাকে দেখ্‌বেন। আমার সেই চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া কুমারী মাকে—সেই বীণাপাণী মূর্ত্তি—একবার দেখ্‌বেন চলুন।"

"তিনি কে ?

"তাঁকে আপনি চেনেন। তাঁর শৈশব কালে তাঁকে আপনি অনেক বার দেখেছেন। কিন্তু সে কথার এখন সময় নাই। যখন অন্যান্য সকল কথা শুন্‌বেন, আমার সেই কুমারী মার কথাও সমস্ত আপনাকে ব'ল্‌ব। এখন এখান হ'তে তবে চলুন।"

দুর্ল্ভ রায় নীলাম্বরের হাত ধরিয়া, তাঁহার অনুচরগণের সঙ্গে, বিন্ধ্যগিরি হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন।

সেই দিন মির্জাপুরের প্রস্তর-সৌধমালাময় গঙ্গা-সৈকতে বসিয়া, গঙ্গার শীতল সমীরণে ক্লান্তি দূর করিয়া, নীলাম্বর দুর্ল্ভ রায়ের মুখে আদ্যোপান্ত সমস্ত কাহিনী শুনিলেন। তিনি একটীও কথা কহিলেন না, দুর্ল্ভ রায়ের একটী প্রশ্নেরও উত্তর দিলেন না। দুর্ল্ভ রায় অনেক অনুতাপ করিলেন, অনেক বার রোদন করিলেন, অনেক বার নীলাম্বরের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। নীলাম্বর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, নীরব ও নিরুত্তর থাকিয়া, সেই দীর্ঘ কাহিনী শুনিতে লাগিলেন।

দুর্ল্ভ রায়ের করুণ কাহিনী শেষ হইলে, তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বিনোদ এখনও বাতুলালয়ে ?"

দুর্ল্ভ রায় বলিলেন, "আপনি বই কে আর তার উদ্ধার সাধন ক'র্‌বে ?

নীলাম্বর বলিলেন, "আমার স্ত্রী অনঙ্গমোহিনী এখনও উন্মাদিনী ?"

"নিশ্চয় ব'ল্‌তে পারি না, কিন্তু সম্ভবতঃ তিনি এখনও আরোগ্য লাভ করেন নাই।"

"বিনয়কৃষ্ণ এখনও দ্বীপান্তরে ?

"আপনি যতদিন তাঁর উদ্ধার সাধন না ক'র্‌বেন, তিনি দ্বীপান্তরে থাক্‌বেন,"

নীলাম্বর উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; বলিলেন, "চল"।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দুই মাস হইল, নির্ম্মলা কাশীতে সেই দূর-সম্পর্কীয়া জ্যাঠাই-মার বাটীতে আসিয়াছে। কি সম্পর্কে তিনি নির্ম্মলার জ্যাঠাই-মা তাহা সে জানিত না। অনেক দিন পূর্ব্বে, যখন নির্ম্মলার বয়স আট বৎসর, তিনি এক বার কাশী হইতে অশোকপুরে তাহাদের বাটীতে আসিয়াছিলেন। সেই সময় নির্ম্মলার মা তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল, "ওঁকে প্রণাম কর, উনি তোমার জ্যাঠাই-মা হন।" কাশীতে আসিয়াও নির্ম্মলা তাহার সেই জ্যাঠাই-মাকে চিনিতে পারিল ও তাঁহাকে আবার প্রণাম করিল।

তাঁহার জ্যাঠাই-মা তাহার বিপদের কথা পূর্ব্ব হইতেই সব শুনিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "তা বেশ ক'রেছ। এখানে বই আর কোথায় যাবে? আমার চেয়ে তোমার আপন লোক আর কে আছে? আহা! অমন সোনার সংসারটা একেবারে ছার-খার হয়ে গেল গা!"

নির্ম্মলা দেখিল, তাহার জ্যাঠাই-মা একটী ছোট রকম কোঠা-বাড়িতে থাকেন। তাঁহার বয়স পঞ্চাশ বৎসরের অধিক হইবে। নির্ম্মলা আরও দেখিল, তাহার জ্যাঠাই-মা খুব পূজা

আহ্নিক করেন, মালা জপেন, গঙ্গাস্নান করেন, প্রত্যহ রাত্রি থাকিতেই অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে যান। নির্ম্মলা শুনিল, তাহার জেঠাই-মার নাম মঙ্গলা। কাশীর মেয়ে মহলে তাঁর নাম "মঙ্গলা দিদি" ওরফে "মঙ্গলা ঠাকুরাণী"।

মঙ্গলার বাটীতে আরও একটি যুবতী স্ত্রীলোক থাকিত। মঙ্গলা তাহাকে বামুন-মেয়ে বলিয়া ডাকিতেন। নির্ম্মলা জানিতে পারিল, পাড়ার লোকেরা এই বামুন-মেয়ের সম্বন্ধে অনেক কানা-কানি করে ও অনেক রকমের কথা বলে। নির্ম্মলা প্রতিবেশি-গণের মুখে শুনিল, এই বাটীতে আরও একজন পুরুষ মানুষ থাকেন। তিনি মঙ্গলা ঠাকুরাণীর বোন্‌পো। সম্প্রতি তিনি কোন কার্য্য উপলক্ষে দেশে গিয়াছেন, শীঘ্র আবার ফিরিয়া আসিবেন। তাহার নাম নাকি পদ্মলোচন। মঙ্গলার এই বোনপোটী বই আর কোন নিকট-সম্পর্কীয় আত্মীয় ছিল না। সেই জন্য নাকি তিনি তাহাকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি নাকি ছেলে বেলা হইতে তাঁহাকে মানুষ করিয়াছিলেন। সেই জন্য পদ্মলোচন মঙ্গলার বড় আদরের ধন। নির্ম্মলা আরও একটি জনপ্রবাদ শুনিল যে, মঙ্গলার বোন্‌পোর গায়ের রং কৃষ্ণবর্ণ, ও তাহার চক্ষু দুটী কটা বর্ণ, এবং তাহার প্রকৃতিও ঠিক্ বন্য মার্জ্জারের মত। এই সকল সাদৃশ্য দেখিয়া, লোকে তাহাকে বাল্যকালাবধি "বন-বেড়াল" বলিয়া ডাকিত। মঙ্গলা নাকি তাহা জানিতে পারিয়া, তাঁহার সেই প্রিয়তম সহোদরা-তনয়ের নাম রাখিয়াছিলেন—"পদ্মলোচন"!

নির্ম্মলা শুনিল, তাহার জ্যাঠাই-মার এই "বামুন-মেয়ে" বড় সহজ লোক নহেন। সে নাকি আজ চার বৎসর হইল, কোন অপরিজ্ঞাত ঘটনাবশতঃ, বাঙ্গলা দেশের একটী পল্লিগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পদ্মলোচনের সঙ্গে আসিয়া, মঙ্গলা দিদির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সে নাকি জাতিতে বাগ্‌দি; কিন্তু পদ্মলোচন বুদ্ধি খাটাইয়া, পাছে মঙ্গলা কোন প্রকার আপত্তি করেন এই ভয়ে, তাহাকে বামুনের মেয়ে বলিয়া তাঁহার নিকট পরিচয় দিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে নাকি পদ্মলোচন ও বামুন-মেয়ের তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া থাকে। পাড়ার লোকেরা নাকি প্রায়ই রাত্রিকালে ঘোর হুঙ্কার শব্দে জাগিয়া, ছাদের উপর উঠিয়া দেখিতে পায় যে, বামুন-মেয়ের হাতে সুদীর্ঘ সম্মার্জ্জনী ও পদ্ম-লোচনের হাতে সুবৃহৎ নাগ্‌রা জুতা! নির্ম্মলা এই সকল সংবাদ তাহার ক্ষেমী দিদিকে জানাইল।

ক্ষেমী দিদি বলিল, "আরও দিন কতক দেখা যাক্; তার পর না হয় হরিশ মিত্রের বাড়ি গিয়ে থাক্‌ব। তারা খুব ভাল লোক। দুর্ল্লভ রায় তো শীগ্‌গির এখানে আসবে।"

বামুন-মেয়ে, প্রয়োজন না হইলে, নির্ম্মলা কিংবা ক্ষেমীর সঙ্গে বড় একটা কথা কহিত না। একদিন নির্ম্মলা একাকিনী বসিয়া ছিল। বামুন-মেয়ে তাহার নিকটে আসিয়া চুপি চুপি বলিল, "এতদিন তোমাকে বলিনি, ভাই! কিন্তু আজ তোমাকে একটি কথা ব'লে সাবধান ক'রে দিতে এলেম।"

"কি কথা—বল না।"

"এতদিন সেই বন-বেড়ালটা এখানে ছিল না। শীগ্‌গির ফিরে আস্‌বে। তখন কি ক'র্‌বে বল দিকি?"

"জ্যাঠাই-মার সেই বোন্‌পো পদ্মলোচনের কথা ব'ল্‌চ? সে আস্‌বে, আমার তাতে ক্ষতি কি?"

বামুন-মেয়ে বলিল,"কি ক্ষতি,তা সে এলেই বুঝ্‌তে পার্‌বে। এমন সর্ব্বনেশে বন-বেড়াল নয়! আমি তো আর তোমাকে বেশী কথা ব'ল্‌তে পারি না। কি জানি, তুমি মনে কি ভাব্‌বে!"

নির্ম্মলা বলিল, "কি ব'ল্‌ছ, স্পষ্ট করে বল না। আমি তো আর কাহাকেও ব'ল্‌তে যাচ্চি না। আর আমি কদিনের জন্যই বা এখানে আছি। তু'মাস তো কেটে গিয়েছে। আমাদের গ্রামের সেই ভদ্রলোকটী তু'মাসের মধ্যেই আমাকে আমার বাবার কাছে ল'য়ে যাবেন ব'লেছিলেন।"

বামুন-মেয়ে বলিল, "তুমি এখান থেকে যাবে ব'ল্‌ছ, কিন্তু এ দিকে যে তোমার বিয়ের সব ঠিক করা হ'চ্চে! সেই জন্যই তো বন-বেড়াল এত শীগ্‌গির ফিরে আস্‌চে। নইলে সে আরও তুএক মাস দেশে থাকৃত। সে দিন মঙ্গলা ঠাক্‌রুণ কি ব'ল্‌লে, শুনলে না?"

নির্ম্মলা বলিল, "মঙ্গলা ঠাক্‌রুণ ব'ল্‌লেই কি আমার বিয়ে হবে?"

"সে তো তোমাকে ব'ল্‌লে, তুমি রাজি না হও, জোর ক'রে তোমার বিয়ে দেবে।—অই যে এই দিকেই আস্‌চেন!"

মঙ্গলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "ওমা নির্ম্মলা! শুভ সংবাদটা তোমাকে শুনিয়ে রাখি, মা! পুরুত-ঠাকুর ব'লে গেলেন, আস্‌চে শুক্রবার বিয়ের উত্তম দিন আছে। আমার পদ্মলোচনের চিঠি এসেছে। সে আজই এখানে এসে পৌঁছিবে। এখন কাজটা ভালয় ভালয় হ'য়ে গেলে বাঁচি।"

ক্ষেমী অন্য ঘরে কি কাজ করিতেছিল। মঙ্গলার কথা শুনিয়া সে তাহাদের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ব'ল্‌চ গা, মঙ্গলা দিদি?"

মঙ্গলা বলিল, "আমি ব'ল্‌ছিলেম, শুভ কাজটা এখন ভালয় ভালয় হ'য়ে গেলে বাঁচা যায়, বাছা! আমাদের তো বেশী কিছু ঘটা ক'র্‌তে হবে না। আমার পদ্মলোচনের দ্বিতীয় পক্ষের বিয়ে। দশ বছর হ'ল আমার বাছা সংসার-ছাড়া হ'য়ে র'য়েছে। তা এত দিন পরে যখন বিয়ে ক'র্‌তে স্বীকার ক'রেছে, আর দেরি ক'রে কাজ নেই। পুরুত-ঠাকুর ব'লে গেলেন, শুক্রবার খুব ভাল দিন আছে। তাই ব'ল্‌চি, শুক্রবারই বিয়ে হ'য়ে যাক্।"

ক্ষেমী বলিল, "শুক্রবারে তোমার বোন্‌পোর বিয়ে হবে নাকি?"

মঙ্গলা বলিল, "তুমি যেন, বাছা! কি এক রকম। কিছু জান না নাকি? আকাশ থেকে প'ড়্‌লে যেন!"

ক্ষেমী বলিল, "তা আমি কেমন ক'রে জান্‌ব? তা কোথায় তোমার বোন্‌পোর বিয়ে ঠিক্ হ'য়েছে?"

"আবার অই কথা? অই জন্যই তোমার সঙ্গে আমার বনে না। যত মনে করি শুভ কর্ম্মের সময় একটা ঝগড়া-ঝাটি ক'র্‌ব না, ততই তুমি বাড়াবাড়ি ক'র্‌তে আরম্ভ ক'রেছ! এতদিন থেকে কথাবার্ত্তা হ'য়ে আস্‌চে যে, নির্ম্মলার সঙ্গে আমার পদ্মলোচনের বিয়ে হবে। এখন তুমি কিনা জিজ্ঞাসা ক'র্‌চ, কোথায় বিয়ে হবে?"

ক্ষেমী বলিল, "তুমি পাগল হ'য়েছ নাকি? আমি তো তোমাকে সে দিন ব'ল্‌লেম, 'তোমার বোনপোর সঙ্গে আমার নিম্মালির বিয়ে হবে, এমন কথা মনেও ঠাঁই দিও না।' আমি কি তোমার বোন্‌পোর সঙ্গে বিয়ে দিবার জন্য নিম্মালিকে তোমার বাড়িতে এনেছিলেম নাকি? তোমার বাড়িতে কদিনের জন্য এসে র'য়েছি ব'লেই তো তোমার এত বুকের পাটা হ'য়েছে! তাও আমরা নিজের খাই, নিজের পরি, কেবল তোমার বাড়িতে থাকি বই তো নয়! তা আজই আমরা অন্য জায়গায় চ'লে যাচ্চি।"

মঙ্গলা বলিল, "আ মরণ! কৈবর্ত্ত মাগীর আস্পর্দ্ধা দেখ না! তুই এখান থেকে দূর হ! কে তোকে এখানে থাক্‌তে ব'ল্‌চে? যা—এখনি যা! নহিলে আমার পদ্মলোচন এসে প'ড়্‌লে, একটা বিষম কাণ্ড ক'রে ব'স্‌বে। সে ছোট লোককে আসলে দেখ্‌তে পারে না! এই বেলা বিদায় হ ব'ল্‌চি!"

ক্ষেমী বলিল, "আয়, দিদি নির্ম্মালি! এখনই আমরা এখান থেকে চ'লে যাই। আর কাজ নেই, ঢের হ'য়েছে!"

মঙ্গলা বলিল, "নির্ম্মলাকে কোথায় নিয়ে যাবি? তুই দূর হ! ও আমার ঘরের মেয়ে, আমার ঘরেই থাক্‌বে। তুই কোথাকার কে?"

ক্ষেমী বলিল, "তুমি কি এখনও মনে ভেবেছ, আমার নিম্মালি তোমার বোন্‌পোকে বিয়ে ক'র্‌বে?—আয় না, নিম্মালি! দেখি, ও মাগী তোকে কেমন ক'রে আট্‌কে রাখে!"

নির্ম্মলা ক্ষেমীর সঙ্গে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। মঙ্গলা বলিল, "ওকি, নির্ম্মলা! তুমি কোথায় যাবে?"

নির্ম্মলা বলিল, "আমি আর এখানে থাক্‌ব না। ক্ষেমী দিদির সঙ্গে অন্য কোথাও চ'লে যাব।"

মঙ্গলা নির্ম্মলার হাত ধরিয়া বলিল, "তা বই কি? তুমি চ'লে যাবে বই কি? আজ বাদে কাল ওঁর বিয়ে হবে, আমি চিঠি লিখে পদ্মলোচনকে আনালেম, আর উনি কৈবর্ত্ত মাগীর সঙ্গে চ'লে যাবেন! তা হ'চ্চে না। আমি তো আগে থেকেই ব'লে রেখেছি, রাজিতে বিয়ে না হয়, জোর ক'রে বিয়ে দিব। দেখি তোমার কত বড় তেজ!—বামুন-মেয়ে! হাতাখানা আর বেড়িটা খুব তপ্ত ক'রে নিয়ে এসতো!"

দুয়ারের নিকট হইতে কে গর্দ্দভের ন্যায় প্রাণ-মোহন স্বরে ডাকিল, "মাশিমা!—এই আমি এসেছি!"

সেই মোহন স্বরের সঙ্গে সঙ্গে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি সেইখানে আসিয়া আবার পূর্ব্ববৎ স্বরে বলিল, "এখানে কিসের এত গোলমাল? এরা সব কে?"

নির্ম্মলা ও ক্ষেমী নয়ন সার্থক করিয়া নির্ম্মলার ভাবী বরকে দেখিল। তাহার ঠোঁট-ভরা আধ-পাকা গোঁফ,তাহার মাথা-ঘেরা চক্-চকে টাক, তাহার ঘর-আলো-করা, আব্‌লুষ্‌ কাঠের কড়ির মত রং, তাহার নয়ন-বাণ-ভরা ট্যারা কটা চোখ, তাহার ঔষধ মাড়িবার খলের মত অধরের উপর হামানদিস্তার মত দাঁত, একবার একদৃষ্টিতে দেখিয়া লইল।

মঙ্গলা বলিল, "এসেছ, বাবা পদ্মলোচন! বিয়ের সব ঠিক ঠাক্। কেবল এই কৈবর্ত্ত মাগী গোল বাধাচ্চে!"

বর ক্ষেমীর দিকে নয়ন-বাণ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "বলি, তবে রে মাগী! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা? আমার বাড়িতে এসে আমার বিয়েতে ভাঙ্‌চি দেওয়া! দূর হ ব'ল্‌চি, মাগী! নইলে গলা ধাক্কা—"

ক্ষেমী বলিল, "আচ্ছা দেখি, তুই আমার নিম্মালিকে কতক্ষণ আট্‌কে রাখিস্! এখনি থানায় খবর দিয়ে তোদের সাতগুষ্টিকে জেলে পাঠাচ্চি!"

ক্ষেমী দ্রুত পদে চলিয়া গেল। বর পদ্মলোচন, সেই পদ্ম-নয়নের বাণ বর্ষণ করিয়া, নির্ম্মলার দিকে চাহিয়া দেখিল!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ক্ষেমী দৌড়িয়া থানায় খবর দিতে গেল। কয়েকজন সিপাহি থানার ফটকের নীচে বসিয়া ধূমপান করিতেছিল। ক্ষেমীকে দেখিয়া তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "হিঁয়া ক্যা মাংতী হ্যায়?"

ক্ষেমী বলিল, "সর্ব্বনাশ হ্যায়! শীগ্‌গির ব'লে দাও, কোতোয়াল মশায় কোথায় হ্যায়।"

সিপাহিরা হাস্য করিয়া বলিল, "তুম্ তো পাগ্‌লী হ্যায়! চলি যাও হিঁয়াসে!"

ক্ষেমী চীৎকার করিয়া বলিল, "তোমরা তো ঠাট্টা কর্‌তা হ্যায়। এদিকে যে হামারা নিস্তারিকে বন-বেড়াল জোর কর্‌কে বিয়ে কর্‌তা হ্যায়! আর মঙ্গলা আবাগী তার গায়ে হাতা-বেড়ি পুড়ায়কে ছ্যাঁকা দেতা হ্যায়।"

কেতোয়াল সাহেব তাঁহার খাস-কামরায় নিদ্রিত ছিলেন। ক্ষেমীর চীৎকারে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বাহিরে আসিয়া, একখানা চেয়ারে বসিয়া, চক্ষু মুছিতে মুছিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক্যা খবর?"

ক্ষেমী, পূর্ব্বে সিপাহিদিগকে যাহা বলিয়াছিল, তাহাই বলিল।

একজন চৌকীদার তামাক সাজিয়া কোতোয়াল সাহেবকে

আলবোলা আনিয়া দিল। তিনি আলবোলার নল মুখে লাগাইয়া ক্ষেমীর কথা শুনিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার এক বর্ণও হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া আপনা-আপনি বলিলেন, "ক্যা আফৎ! তোবা! তোবা!"

সৌভাগ্যক্রমে একজন বাঙ্গালী কনষ্টেবল সেই থানায় ছিল। সে কোতোয়াল সাহেবকে ক্ষেমীর কথা তর্জমা করিয়া উর্দ্দু ভাষায় বুঝাইয়া দিল। কোতোয়াল সাহেব দুই হাতে দাড়ি চুমরাইয়া বলিলেন, "এক্‌দাম জিনাবিল্ জরর্ আউর্ এক্‌দাম্ জরর্ শদীদ্!"

অনেকক্ষণ পরে শীকার হাতে আসিল দেখিয়া, কোতোয়াল সানন্দে ও সজোরে আলবোলা টানিতে টানিতে বলিলেন, "আচ্ছা তুম্ চলো। হাম আবিহি আতেহেঁ!"

ক্ষেমী বলিল, "কোতোয়াল মশায়! জল্‌দি কর্‌কে এস। ফিরে আয়কে আলবোলা টানেগা আর তামাকু খায়েগা। হাম্ তোমাকে খুব ভালা অম্বুরি তামাকু এনে দেগা।"

বাঙ্গালী কনষ্টেবল ক্ষেমীকে বুঝাইয়া বলিল, "তুমি চল, কোতোয়াল এখনি আস্‌বেন। আমি তোমার সঙ্গে যাচ্চি চল। বাড়ীটা দেখে এসে, কোতোয়াল সাহেবকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব।"

"তা এস, বাছা!"

ক্ষেমী আবার দৌড়িল। কনষ্টেবল তাহার পিছনে চলিল। মঙ্গলার বাটীর নিকটে আসিয়া ক্ষেমী বলিল, "এই বাড়ি গো!

এই বাড়িতে আমার নিম্মালিকে আট্‌কে রেখেছে। তা যাও, বাবা! শীগ্‌গির কোতোয়ালকে সঙ্গে নিয়ে এস।"

ক্ষেমী কপাট ঠেলিয়া দেখিল, ভিতর হইতে কপাট বন্ধ। সে বাটীর মধ্য হইতে কোন সাড়া-শব্দ না পাইয়া, উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "ও মঙ্গলা আবাগী! দুয়ার খোল্! ও সর্ব্বনেশে বন-বেড়াল! দুয়ার খোল্ ব'ল্‌চি! ওগো পাড়ার লোক! তোমরা এসে দেখে যাও, আমার নিম্মালিকে সর্ব্বনাশী হাতা-বেড়ির ছ্যাঁকা দিয়ে মেরে ফেল্‌চে গো!"

কয়েকজন প্রতিবেশী আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কাহারও কিছু বলিতে সাহস হইল না। কোতোয়াল সাহেব দলবল সঙ্গে লইয়া আসিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁহা হ্যায় মুল্‌জিম্?"

কনষ্টেবল বাটী দেখাইয়া দিল। কোতোয়াল চীৎকার করিয়া দুয়ার খুলিতে বলিলেন। কিন্তু কেহ উত্তর দিল না, কপাট খুলিল না।

বাটীর বাহিরে ক্ষেমী চলিয়া যাইবার পর নির্ম্মলা দেখিল, সে একাকিনী। ভাবিল, এখন কি করিবে। সে সভয়ে দেখিল, বনবিড়াল-যেন শীকার হাতে পাইয়া ভীষণ কটাক্ষে তাহাকে দেখিতেছে! বামুন-মেয়ে একপাশে দাঁড়াইয়া বন-বিড়ালের দিকে নীরবে চাহিয়া হাসিতেছে। মঙ্গলা হাতা-বেড়ি আগুণে পুড়াইতে গিয়াছে। নির্ম্মলা পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষ-মধ্যে গিয়া ভিতর হইতে কপাট বন্ধ করিয়া দিল।

রসিকবর পদ্মলোচন রুদ্ধ কপাটে করাঘাত করি নির্ম্মলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বলি, স্বন্দরি! এই কি তোমার উচিত? আজ বাদে কাল বিয়ে হবে, তবে আবার লজ্জা কিসের? এখন আর সে কাল নেই। এখন আর সে লজ্জা-শরমের দিন নেই। এখন বিয়ের আগে কোর্ট্‌শিপ্‌ হ'য়ে থাকে। তবে একবার দুয়ার খোল, বিধুমুখি!"

হঠাৎ বাহিরের কপাটে কোতোয়াল সাহেবের পদাঘাতের গুরু-গম্ভীর শব্দ হইল ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে কপাট ভাঙ্গিয়া ভীষণ রবে পড়িয়া গেল!

পদ্মলোচন ও বামুন-মেয়ে সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। মঙ্গলা, হাতা-বেড়ি ফেলিয়া দৌড়িয়া আসিল। কোতোয়াল সাহেব দল-বল লইয়া ক্ষেমীর সহিত ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রতিবেশিগণ তামাসা দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। পুলিসের বড় সাহেব নগর পরিদর্শনে বাহির হইয়াছিলেন। তিনি থানায় আসিয়া শুনিলেন, কোতোয়াল একটা সঙ্গীন মকদ্দমার তদন্ত করিতে গিয়াছেন। তিনি একজন কনষ্টেবল সঙ্গে লইয়া মঙ্গলার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ক্ষেমী জ্বলন্ত হাতা-বেড়ি লইয়া আসিয়া দেখাইল ও বলিল, "এই দেখ, কোতোয়াল সাহেব! মঙ্গলা সর্ব্বনাশী হাতা-বেড়ি পুড়ায়কে নিম্মালিকে ছ্যাঁকা দিচ্ছিল। আর এই সেই মুখপোড়া বন-বেড়াল!"

সাহেব কোতোয়ালের মুখে মকদ্দমার বিবরণ শুনিয়া নির্ম্মলাকে বাহিরে আসিতে বলিলেন।

ক্ষেমী নির্ম্মলাকে সাহেবের সম্মুখে আনিয়া বলিল,"এই দেখ, সাহেব! এই আমার নিম্মালি! অই মুখপোড়া বন-বেড়াল ওকে জোর ক'রে বিয়ে ক'র্বে ব'লে, ঘরের মধ্যে আটকে রেখেছিল।"

সাহেব তাহার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া, নির্ম্মলাকে দেখিয়া, পদ্মলোচনের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "Oh! you ugly beast! old enough to be her grand-father!" (কদাকার পশু! তুই যে ওর পিতামহের বয়সী!)

সাহেবের ঘোড়ার চাবুক সজোরে পদ্মলোচনের পৃষ্ঠে দশ স্পর্শ করিল।

পদ্মলোচন কাঁপিতে কাঁপিতে জোড় হাতে বলিল, "দোহাই সাহেবের! এ জন্মে আর বিয়ের নাম ক'র্ব না।"

সাহেব কোতোয়ালকে বলিলেন, "It is not half so serious as I thought." (যেমন সঙ্গীন মকদ্দমা মনে ক'রে ছিলেম, তেমন নয়।)

কোতোয়াল বলিল, "Wrongful confinement and compoundable." (অবরোধে রাখ্বার অপরাধ—আপোষে মীমাংসা হ'তে পারে।)

সাহেব আবার নির্ম্মলাকে দেখিয়া বলিলেন, "She looks rather like the heroine of a Romance! Good day!" (মেয়েটি যেন কোন উপন্যাসের নায়িকার মত!)

সাহেব চলিয়া গেলেন। কিন্তু কোতোয়াল সহজে ছাড়িবার লোক নহেন। তিনি সিপাহিগণকে পদ্মলোচনকে হাতকড়ি পরাইয়া, মঙ্গলা ও বামুন-মেয়ের সঙ্গে থানায় যাইতে আদেশ করিলেন। বাঙ্গালী সিপাহি পদ্মলোচনের কানে কানে বলিল, "যদি পাঁচশ টাকা দিতে পার, তবে কোতোয়াল সাহেবকে ব'লে ক'য়ে এখনি রফা করিয়ে দিতে পারি।"

পদ্মলোচন বলিল, "দোহাই কোতোয়াল মশায়! আমি মা মনসার দিব্বি ক'রে ব'ল্‌চি, একশ টাকার বেশী এক পয়সাও আমার হাতে নেই।"

বামুন-মেয়ে বলিল, "না গো, সিপাহি মশায়! বন-বেড়াল আজ বিয়ের খরচের জন্য তিনশ টাকা নগদ এনেছে। ওর সব টাকা নিয়ে আমাকে ছেড়ে দাও, বাবা! আমি যেমন ছিলেম আবার তেমনি থাক্‌ব। আমি গরিব বাগ্‌দির মেয়ে। দেশে গিয়ে, শুয়োর চরিয়ে, মাছ বিক্রী ক'রে পেটের সংস্থান ক'র্‌ব।"

কোতোয়াল সাহেব বামুন-মেয়েকে ছাড়িয়া দিয়া, পদ্মলোচনকে হাতকড়ি পরাইয়া, মঙ্গলাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে হুকুম দিলেন। ক্ষেমী একজন কনষ্টেবলের হাতে হাতা-বেড়ি দিয়া কোতোয়ালকে বলিল, "কোতোয়াল সাহেব! তোম্‌কো হাম হাতজোড় কর্‌কে বোল্‌তা হ্যায় যে, এই মঙ্গলা সর্ব্বনাশীকে এই হাতবেড়ি পুড়ায়কে খুব কর্‌কে গোটাকতক ছ্যাঁকা দিও, বাবা! ও আবাগী আমার নির্ম্মালিকা ফুলের মতন গায়ে ছ্যাঁকা দিতে

আয়াথা। ও বড়ই হারামজাদী মেয়ে-মানুষ হ্যায়। ওকে আচ্ছা করকে বন্দ কর, বাবা! আমি এখানে হামারা নিম্মালিকা কাছ্‌মে রহেগা!"

"বহুত আচ্ছা" বলিয়া, কোতোয়াল আসামী লইয়া থানায় চলিয়া গেলেন।

একটু পরে বাহির হইতে কে বলিল, "ভিতরে কে আছ, গো! একবার এখানে এস।"

ক্ষেমী বাহিরে আসিয়া দেখিল—ভাঙা কপাটের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, দুর্লভ রায়!

ক্ষেমী বলিল, "ওমা একি! তুমি এত দিন পরে এসেছ? আমার নিম্মালিকে নিয়ে বড় বিপদে প'ড়েছিলেম। ভগবানের কৃপায় এখন অনেক কষ্টে নিস্তার পেয়েছি।"

দুর্লভ বলিলেন, "আমি আজ দু'দিন থেকে তোমাদের অন্বেষণ ক'র্‌ছি। বাড়ি চিন্‌তে পারি নাই।—এখন আমার মা কোথায়?"

ক্ষেমী দুর্লভ রায়কে বাটীর ভিতর লইয়া চলিল।

দুর্লভ বলিলেন, "এই যে! এই যে আমার মা! কেমন আছ, মা?"

নির্ম্মলা সজল-চক্ষে জিজ্ঞাসা করিল, "কই? আমার বাবা কোথায়?"

দুর্লভ বলিলেন, "তোমার বাবার ফিরে আস্‌বার আর অধিক বিলম্ব নাই। আমার সঙ্গে চল, সব জান্‌তে পার্‌বে।"

কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া দুর্লভ রায় বলিলেন, "আমরা এই বাটী ভাড়া ল'য়েছি।"

ক্ষেমী ও নির্ম্মলা তাহার সঙ্গে উপরের ঘরে গিয়া দেখিল, একজন জ্বলন্ত-মূর্ত্তি, মধুর-কান্তি সন্ন্যাসী-যুবা দাঁড়াইয়া! তাহারা সে সন্ন্যাসীকে চিনিল। ক্ষেমী চীৎকার করিয়া সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল! নির্ম্মলা কম্পিত দেহে, সজল-চক্ষে সন্ন্যাসীর চরণ স্পর্শ করিয়া, তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইল।

দুর্লভ রায় বলিলেন, "নীলাম্বর বাবু! এই আমার সেই কুমারী মা!"

সেই দিন দুর্লভ রায় রেজিষ্টারি করিয়া গোবর্দ্ধন ঘোষালকে এই মর্ম্মে একখানা পত্র পাঠাইলেন,—

"কার্য্য শেষ হইয়াছে, অর্থাৎ আসল কাজ সাবাড় হইয়াছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন। আমি শীঘ্রই আবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতায় চৌরঙ্গিতে দুর্লভ রায় একটী ভাড়া লইয়াছিলেন। সেই বাটীতে বসিয়া দুর্লভ রায় ও নীলাম্বর বাবুর কথোপকথন হইতেছিল।

দুর্লভ জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুলিস-কমিশনর সাহেব আপনাকে দেখে চিন্‌তে পার্‌লেন?"

নীলাম্বর বলিলেন, "তিনি আমার এই সন্ন্যাসী-বেশ দেখে বিস্মিত হ'য়েছিলেন, কিন্তু আমাকে দেখ্‌বামাত্রই চিন্‌তে পেরেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরেও আমার সঙ্গে তাঁর কয়েকবার সাক্ষাৎ হ'য়েছিল।"

"তাঁর সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা হ'ল?"

নীলাম্বর বলিলেন, "আমি তাঁকে আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা ব'ল্‌লেম। তিনি প্রথমে বিস্মিত হ'লেন; যেন তাঁর মনে একটু অবিশ্বাস হ'ল। তারপর যখন সকল কথা শুন্‌লেন, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে, কিছুক্ষণ পদচারণা ক'রে, আমাকে ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন,—'আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, এ সকল বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্লভ রায়কে আমার নিকটে একবার পাঠিয়ে দিও। আমি আইন অনুসারে তাহার সমস্ত দোষ মার্জ্জনা ক'রে, তাকে এই ভয়ঙ্কর মকদ্দমার প্রধান সাক্ষী (approver)

ক'র্‌ব। তাকে শপথ ক'রে আদালতে সকল কথা ব'ল্‌তে হবে। আর আমি ছোটলাট সাহেবের নিকটে এখনি গিয়ে তাঁকে সকল কথা ব'ল্‌চি। বিনোদ বাতুলালয় হ'তে এখনি মুক্ত হবে। বিনয়কৃষ্ণের মুক্তি লাভের জন্য আজই লাট সাহেবের অনুমতি-পত্র সংগ্রহ ক'র্‌ব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি অন্যান্য সকল কাজ পরিত্যাগ ক'রে, এখনি এই সকল কাজে প্রবৃত্ত হব।' আমি তাঁকে অনেক ধন্যবাদ দিলেম। তিনি ব'ল্‌লেন, 'বোধ করি তুমি জাননা, তোমার পিতার সঙ্গে আমার বহুদিনের সৌহার্দ্দ্য। আমি তাঁর নিকট নানা কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ আছি।"

দুর্লভ রায় বলিলেন, "তবে কি আমাকে এখনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে হবে? বিনোদ বাবুর মুক্তিলাভের আদেশ কি আজই পেতে পার্‌ব?"

"তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই লাট সাহেবের নিকট হ'তে ফিরে আস্‌বেন। বোধ করি বিনোদের মুক্তিদানের অনুমতি হ'তে বিলম্ব হবে না।"

দুর্লভ রায় বলিলেন, "তবে আপনি এই খানেই অপেক্ষা করুন। আমি সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তারপর বিনোদ-লালকে এই খানে সঙ্গে ল'য়ে আস্‌ব। আপনি আর বিলম্ব না ক'রে, আজ সন্ধ্যার সময়ে অশোকপুরে যান। বধূমাতাকে আপাততঃ এইখানেই সঙ্গে ল'য়ে আসুন। এ সকল সংবাদ যাতে গোবর্দ্ধন এখন কিছুমাত্র জান্‌তে না পারে, সে বিষয়ে

বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। আমি করিম-উল্লাকে আমার রঙ্গপুরের সেই বন্ধু আশ্গার হোসেনের নিকট পাঠিয়ে দিয়ে, তাঁকে গোপনে সে সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত ক'র্‌তে অনুরোধ ক'রেছিলেম, তাতে তিনি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হ'য়ে থাক্‌বেন।"

সেই দিন সায়াহ্নে দুর্লভ রায় একজন ইংরাজ সার্জনের সঙ্গে, বিনোদলালের মুক্তিলাভের পরোয়ানা হাতে লইয়া, কলিকাতার বাতুলালয়ে আসিলেন। নানাবিধমূর্ত্তি পাগল নানাবিধ ভাষায় দুর্লভ রায়কে সম্ভাষণ করিতে লাগিল। একজন পাগল তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া উচ্চ হাস্যে চীৎকার করিয়া বলিল, "Good morning, mr. mouse !" তাহার সঙ্গিগণ সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "Good morning, mr. mouse !" দুর্লভ রায় আরও অগ্রসর হইলেন। আর একজন তাঁহাকে দেখিয়া, হাততালি দিয়া, বিকট রবে হাস্য করিয়া উঠিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে হাততালি ও ভয়ঙ্কর হাস্যধ্বনি উঠিল। একজন তাঁহার মুখ দেখিয়া, তাঁহার মুখের ও গোঁফের অনুকরণ করিবার জন্য, এক হাতে নিজের নাক ও অপর হাতে গোঁফ টানিয়া মুখভঙ্গী করিতে লাগিল। তাহার দেখাদেখি আরও অনেক পাগল দুর্লভ রায়ের নাক ও গোঁফের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইল। একজন বলিয়া উঠিল, "ওকে ধর্‌ ধর্‌—মার্‌ মার্‌!" চারিদিক হইতে তুমুল কোলাহল উঠিল, "ধর্‌ ধর্‌—মার্‌ মার্‌!" তাহার সঙ্গে সঙ্গে হাতকড়ি ও পায়ের বেড়ির ভীষণ ঝন্‌ঝনা রব

উঠিল। অবশেষে সার্জন সাহেব তাঁহাকে একটী নিভৃত কক্ষে লইয়া চলিল। সেই নীরব নির্জ্জন কক্ষ-মধ্যে, একজন বালক একাকী বসিয়া, গালে হাত দিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিল। দুর্লভকে দেখিয়া বালক উঠিয়া দাঁড়াইল।

দুর্লভ রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিনোদ বাবু! আমাকে চিন্‌তে পেরেছ?"

বিনোদ বলিল, "চিনেছি। এখন আমাকে কোথায় ল'য়ে যাবেন? বধ্যভূমিতে? তবে চলুন, শীঘ্র আমাকে সেই খানে ল'য়ে চলুন। এতদিন আমার প্রাণবধ করেন নাই কেন? আর এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না!"

দুর্লভ রায় বিনোদকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "না—না! আর ভয় নাই। অদৃষ্টে যা ছিল হ'য়েছে। এখন তোমাকে এখান হ'তে মুক্ত ক'র্‌তে এসেছি। আহা! বাছা আমার! ননীর পুতুল আমার! এ কোমল দেহে কত ক্লেশ সহ্য ক'রেছ! কিন্তু আর ভয় নাই, বাবা! চল, তোমাকে তোমার বাটীতে ল'য়ে যাই।"

দুর্লভ বিনোদকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

বিনোদ আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কোথায় ল'য়ে যাচ্চেন, বলুন।"

দুর্লভ বলিলেন, "তোমার নিজের বাটীতে। তোমার আত্মীয়-স্বজনের নিকটে, তোমার দাদার নিকটে তোমাকে লয়ে যাচ্চি।"

বিনোদ বলিল, "আর আমাকে মিথ্যা কথা কেন ব'লছেন? আমার দাদা তো অনেক দিন হ'ল, আমাকে ফেলে রেখে, আমার মায়া ত্যাগ ক'রে স্বর্গে চ'লে গিয়েছেন!"

"না—না! সত্য কথা! তোমার দাদা জীবিত আছেন। তিনি দূরদেশে চ'লে গিয়েছিলেন। আবার এখানে ফিরে এসেছেন। চল, এখনি তাঁকে দেখ্‌তে পাবে। এখনি সকল কথা শুন্‌তে পাবে।"

বিনোদের মুখখানি দুর্লভ রায়ের কাঁধের উপর লুটাইয়া পড়িল। দুর্লভ বিনোদকে কোলে লইয়া, আবার সেই পাগল-গণের পার্শ্বদেশ দিয়া, তাহাদের বিকট হাস্যরব ও ভীষণ কোলাহল-ধ্বনি শুনিতে শুনিতে, দ্রুতপদে বাতুলালয়ের বাহিরে আসিলেন। রাজপথে দ্রুতগামী ওয়েলারযুগলে সংযুক্ত, সুসজ্জিত ল্যাণ্ডো-গাড়ি তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। দুর্লভ রায় বিনোদকে সেই গাড়িতে লইয়া, অল্পক্ষণ মধ্যেই নীলাম্বরের নিকটে আসিলেন। নীলাম্বর বিনোদকে কোলে লইবার জন্য হাত বাড়াইলেন। বিনোদ নীলাম্বরের গ্রীবা ধারণ করিয়া, তাঁহার বক্ষে মুখ লুকাইয়া রোদন করিতে লাগিল।

নীলাম্বর বলিলেন, "আর কেন কাঁদ্‌ছ, বিনোদ? এই তো আমি ফিরে এসেছি। আর তোমার কিসের ভাবনা?"

বিনোদ মুখ তুলিয়া বলিল, "এতদিন আমাকে ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলে, দাদা? আমি কি অপরাধ ক'রেছিলেম? আমাদিগকে সেই কালসাপের কাছে সমর্পণ ক'রে, কেন চ'লে

গিয়েছিলে? আমি আর আমার বউ দিদি যে কত ক্লেশ সহ্য ক'রেছি, একবার তা দেখ্‌তে এলে না কেন?—বউ দিদি কোথায়? তিনি কেমন আছেন!—আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চল।"

নীলাম্বর উত্তর করিলেন, "সে ভাল আছে। আর কোন ভাবনা নাই। আমি আজই অশোকপুরে গিয়ে, তাকে এইখানে সঙ্গে ল'য়ে আস্‌ব।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"কৃষ্ণ হে, তোমারি ইচ্ছা!—আমি তোমার কথা, সনাতন, কিছুতেই বিশ্বাস ক'র্‌তে পারি না। তুমি বৃদ্ধ বয়সে পাগল হ'লে নাকি? আমি যে গোবর্দ্ধন ঘোষাল, যার নাম শুন্‌লে আজ বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খায়, তার সঙ্গে বিবাদ ক'র্‌তে সাহস করে, এমন লোকও জগতে আছে? একজন মুসলমান জোর ক'রে "কৈলাস-ভবন" দখল ক'রেছে? তা তোমার সঙ্গে কি সে নেড়ে-বেটার দেখা হ'য়েছিল? সে কি ব'ল্‌লে?"

বৃদ্ধ দেওয়ান সনাতন ঘোষ উত্তর করিল, "অনেক কল-কৌশল অবলম্বন ক'রে তবে তার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ ক'র্‌তে পেরেছিলেম। আমি তো আপনার অনুমতিক্রমে লোকজন সঙ্গে ল'য়ে নদী-তীরে উপস্থিত হ'লেম। আমাদিগকে দেখ্‌বা-মাত্র দুই শত লোক লাঠি, তরবার, সড়্‌কি ল'য়ে অগ্রসর হ'ল। আমার লোকসংখ্যা অল্প ছিল। কাজেই আমাকে সে সময় পলায়ন ক'র্‌তে হ'ল। তার পরে আমি একাকী কৌশলক্রমে সেই মুসলমানের একজন ভৃত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে, তাকে অনেক মিনতি ও তোষামোদ ক'রে সম্মত ক'র্‌লেম যে, সে আমাকে একবার তার মনিবের নিকটে ল'য়ে যাবে। অনেকক্ষণ

পরে হুকুম হ'ল,—'আচ্ছা সে লোককে আস্‌তে বল!' আমি মাটি ছুঁয়ে সেলাম ক'রে, হাত জোড় ক'রে সে নেড়েটার সম্মুখে দাঁড়ালেম। কি করি, প্রাণের দায়ে সব ক'র্‌তে হয়! নেড়েটা আমাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে—'কে তুই? এখানে কি জন্য এসেছিস্? তুই জানিস্ না, এখনি তোর গর্দ্দান দু'খণ্ড হবে?' আমি হাত জোড় ক'রে ব'ল্‌লেম, 'আজ্ঞে! দূত অবধ্য— একথা আপনি তো অবগত আছেন। আমি দূত মাত্র। আমার অপরাধ নাই। আমি যা ব'ল্‌তে এসেছি, অনুগ্রহ ক'রে শুনুন। সে উত্তর ক'র্‌লে, 'তুই কার দূত? কি জন্য এসেছিস্, শীঘ্র আমাকে বল্।' আমি ব'ল্‌লেম, আমাকে যোগিবর গোবর্দ্ধন ঘোষাল মহাশর হুজুরের নিকটে পাঠিয়েছেন, আর আপনাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে ব'লেছেন,—আপনি কে? কেন তাঁর "কৈলাস-ভবন" জোর ক'রে দখল ক'র্‌তে এসে-ছেন?'—আমার কথা শুনে, সে চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে ব'ল্‌তে লাগ্‌ল, 'তুই সেই পাষণ্ড ভণ্ড যোগীকে বল্ যে, আমার পায়গম্বর সাহেব স্বয়ং আমাকে হুকুম দিয়েছেন! আমি জানি, গোবর্দ্ধন ঘোষাল নামে একজন পাষণ্ড যোগী, ঘনশ্যাম বসুর সমস্ত সম্পত্তি দখল ক'রে তাঁর পুত্রদ্বয় আর পুত্রবধূকে বঞ্চিত ক'রেছে। আমি পায়গম্বরের অনুমতিক্রমে ঘনশ্যাম বসুর সমস্ত ধন-সম্পত্তি দখল ক'র্‌ব। আমি প্রথমে এই "কৈলাস-ভবন" দখল ক'রেছি। পরে ঘনশ্যাম বসুর সমস্ত জমীদারী দখল ক'রে, সেই দুরাত্মা গোবর্দ্ধনকে শূলে চড়িয়ে দিব!"

গোবর্দ্ধন ঘোষালের হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়া উঠিল! তাহার মনে নানাবিধ সংশয় উপস্থিত হইল। কিন্তু সে মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল, "সনাতন তুমি অতি কাপুরুষ। তুমি আমার জমীদারীতে চাকুরী কর্‌বার উপযুক্ত লোক নও। তুমি সেই পাগল নেড়েটার কথা শুনে, একেবারে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হ'লে? সে যে পাগল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নহিলে সে এমন সব কথা মুখে আন্‌তে সাহস করে?—হরিহে! তোমারি ইচ্ছা!—কি জানি, আমার পরম সুহৃৎ দুর্ল্লভ রায়ের ফিরে আস্‌তে এত বিলম্ব হ'চ্ছে কেন? সে এখানে থাকলে, এখনি এ বিষয়ের একটা সৎপরামর্শ দিতে পারত। সে যা হ'ক্‌, এ গুরুতর ব্যাপারে আর ঔদাস্য করা কোন মতেই উচিত নয়। সেই পাগলটার সঙ্গে দুই শত লাঠিয়াল এসেছে বইত নয়। তা তুমি পাঁচশত লাঠিয়াল সংগ্রহ ক'রে, আজই আবার "কৈলাস-ভবনে" গিয়ে, সেই নেড়েটাকে তাড়িয়ে দিয়ে এসে আমাকে সংবাদ দাও।"

সনাতন ঘোষ উত্তর করিল, "আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি যা ব'ল্‌লেন, সে কথা সত্য। আমি একেবারে কাণ্ড-জ্ঞানশূন্য হ'য়েছি! এ সকল কাণ্ড ভৌতিক ব্যাপার ব'লে বোধ হ'চ্চে! আপনি লোকজন সঙ্গে ল'য়ে নিজে গেলেই ভাল হয়।"

গোবর্দ্ধন সক্রোধে বলিল, "তুমি নিশ্চয়ই বাতুল হ'য়েছ। আমার আজ রাজাধিরাজের ন্যায় অখণ্ড প্রতাপ। আমার শত-

সহস্র লোকজন থাক্‌তে, আমি নিজে কিনা পাগল সেই নেড়েটার হাতে প্রাণ হারাতে যাব ?"

এই সময়ে কয়েকজন কনষ্টেবল আসিয়া গোবর্দ্ধনকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

গোবর্দ্ধন জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে কি চাও ?"

একজন কনষ্টেবল জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারই নাম গোবর্দ্ধন ঘোষাল ?

"হাঁ। কেন বল দেখি ?"

"দৌলতপুর গ্রাম আর "কৈলাস-ভবন" নামে একখানি বাগান-বাটী ল'য়ে, একজন মুসলমান জমীদারের সঙ্গে আপনি দাঙ্গা-হাঙ্গামার উদ্যোগ ক'র্‌চেন। তাই রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেব আপনার গ্রেপ্তারির জন্য এই পরোয়ানা পাঠিয়েছেন। যদি দশ হাজার টাকা জামিন দেন তো আপনি নিজে গিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট হাজির হবেন। নহিলে আমাদের সঙ্গে চলুন।"

গোবর্দ্ধন সক্রোধে বলিল, "কি! আমার নামে গ্রেপ্তারির পরোয়ানা ? আমি গোবর্দ্ধন ঘোষাল!—কোই হ্যায়রে!"

কনষ্টেবল বলিল, "তবে আর আপনাকে অধিক ক্লেশ স্বীকার ক'র্‌তে হবে না। আমরা ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেবকে সংবাদ দিই যে, আপনি আদালতের হুকুম অমান্য ক'রে, আপনার লোকজনকে আমাদিগকে মারপিট্ কর্‌বার হুকুম দিয়েছেন।"

সনাতন বলিল, "নায়েব মহাশয়! আপনি এ কি ক'র্‌চেন ?"

গোবর্দ্ধন একটু ভাবিল। তাহার মনে ভয় হইল। সে শুষ্ক মুখে বলিল, "না—না! বলি তা—তা ব'লৃচি না, তবে—তবে—পরোয়ানা কিসের?"

দশ হাজার টাকার জামিন দিয়া, পুলিসের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, গোবর্দ্ধন পরদিন রঙ্গপুরে উপস্থিত হইল। সেখানে তাহার পুরাতন মোক্তার আশ্‌গার হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাকে বলিল, "এ সকল ভৌতিক ব্যাপার কি না, আমিতো কিছুই বুঝ্‌তে পারৃচি না। এখন কি করা উচিত, সে বিষয়ে একটা সৎপরামর্শ দিন।"

আশ্‌গার বলিলেন, "আমি পূর্ব্ব হ'তেই সমস্ত সংবাদ অবগত হ'য়েছি। সেই জন্য আপনার বিনা অনুমতিতেই আমি সেই মুসলমান জমীদারের নিকট একজন লোক পাঠিয়ে দিয়ে-ছিলেম। আর যাতে এই মামলাটী আদালতে না যায় ও আপোষে মীমাংসা হ'য়ে যায়, সে বিষয়ের চেষ্টা ক'রেছিলেম। সে ব্যক্তি দু'চার দিন পরেই নিজে অশোকপুরে আসৃতে সম্মত হ'য়েছে। আমিও আদালতে দরখাস্ত দিয়ে দশ দিনের জন্য তারিখ পিছিয়ে নিয়েছি। আপনি দু'চার দিন এই খানেই থাকুন। তারপর উপযুক্ত সময় অশোকপুরে উপস্থিত হ'য়ে, সেই জমীদারটাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে, না হয় কিছু টাকা দিয়ে, মামলাটা মিটমাট্ ক'রে ফেলুন।"

গোবর্দ্ধন বলিল, "আমি আপনার কথা কিছুই বুঝ্‌তে পারৃচি না। আমার গ্রাম, আমার জমীদারী, একজন পাগল

কোথা থেকে এসে জোর ক'রে দখল ক'রেছে,—আর আমিই তাকে টাকা দিয়ে, তার খোষামোদ ক'রে মীমাংসা ক'র্‌ব? আপনি এমন পরামর্শ কেন দিচ্ছেন, তা কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি না।"

আশ্‌গার বলিল, "এ মামলা সম্বন্ধে আপনার একটু ভ্রম হ'য়েছে। আপনি এ মামলাটাকে যত সামান্য মনে ক'র্‌চেন, বাস্তবিক তা নয়। তা আপনি ব্যস্ত হবেন না। দুই-চারি দিন অপেক্ষা করুন, পরে যেরূপ হয় জান্‌তে পার্‌বেন। আমি আপাততঃ আপনার দেওয়ান সনাতন ঘোষকে একখানি পত্র লিখে দিচ্চি। সেই জমীদারটী অশোকপুরে উপস্থিত হ'লেই, তিনি যেন আপনাকে সঙ্গে ল'য়ে যান।"

গোবর্দ্ধন বলিল, "আচ্ছা, তবে আপনি যা সৎপরামর্শ মনে করেন, আমাকে অগত্যা তাই ক'র্‌তে হবে। আপনি তো জানেন—আমি যোগী। যোগাভ্যাস বই অন্য কোন কাজে লিপ্ত হ'তে ইচ্ছা করি না। এই সকল সামান্য সাংসারিক কাজে মনোনিবেশ ক'র্‌তে হ'লে, আমার যোগসাধনার বড়ই ব্যাঘাত উপস্থিত হয়।—কৃষ্ণ হে! তোমারি ইচ্ছা!"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পৌষ মাসের দ্বিপ্রহরা রজনী। আকাশ ঘোর মেঘজালে আচ্ছন্ন। চারিদিকে সূচিভেদ্য তমোরাশি। এক একবার সৌদামিনী কনকনিকষরেখায়, সেই গাঢ় অন্ধকার মধ্যে আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া, আবার কোথায় লুকাইতেছিল। মেঘগর্জ্জনের সঙ্গে প্রবল বেগে বায়ু বহিতেছিল ও সেই অন্ধকার-ময় আকাশ হইতে ক্ষীণধারায় বারিবিন্দু ঝরিতেছিল। অশোক-পুরের যাবতীয় লোক নিদ্রার মোহে অচেতন। অনঙ্গমোহিনীর প্রকোষ্ঠ-মধ্যে ক্ষীণালোকে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছিল। অনঙ্গমোহিনী ভূ-শয্যায় তাঁহার স্বামীর পালঙ্কতলে শয়ানা। তিনি নিদ্রিতা নহেন। এখনও তিনি পূর্ব্বের মত গোবর্দ্ধনের ঔষধগুণে প্রায় উন্মাদিনী। তিনি আপন মনে, ধীরে ধীরে, এক একবার কি বলিতেছিলেন। যেন কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন। তাঁহার চরণ-পার্শ্বে বামা চাকরাণী নাসিকাধ্বনি-সহকারে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা। অকস্মাৎ বামার নিদ্রাভঙ্গ হইল। কে রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিয়া তাহাকে ডাকিল। সে কণ্ঠস্বর বামা চিনিত। সে মাধুর্য্যময়, গাম্ভীর্য্যময়, মনোমোহন কণ্ঠধ্বনি, বামা চারি বৎসর পরে আজ আবার শুনিল! সে দৌড়িয়া আসিয়া প্রকোষ্ঠ-দ্বার খুলিয়া দিল। আবার সেই মৃদু-মধুর কণ্ঠে কে বলিল, "বামা, আমি এসেছি!"

বামা আগন্তুকের দিকে চাহিয়া দেখিল। সেই মৃদু অস্পষ্ট দীপালোকে, সেই সুদীর্ঘ বীরদেহ, সেই প্রশস্ত ললাট, সেই শান্তিময়, আনন্দময় কটাক্ষ বামা চিনিল। বিস্ময়ে ও আনন্দে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল!

আগন্তুক পূর্ব্ববৎ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "বামা, অনঙ্গ কোথায়?"

বামা উত্তর দিল না। সে দৌড়িয়া, অনঙ্গমোহিনীর নিকটে গিয়া, তাহার পায়ে হাত দিয়া বলিল, "উঠ—উঠ! শীঘ্র উঠ—বউ দিদি! মা শ্মশান-কালী স্বপ্নে যা ব'লেছিলেন, সত্য! তোমার স্বামী ফিরে এসেছেন!"

অনঙ্গমোহিনী উত্তর দিলেন না দেখিয়া, বামা সাদরে তাঁহার দুই হাত ধরিয়া, তাঁহাকে পালঙ্কের উপর বসাইয়া বলিল, "বউ দিদি, কথা কহিছ না কেন? অই চেয়ে দেখ, কে তোমার সুমুখে দাঁড়িয়ে!"

অনঙ্গ বলিলেন, "কে তুই? আমাকে কেন ডাক্‌ছিলি? তুই যে বামা! মর্ পোড়ারমুখি! কত রঙ্গই জানিস্।"

বামা বাহিরে চলিয়া গেল।

নীলাম্বর করুণ কণ্ঠে ডাকিলেন, "অনঙ্গ!"

অনঙ্গমোহিনী বলিলেন, "অনঙ্গ! আমার নাম যে অনঙ্গ! কে তুমি? তোমার এত স্পর্দ্ধা কেন? তুমি আমাকে 'অনঙ্গ' ব'লে ডাক্‌ছ? তুমি জান না, আমি কে? তুমি জান না, আমি কার স্ত্রী—আমি কার পুত্রবধূ? আমার

শ্বশুর যে বৈকুণ্ঠের রাজা! আমার স্বামী স্বর্গে, মহেন্দ্রের সিংহাসনে! আমাকে তুমি 'অনঙ্গ' ব'লে ডাক্‌ছ! হায়! লজ্জার কথা! এখানে যে আমাকে কেবল একজন 'অনঙ্গ' ব'লে সম্বোধন ক'র্‌তেন। তিনি এখনও স্বর্গের সিংহাসন হ'তে প্রতিদিন প্রতিক্ষণ আমাকে 'অনঙ্গ' ব'লে সম্বোধন করেন। তবে তোমার এত সাহস কেন? তুমি কোন্ সাহসে আমাকে 'অনঙ্গ' ব'লে ডাক্‌চ?"

নীলাম্বর বলিলেন, "অনঙ্গ! অনঙ্গ! আমাকে চিন্‌তে পার্‌চ না?"

অনঙ্গ বলিলেন, "কে তুমি? আমি তোমাকে কেমন ক'রে চিন্‌ব? কে তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে? কে তোমাকে তাঁর সেই সুধাময় কণ্ঠের অনুকরণ ক'রে, আমাকে 'অনঙ্গ' ব'লে ডাক্‌তে শিখিয়ে দিয়েছে? আমি এতদিন পাগল হ'য়ে ছিলেম। কে তোমাকে, আমাকে আবার পাগল কর্‌বার জন্য, এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে?"

নীলাম্বর বলিলেন, "অনঙ্গ! এখনও আমাকে চিন্‌তে পার্‌লে না? আমি যে নীলাম্বর! আমি যে তোমার স্বামী!"

অনঙ্গ বলিলেন, "আমার স্বামী! আমার স্বামী তো স্বর্গে! সে তো এখান্ থেকে অনেক দূর! স্বর্গ থেকে কি মানুষ পৃথিবীতে ফিরে আসে? কই—কই? দেখি—দেখি?"

অনঙ্গমোহিনী উঠিয়া দাঁড়াইয়া নীলাম্বরের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

অনঙ্গমোহিনী আবার বলিতে লাগিলেন, "আমার স্বামী? মিথ্যা কথা! তুমি যদি আমার স্বামী হ'তে, তা হ'লে কি এতক্ষণ এমনি ক'রে দূরে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে? আমাকে সেই কোমল করে স্পর্শ ক'র্‌তে না? সেই দেবতার মত প্রেমাদরে আমার গ্রীবাবেষ্টন ক'রে আমাকে কি আলিঙ্গন ক'র্‌তে না? আমার স্বামী? আমার স্বামী হ'লে তাঁর সেই প্রফুল্ল-শতদলের মত চরণ-যুগল আমাকে বক্ষে ধারণ ক'র্‌তে দিতে না? আমার বক্ষঃস্থলে যে ঘোর দাবানল জ্ব'ল্‌চে, আমার স্বামী হ'লে তুমি কি এতক্ষণ প্রেমামৃত সেচনে তা নির্ব্বাপিত ক'র্‌তে না?"

নীলাম্বর ধীরে ধীরে অনঙ্গমোহিনীর ললাট স্পর্শ করিলেন। যেমন তাড়িত-যন্ত্র-স্পর্শে অকস্মাৎ চেতনাশূন্য দেহে সংজ্ঞা সঞ্চারিত হয়, তেমনি পতির পবিত্র স্পর্শে অনঙ্গমোহিনী একবার চমকিয়া উঠিলেন! তিনি আবার নীলাম্বরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন; বলিলেন, "একি—আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌চি?"

নীলাম্বর উভয় করে অনঙ্গমোহিনীর গ্রীবা বেষ্টন করিয়া, সাদরে সপ্রেমে তাঁহার কপোল চুম্বন করিলেন। অনঙ্গমোহিনী শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইল! তিনি জানিতে পারিলেন, তাঁহার স্বামী ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি বুঝিলেন, তিনি তাঁহার স্বামীর বাহুযুগলে আবদ্ধা! তাঁহার বিলুপ্তপ্রায় চেতনা আবার ফিরিয়া আসিল। যেন দেবতার পদস্পর্শে সহসা পাষাণে প্রাণ সঞ্চারিত হইল! যেন ভাগীরথীর পবিত্র-বারিধারা-স্পর্শে, ভূ-গর্ভশায়ী নরকঙ্কাল চেতনা লাভ

করিল! যেন সেই কালভুজঙ্গের বিষ অমৃত-প্রবাহে কোথায় ভাসিয়া ডুবিয়া গেল!

অনঙ্গমোহিনী একবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, আবার নীলাম্বরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন! তাঁহার বাহুযুগল হইতে সবলে কণ্ঠবিমুক্ত করিয়া, দূরে গিয়া দাঁড়াইলেন।

অনঙ্গ বলিলেন, "নিষ্ঠুর! আমি তোমার নিকট কি অপরাধ ক'রেছিলেম? আমি যে হৃদয়ের শোণিতে তোমার পূজা ক'রেছিলেম! আমি যে বুক চিরে হৃৎপিণ্ড উৎপাটন ক'রে, তোমার চরণতলে অর্পণ ক'রেছিলেম! এই কি তার প্রতিশোধ? তুমি জীবিত ছিলে, এতদিন ইহজগতে ছিলে, তবু এই চার বৎসর কাল আমাকে ভুলে ছিলে? আর আমাকে স্পর্শ করিও না! আর আমাকে 'অনঙ্গ' ব'লে সম্বোধন করিও না। আমি তোমাকে দেবতাজ্ঞানে এতকাল তোমার আরাধনা ক'রেছিলেম। এতদিন জান্‌তেম না, তুমি এমন নির্দ্দয়! আমি যেন তোমার অযোগ্যা রমণী, তাই আমাকে ভুলে গিয়েছিলে; কিন্তু তোমার নিজের সহোদর,—সেই পিতৃমাতৃহীন নিরপরাধ শিশু—তোমার কাছে কি অপরাধ ক'রেছিল? কোন্ অপরাধে তাকে সেই হিংস্র পশুর হাতে সমর্পণ ক'রে এতদিন নিশ্চিন্ত হ'য়েছিলে? আবার কোন্ সাধে, চার বৎসর পরে, গেরুয়া বসন পরিধান ক'রে সন্ন্যাসীর বেশে এখানে এসেছ? ধিক্ তোমার সন্ন্যাস-ধর্ম্মে! ধিক্ তোমার সংসার-বৈরাগ্যে!"

নীলাম্বর বলিলেন, "অনঙ্গ! তুমি এখনও কিছু জান না।

আদ্যোপান্ত সকল কথা শুন্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌বে, আমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই।"

নীলাম্বর আবার বাহু প্রসারণ করিয়া, অনঙ্গমোহিনীকে আলিঙ্গন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

অনঙ্গ সাভিমানে বলিলেন, "দূরে দাঁড়াও! আর আমাকে স্পর্শ কর্‌বার তোমার অধিকার নাই! আমি আর তোমার কে? তুমি সন্ন্যাসী! তুমি সংসারত্যাগী, গৈরিকবসনধারী তপস্বী!—আর আমি রাজরাজেশ্বরী রাজকূলবধূ! তুমি এত দিন আমাকে বিধবা ক'রে রেখেছিলে, তাই এত দিন ব্রহ্মচারিণী হ'য়েছিলেম, পট্টবস্ত্র প'রেছিলেম, অলঙ্কার দূরে নিক্ষেপ ক'রেছিলেম, সিন্দূর মুছে ফেলেছিলেম। আমি আজ থেকে আবার সেই রাজরাজেশ্বরী হব, রত্নালঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গ বিভূষিত ক'র্‌ব! আজ থেকে আবার সিন্দূর প'র্‌ব, পায়ে আল্‌তা প'র্‌ব, তাম্বুলরাগে অধর রঞ্জিত ক'র্‌ব;—কিন্তু তোমার সঙ্গে আর আমার কোন সম্বন্ধ থাক্‌বে না। পরমেশ্বর! আমার অদৃষ্টে শেষে এই লিখেছিলে? যে আমার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের অধীশ্বর, সে আজ হ'তে জন্মের মত আমার পর হ'য়ে গেল!"

অনঙ্গমোহিনী আর বলিতে পারিলেন না। তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল; মুখমণ্ডলে সহসা কালিমা ব্যাপ্ত হইল। তিনি চেতনা হারাইয়া নীলাম্বরের পদমূলে পড়িয়া গেলেন!

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতায় চৌরঙ্গির বাটীতে নীলাম্বর বাবু একাকী বসিয়াছিলেন। দুর্লভ রায় তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "সব ঠিক্ ক'রে এসেছি। সাহেবের নিকট আমার দুটী গুপ্ত আবেদন ছিল। তিনি আমার সে আবেদন দুটী গ্রাহ্য ক'রেছেন। আর এখানে বিলম্ব কর্‌বার কোন আবশ্যক নাই। বিনয়কৃষ্ণ বাবু সম্ভবতঃ আজ ফিরে আস্‌বেন, তাঁকে সঙ্গে ল'য়ে, আজই যাওয়া আবশ্যক।"

নীলাম্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার গুপ্ত আবেদন দুটী কি ছিল?"

দুর্লভ। পাছে আপনি আমার প্রস্তাবে অসম্মত হন, এই ভয়ে আপনাকে এত দিন সে সকল কথা বলি নাই।

নীলা। এখন বলুন।

দুর্লভ। রঙ্গপুরে লোক পাঠিয়ে, আমার বন্ধু আশ্‌গার হোসেন মোক্তারের সঙ্গে যে সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত ক'রেছিলেম, তা আপনি শুনেছেন। গোবর্দ্ধন এখনও রঙ্গপুরে আছে। পুলিসের লোক গোপনে তার সঙ্গে র'য়েছে। আপনি অশোকপুরে পৌঁছিলে, আশ্‌গার হোসেন তাকে সেখানে পাঠিয়ে দিবে। ততদিন তার নিকট কোন কথা প্রকাশ

করা হবে না। আপনি যে ফিরে এসেছেন, তা সে এখনও জান্‌তে পারে নাই। দুরাত্মা এখনও জানে; আপনি করিম-উল্লা প্রভৃতি ঘাতকগণের হস্তে নিহত হ'য়েছেন। তাই আমার প্রথম আবেদন এই ছিল যে, আপনি এখন স্বয়ং অশোকপুরে উপস্থিত হ'য়ে, গ্রামবাসিগণের সম্মুখে, পাপাত্মার রাজদ্বারে উপযুক্ত দণ্ডবিধানের জন্য, তাকে ল'য়ে যেতে আদেশ ক'র্‌বেন; তখন পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার ক'র্‌বে। তার পূর্ব্বে তাকে কেহ কোন কথা ব'ল্‌বে না। পুলিস-কমিশনর সাহেব আমার এ আবেদনে সম্মত হ'য়েছেন। আমার দ্বিতীয় আবেদন এই যে, রঙ্গপুরের পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্‌ সাহেব অশোকপুরে, সকল লোকের সম্মুখে, পাপাত্মার প্রত্যেক অপরাধের তদন্ত ক'র্‌বেন, ও সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ ক'র্‌বেন। আমার এ আবেদনও গ্রাহ্য হ'য়েছে।

নালা। আমি এ সকলের মর্ম্ম কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি না। রাজদ্বারে তার বিচার হবে, প্রচলিত প্রথা অনুসারে পুলিস প্রমাণ সংগ্রহ ক'র্‌বে; তবে আমার এ বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ কর্‌বার কি প্রয়োজন? আর গ্রামের লোকের সম্মুখে প্রমাণ প্রদর্শন কর্‌বার কি আবশ্যক, তাও বুঝ্‌তে পার্‌চি না।

দুর্ল্লভ। রাজকীয় বিচারস্থলে যে সকল প্রমাণ দেওয়া হবে, গ্রামের লোক তো আর তা জান্‌তে পার্‌বে না। সে আপনার ও অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে যে ভয়ঙ্কর নৃশংস আচরণ ক'রেছে, অশোকপুরের ও অন্যান্য গ্রামের লোক, আপনার দাস-দাসী,

প্রজাগণ ও কর্ম্মচারিগণ এখনও তার কিছুই জান্‌তে পারে নাই। প্রায় সকলেই জানে—গোবর্দ্ধন একজন ধার্ম্মিক যোগী! তার যোগ যে কি ভয়ঙ্কর,তা লোক-সমাজে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। তাই, রাজদ্বারে তার দণ্ডবিধানের পুর্ব্বে, তাকে লোক-সমাজে অপদস্থ করা লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। গ্রাম-মধ্যে সর্ব্বসমক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ সকল প্রদর্শন করা হ'লে, সকলেই সত্য ঘটনা জান্‌তে পার্‌বে। ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয়ের প্রত্যক্ষ উপদেশ লোক-শিক্ষার বিষয়ীভূত হবে। স্বয়ং বধূমাতা আপনাকে এ বিষয়ে কোন প্রকার অনুরোধ ক'রেছেন কিনা তা আমি জানি না। কিন্তু তিনি কয়েকবার আমাকে এইরূপ আদেশ দিয়েছিলেন। আমি প্রতিশ্রুত হ'য়েছিলেম, তাঁর আদেশ প্রতিপালন ক'র্‌ব। তাই আপনার নিকট নিবেদন, আপনি আমার এ প্রস্তাবে অসম্মত হবেন না।

নীলা। আপনার এ প্রস্তাব অনুমোদন করা কতদূর যুক্তি-সঙ্গত, তা আমি এখনও স্থির ক'র্‌তে পার্‌চি না। আর আমাকে কি ক'র্‌তে হবে তাও জানি না।

দুর্লভ। সে সকল কথা আপনাকে পরে ব'ল্‌ব। আপনাকে কিছুই ক'র্‌তে হবে না। আমি নিজে এখান হ'তে ফিরে গিয়ে, সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত ক'র্‌ব। তবে যদি অনুমতি হয়, বিনয়কৃষ্ণ বাবু দ্বীপান্তর হ'তে ফিরে এলেন কি না, এখন তার সন্ধান লই।

নীলা। আণ্ডামান দ্বীপ হ'তে আজই ষ্টিমার আস্‌বার কথা

আছে। সম্ভবতঃ বিনয়কৃষ্ণ বাবু এই ষ্টিমারেই আস্‌বেন। আপনি নিজে গিয়ে, তাঁকে এইখানে সঙ্গে ল'য়ে আসুন।

দুর্লভ। আমার আপাততঃ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা কোন প্রকারেই যুক্তিসিদ্ধ নয়। পূর্ব্বাপর ঘটনা সকল মনে ক'রে, তিনি আমার কথায় অবিশ্বাস ক'র্‌তে পারেন। এমন কি আমার সঙ্গে এখানে আস্‌তেও অসম্মত হ'তে পারেন। তাই পূর্ব্ব হ'তেই নরেন্দ্র দত্ত নামে আমার একটী পরিচিত লোককে এ কাজের জন্য ঠিক্ ক'রে রেখেছি। বিনয়কৃষ্ণ বাবুর জন্য পরিধেয় বসন প্রভৃতি তাঁরই হাতে পাঠিয়ে দিয়েছি। তিনি ষ্টিমার হ'তে বিনয়কৃষ্ণ বাবুকে এই খানে সঙ্গে ল'য়ে আস্‌বেন। আপাততঃ বধূমাতা প্রভৃতিকে আজই যাতে আপনি অশোকপুরে কিংবা "কৈলাস-ভবনে" সঙ্গে ল'য়ে যেতে পারেন, তার বন্দোবস্ত ক'রে রাখি।

যখন এই সকল কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তখন এক প্রহরের অধিক বেলা হয় নাই। নীলাম্বর বাবু ও অন্যান্য সকলে, অনেক ক্ষণ নরেন্দ্র দত্তের সঙ্গে বিনয়কৃষ্ণের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বিলম্বের কারণ জানিবার জন্য আরও দুইজন লোক পাঠাইলেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে নরেন্দ্র দত্ত একাকী ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, "বিনয়কৃষ্ণ আজ ষ্টিমারে দ্বীপান্তর হ'তে ফিরে এসেছেন। তাঁর পরিধেয় বসন প্রভৃতি তাঁকে দিয়েছি। কিন্তু তিনি এখানে আস্‌তে কোন মতেই সম্মত হ'লেন না।

আমি তাঁকে অনেক অনুরোধ ক'র্‌লেম, অনেক ক'রে তাঁকে বোঝালেম, অন্ততঃ কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'র্‌তে মিনতি ক'র্‌লেম, কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হ'লেন না। তিনি ব'ল্‌লেন,—'আমি এখনি অশোকপুরে যাব।' তিনি একাকী অশোকপুরে চ'লে গিয়েছেন।"

নীলাম্বর বাবু বলিলেন, "এখন যদি একজন লোক পাঠিয়ে তাঁর অনুসরণ করা হয়, তা হ'লে পথে কি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার সম্ভাবনা নাই?"

নরেন্দ্র বলিল, "তিনি যেরূপ ব্যস্ত হ'য়েছেন, তাতে বোধ হয় তিনি এতক্ষণে অনেক দূরে পৌঁছিয়েছেন। পথে আর এখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার কোন সম্ভাবনা নাই।"

নীলাম্বর বলিলেন, "আপনি বোধ হয় তাঁকে বলেন নাই যে, তাঁর কন্যা নির্ম্মলা এই খানেই আছেন।"

"আমিতো সে কথা জান্‌তেম না!"

দুর্ল্লভ বলিলেন, "আমারই ভ্রম হ'য়েছিল। আমি সে কথা ব'ল্‌তে ভুলে গিয়েছিলেম।"

নীলাম্বর বলিলেন, "তবে এখন কি কর্ত্তব্য, তা ঠিক্ করা আবশ্যক।"

দুর্ল্লভ রায় বলিলেন, "আমার মতে আপনি আপাততঃ অশোকপুরে না গিয়ে, বধূমাতা ও নির্ম্মলা প্রভৃতিকে সঙ্গে ল'য়ে, "কৈলাস-ভবনে" যান। আমি রঙ্গপুরে গিয়ে, সেখানকার অবশিষ্ট কাজ শেষ ক'রে, গোপনে পুলিসের সঙ্গে এক দিনের

মধ্যেই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌ব। একজন বিশ্বস্ত লোককে অশোকপুরে পাঠিয়ে দিচ্চি। সে বিনয়কৃষ্ণ বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে, তাঁকে "কৈলাস-ভবনে" সঙ্গে ল'য়ে আস্‌বে।"

পরদিন প্রভাতে দুর্লভ রায় রঙ্গপুরে চলিয়া গেলেন। নীলাম্বর বাবু সকলকে সঙ্গে লইয়া "কৈলাস-ভবনে" গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

সন্ধ্যার পর বিনয়কৃষ্ণ আপন বাটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, তাঁহার বাটী জনশূন্য, শব্দশূন্য, আলোক-শূন্য! সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকার চারিদিকে অন্ধকার ঘিরিয়া রহিয়াছে। উচ্চ ছাদের উপর অন্ধকার-মধ্যে পেচক ভীতিবিধায়ক স্বরে ডাকিয়া উঠিল। বিনয়কৃষ্ণ চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই। তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "নির্ম্মলা!" কেহ উত্তর দিল না দেখিয়া, তিনি দ্বারদেশে করাঘাত করিলেন। করস্পর্শে দ্বার খুলিয়া গেল। তিনি ভাবিলেন—একি! দ্বার উন্মুক্ত, তবে কেহ উত্তর দিতেছে না কেন?—তিনি প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আবার উচ্চরবে ডাকিলেন, "মা নির্ম্মলা!" প্রতিধ্বনি ব্যঙ্গ করিয়া প্রাঙ্গণের চারিদিক হইতে, কক্ষসমূহের অভ্যন্তর হইতে, ছাদের উপর হইতে, গম্ভীর রবে উত্তর দিল, "মা নির্ম্মলা!" বিনয়কৃষ্ণ সন্দিগ্ধ মনে, কম্পিত হৃদয়ে, বিচলিত-পদবিক্ষেপে সোপানাবলি অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিয়া, তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন—তাঁহার সেই সুসজ্জিত, সুবাসিত কক্ষমধ্যে কেবল মাত্র অন্ধকার! তিনি সমস্ত জানালা খুলিয়া দিলেন। পকেট হইতে দিয়াশলাই বাহির করিয়া, একবার তাহার আলোকে কক্ষের চারিদিক দেখিলেন। দেখিলেন, শূন্য-কক্ষমধ্যে তাঁহার পুরাতন পালঙ্কখানি পড়িয়া

রহিয়াছে। পালঙ্কের উপর বিছানা নাই, বালিস নাই। তাহার নীচে তাঁহার স্ত্রী সুমতির গহনার বাক্সের ডালা পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার নিকট সিন্দূরের কৌটা, একখণ্ড আল্‌তা ও একখানা ভাঙ্গা চিরুনি পড়িয়া রহিয়াছে। যে কাষ্ঠের টিপয়ের উপর সুমতির মোমবাতি জ্বলিত, তাহার পায়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সেই ভাঙ্গা টিপয়ের পাশে একটা অর্দ্ধদগ্ধ মোমবাতি পড়িয়া রহিয়াছে। সুমতির শয্যার শিয়রে বহুকাল হইতে একটী সিংহবাহিনীর ছবি টাঙ্গান ছিল। গত বৎসর জগদ্ধাত্রী পূজার দিনে, সুমতি রক্তচন্দন ও জবা ফুলে সেই দেবী-চিত্রের পূজা করিয়াছিলেন। সে চিত্র নাই,—কিন্তু সেই জবা ফুলের পাতায় মাখান রক্তচন্দনের দাগ এখনও দেওয়ালের উপর রহিয়াছে! দেওয়ালের উপরে নির্ম্মলার ময়না পাখীর শূন্য পিঞ্জর ঝুলিতেছিল। অনেক দিন পূর্ব্বে নির্ম্মলার একটী পোষা পাখী উড়িয়া গিয়াছিল। নির্ম্মলা সেই পাখীর জন্য বড় কাঁদিত। সুমতি, তাহাকে ভুলাইবার জন্য, দেওয়ালের গায়ে সেই পাখীর একটী ছবি আঁকিয়াছিলেন। সেই অনেক দিনের ছবি, এখনও ঠিক সেই রূপ রহিয়াছে। সেই ছবির নীচে সুমতি কন্যার মনস্তুষ্টি জন্য লাল কালী দিয়া লিখিয়াছিলেন,—

“আমার মনের মত বনের পাখী।
দেখ্‌লে তোমার জুড়ায় আঁখি॥”

সুমতির সেই হাতের লেখা এখনও ঠিক্ সেইরূপ রহিয়াছে! বিনয়কৃষ্ণ ঘরের ভিতর হইতে বাহিরের ছাদে আসিলেন। ছাদের উপর দাঁড়াইয়া তিনি বলিলেন, 'একি? আমার সুমতি, আমার নির্ম্মলা আমার ঘর অন্ধকার ক'রে, কোথায় চ'লে গিয়েছে?"—তিনি আবার উচ্চরবে ডাকিলেন, "মা নির্ম্মলা! তোমরা কোথায় গেলে?"

তাঁহার প্রতিবেশী গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী, দুই বৎসরের ছেলেকে ভূতের ভয় দেখাইয়া ঘুম পাড়াইতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "অই শোন্! দত্তবাড়ীর ছাতে ভূত কথা কইছে।"

ছেলে ক্রন্দন ত্যাগ করিয়া সভয়ে তাহার মার গলা জড়াইয়া ধরিল। ভট্টাচার্য্য তামাক খাইবার জন্য প্রদীপের শিখায় টিকা ধরাইতেছিলেন। গৃহিণী ভট্টাচার্য্যকে বলিলেন, "দত্তদের ছাতের উপর কে নির্ম্মলা ব'লে ডাকৃচে? কথার স্বরে বোধ হ'চ্চে যেন বিনয়কৃষ্ণ বাবু! ছাতের উপর উঠে একবার দেখ দেখি, কে?"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "না—না, গিন্নি! তুমি ঘুমোও। তোমার ভ্রম হ'য়েছে। বিনয়কৃষ্ণ তো সাত বছরের জন্য দ্বীপান্তরে গিয়েছে। সে কি প্রকারে আস্‌বে?"

গৃহিণী বলিলেন, "আমি তিনবার তাঁর গলার স্বর শুন্‌লেম। এ নিশ্চয়ই বিনয়কৃষ্ণ!"

বিনয়কৃষ্ণ তাঁহার ছাদের উপর হইতে আবার আর্ত্তস্বরে ডাকিলেন, "মা নির্ম্মলা! মা নির্ম্মলা!—কোথায় তোমরা?"

ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী বলিলেন, "অই শোন! এখন তো আর কোন সন্দেহ নাই! যাও, দেখে এস।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "বলি, না গো না! এই শনিবার, অমাবস্যা রাত্রি, অশ্লেষা নক্ষত্র! চারিদিকে ভূতপ্রেতের গমনা-গমন!—তুমি ঘুমোও।"

"আঃ মুখে আগুন! পুরুষ মানুষ হ'য়ে এত ভয়? তা তুমি এখানে এসে কাছাটা খুলে একটু ছেলেটাকে রাখ। আমিই গিয়ে দেখে আস্‌চি!"

গৃহিণীর তিরস্কারে ভট্টাচার্য্যের একটু সাহস জন্মিল। তিনি বলিলেন, "না—না! আমি ঠাট্টা ক'র্‌ছিলেম! তা আমিই যাচ্চি।—লণ্ঠনটা কই?"

ভট্টাচার্য্য লণ্ঠন হাতে লইয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে ছাদের উপর উঠিলেন। সেখান হইতে বিনয়কৃষ্ণের উচ্চ ছাদ বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি দেখিতে পাইলেন, সত্য-সত্যই বিনয়কৃষ্ণ দাঁড়াইয়া!

ভট্টাচার্য্য সাহসে ভর করিয়া বলিলেন, "বলি কে? বিনয়-কৃষ্ণ বাবু নাকি?"

বিনয়কৃষ্ণ বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আমার স্ত্রী ও কন্যা কোথায় ব'ল্‌তে পারেন?"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "তাঁরা কেহই বাটীতে নাই। আপনি আমার এখানে আসুন।"

বিনয়কৃষ্ণ বলিলেন, "তবে তারা কোথায় গিয়েছে, বলুন।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "আপনি আমার বাটীতে আসুন। সব কথা আপনাকে ব'ল্‌চি। বহির্বাটীর দ্বার খুলে দিচ্চি।"

বিনয়কৃষ্ণ ছাদ হইতে নামিয়া, ভট্টাচার্য্যের বাহিরের ঘরে আসিয়া বলিলেন, "এরা সব কোথায় গিয়েছে?"

"নায়েব মহাশয় আপনার উপর ডিক্রিজারি ক'রে, আপনার বাড়ী দখল ক'রে নিয়েছেন। আপনার কন্যা নির্ম্মলা, ক্ষেমঙ্করীর সঙ্গে কাশীতে চ'লে গিয়েছে।"

"আর আমার স্ত্রী?"

ভট্টাচার্য্য দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সে আর কি ব'ল্‌ব? আপনার দ্বীপান্তরের সংবাদ শুন্‌বামাত্র আপনার সাধ্বী স্ত্রী শোকে মূর্চ্ছিতা হ'য়ে প'ড়ে গিয়েছিলেন। সেই আঘাতেই তাঁর—"

"মৃত্যু হ'য়েছিল?

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "কি ক'র্‌বেন বলুন! ভগবানের ইচ্ছা! আপনি এখন আমার এইখানেই বিশ্রাম করুন। পথশ্রমে অনাহারে ক্লান্ত হ'য়েছেন। আমি গৃহিণীকে আহারাদির উদ্যোগ ক'র্‌তে ব'লে আসি।"

বিনয়কৃষ্ণ কোন উত্তর দিলেন না। তিনি একবার ঊর্দ্ধে চাহিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, অনেক উপদেশ দিলেন। তারপর বিনয়কৃষ্ণ কথা কহিলেন না দেখিয়া, কিছুক্ষণ সেইখানে বসিয়া থাকিয়া, বাটীর ভিতর গিয়া তাঁহার গৃহিণীকে আহারাদির উদ্যোগ করিতে

বলিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, বিনয়কৃষ্ণ তাঁহার ছেঁড়া মাদুরের উপর শয়ন করিয়া আছেন। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য অনেকবার তাঁহাকে ডাকিলেন। কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। তিনি নিদ্রিত কি মূর্চ্ছিত, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। নাসিকায় হাত দিয়া দেখিলেন, নিশ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হয় নাই।

প্রভাতে উঠিয়া বিনয়কৃষ্ণ, ভট্টাচার্য্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "তবে এখন আমাকে বিদায় দিন।"

"সেকি! কোথায় যাবেন?"

"কাশীতে। আমার নির্ম্মলার নিকট।"

গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "স্নান আহার সমাপন ক'রে, তারপর যাবার উদ্যোগ ক'র্‌বেন।"

"পথিমধ্যে স্নানাহার ক'র্‌ব।"

এই সময় একজন অপরিচিত ব্যক্তি দ্রুতপদে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে কি বিনয়কৃষ্ণ বাবু এসেছেন?"

বিনয়কৃষ্ণ বলিলেন, "কেন? আমারই নাম বিনয়কৃষ্ণ।"

আগন্তুক বলিল, "তবে আমার সঙ্গে চলুন। নৌকা প্রস্তুত আছে।"

"কোথায় যাব?"

"কৈলাস-ভবনে"। সেখানে আপনার কন্যা নির্ম্মলা, আপনার চাকরাণী ক্ষেমঙ্করী ও আরও অনেক লোক আপনার জন্য অপেক্ষা ক'র্‌চেন। সেখানে চলুন, সব কথা জান্‌তে পার্‌বেন।"

গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে, বিনয়কৃষ্ণকে আরও কিছুক্ষণ অশোকপুরে স্নানাহারের জন্য অপেক্ষা করিতে হইল।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় "কৈলাস-ভবনে" বিনয়কৃষ্ণ তাঁহার নির্ম্মলাকে সাদরে, সানন্দে কোলে তুলিয়া লইলেন। সেই আনন্দ-স্রোতে সুমতির চিরবিচ্ছেদ-শোক ক্ষণকালের জন্য ডুবিয়া গেল!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অশোকপুর প্রাসাদের ছাদের উপর বিনোদ ও নির্ম্মলা দাঁড়াইয়াছিল। আজ দুই দিন হইল, দুর্লভ রায় তাহাদের সকলকে "কৈলাস-ভবন" হইতে অশোকপুরে লইয়া আসিয়াছেন।

আজ কয়েক দিন পরে আকাশের মেঘজাল অন্তর্হিত হইয়াছে। সবে মাত্র সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। পশ্চিম গগন সহস্র-রশ্মির সহস্র বর্ণে সহস্রবিধ সৌন্দর্য্যে বিভাসিত। যেন অলক্ষ্যে থাকিয়া, লোক-নয়নের অন্তরালে বসিয়া, নরলোকবাসিগণকে বিস্মিত, মুগ্ধ ও পুলকিত করিবার জন্য, কোন অসীম-শক্তিশালী চিত্রকর, অসীম নৈপুণ্যে সেই রশ্মিরাশি পুঞ্জীকৃত করিয়া, চিত্র-কৌশলের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে! দেখিতে দেখিতে, নিমেষ-মধ্যে যেন চিত্রকর এককালে সহস্র-তুলিকা-সঞ্চালনে, সেই সহস্র-রশ্মিমালা সহস্র-সৌন্দর্য্য-ছটায় ফুটাইয়া তুলিল। দেখিতে দেখিতে, পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত, কাল পাহাড়ের পার্শ্বে সিন্দূর বর্ণের পাহাড়, ধবলগিরির উপরে কাঞ্চন-শৃঙ্গ, মরকত-চূড়ার সানুদেশে রত্ন-গিরি, সৌন্দর্য্য-গৌরবে ফুটিয়া উঠিল! দেখিতে দেখিতে, যেন ঐরাবত শুণ্ড দুলাইয়া, পর্ব্বত-শৃঙ্গের উপর দাঁড়াইল! সুবর্ণ-হরিণ ধবলগিরির উপরে ছুটিল। কাল পাহাড়ের

উপর ময়ূর পুচ্ছ বিস্তার করিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে, যেন কত নর-নারী, কত দেব-দানব এক একবার দেখা দিয়া লুকাইয়া গেল। আবার দেখিতে দেখিতে, সেই বিবিধ বর্ণের, বিবিধ সৌন্দর্য্যের অচলসমূহ, যেন সেই অদৃশ্য চিত্রকরের ফুৎকার দানে সহসা চলৎশক্তি লাভ করিয়া, ঐরাবতকে পৃষ্ঠে লইয়া, হরিণ-শিশুকে মস্তকে তুলিয়া, কোথায় ছুটিয়া চলিল! আকাশের অপর পার্শ্বে চতুর্দ্দশীর চাঁদ, যেন সেই অতুল সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ ও অবাক্ হইয়া, ধীরে ধীরে, সহাস্য-বদনে আসিয়া দেখা দিল।

বিনোদ আকাশের দিকে চাহিয়া, নির্ম্মলার হাত আপন করপুটে লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে এখন বল, নির্ম্মলা! এতদিন তোমার আমার কথা কি মনে হ'ত?"

নির্ম্মলা বলিল, "চুপ কর; অত চেঁচিয়ে কথা কহিও না। আমি তোমার সঙ্গে কথা কইচি দেখ্‌তে পেলে কি ব'ল্‌বে বল দেখি? আগে তুমি বল, তোমার মনে কি হ'ত, তারপর আমি ব'ল্‌ব।"

বিনোদ বলিল, "আমি যখন পাগ্‌লা-গারদে একলা একটী-মাত্র ঘরে আট্‌কান ছিলেম, আর আমার চারিদিকে পাগলেরা কত রকম ভয়ঙ্কর হাসি হাস্‌ত, আর কত রকম ক'রে চীৎকার ক'র্‌ত, আমার মনে হ'ত আমি এইবার সত্য-সত্যই পাগল হব। তখন তোমার কথা মনে প'ড়্‌ত। তখন মনে হ'ত, না—কিছু-তেই পাগল হওয়া হবে না। ম'রে যাই সেও ভাল, তবু পাগল

হব না! আমার মনে হ'ত, পাগল হ'লে নির্ম্মলা কি মনে ক'র্‌বে? তা হ'লে তো নির্ম্মলার পাগল বর হবে! পাগলের সঙ্গে তার বিয়ে হবে! সেই জন্য আমি মনকে খুব শক্ত ক'রে রাখ্‌তেম। সত্য ব'ল্‌চি, নির্ম্মলা, কেবল তোমারই জন্য—তোমার পাগল বর হবে এই ভয়ে—আমি পাগল হইনি। নইলে, যে দিন আমাকে গোবর্দ্ধন পাগলা-গারদে রেখে এসেছিল, সেই দিনই আমি পাগল হ'য়ে যেতেম। এখন তুমি বল, তোমার মনে কি হ'ত?"

নির্ম্মলা বলিল, "তবে শোন, আমার মনে যা হ'ত তোমাকে বলি। যখন তুমি কলিকাতায় চ'লে গেলে, তারপর আমার বাবা দ্বীপান্তরে গেলেন, আর মা আমাকে জন্মের মত ফেলে চ'লে গেলেন, আমার মনে হ'ত, আমি বিষ খেয়ে, কিংবা জলে ডুবে ম'রে মার কাছে চ'লে যাই। তখন আবার তোমার কথা মনে প'ড়্‌ত। তখন ভাব্‌তেম, না—মরা হবে না! আমার মরণ হ'লে তো আর আমার জন্য তোমার বিয়ে আট্‌কাবে না। আর একজনের তোমার বিয়ে হবে। পাছে, আর একজনের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়, কেবল এই ভয়ে, আমি ম'র্‌তে পার্‌লেম না। নইলে মার মরণের পর আমারও মরণ হ'ত!"

কে পশ্চাৎ হইতে বলিল, "আর এখন যদি আমার বিনো-দের সঙ্গে আর কাহারও বিয়ে দিই, তা হ'লে কি করিস্?"

বিনোদ ও নির্ম্মলা পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, অনঙ্গমোহিনী দাঁড়াইয়া! অনঙ্গমোহিনী হাসিতে হাসিতে নির্ম্মলার হাত

ধরিয়া বিনোদকে ধরিতে গেলেন। বিনোদ দৌড়িয়া পলায়ন করিল। অনঙ্গমোহিনী তাহাকে ধরিতে পারিলেন না। নির্ম্মলা অনঙ্গমোহিনীর অঞ্চলে মুখ লুকাইল। অনঙ্গমোহিনী তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, "লজ্জা কি, নির্ম্মলা! বিনোদের সঙ্গে কি কথা হ'চ্ছিল, আমাকে বল্‌না। বল্ ব'ল্‌চি!—ব'ল্‌বিনে? তবে যা! তোর সঙ্গে বিয়ে না দিয়ে, আর একটি কেমন স্থন্দর মেয়ের সঙ্গে বিনোদের বিয়ে দিব।"

অনঙ্গমোহিনী নির্ম্মলার হাত ছাড়িয়া দিলেন। নির্ম্মলা দৌড়িয়া পলাইয়া গেল।

ছাদের নীচে অনঙ্গমোহিনীর শয়ন-গৃহে, নীলাম্বর একখানি পুস্তক হাতে লইয়া কি ভাবিতেছিলেন। তাঁহার নিকটে গিয়া অনঙ্গমোহিনী বলিলেন, "একবার ছাদের উপরে এস; তোমাকে একটা মজার কথা ব'ল্‌ব।"

অনঙ্গের সঙ্গে নীলাম্বর ছাদের উপর আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কি কথা, অনঙ্গ?"

অনঙ্গ বলিলেন, "এইখানে এইমাত্র, ঠিক্ এমনি ক'রে নির্ম্মলার কাঁধের উপর হাত দিয়ে, আমার ঠাকুরপো দাঁড়িয়েছিল, আর চুপি চুপি দু'জনের কি কথা হ'চ্ছিল। আমি আস্তে আস্তে তাদের পিছনে এসে দাঁড়ালেম। নির্ম্মলা বিনোদকে ব'ল্‌ছিল, 'পাছে আমি ম'রে গেলে তোমার সঙ্গে অন্ত কাহারও বিয়ে হয়, এই ভয়ে আমি এতদিন ম'র্‌তে পারিনি।' আমাকে দেখে ঠাকুরপো দৌড়ে পালিয়ে গেল, আর নির্ম্মলা আমার

আঁচলে মুখ লুকিয়ে রইল। তা ওদের বিয়ে দিতে আর দেরি ক'র্‌চ কেন?"

নীলাম্বর বলিলেন, "তোমার যে দিন ইচ্ছা, সেই দিনই বিবাহ হবে। আমার তাতে আপত্তি কি?"

অনঙ্গ বলিলেন, "তোমার জন্যই তো দেরি হ'চ্চে। তবে আর বিলম্ব না ক'রে, সেই নর-রাক্ষস গোবর্দ্ধনকে উপযুক্ত শাস্তি দাও! তারপর আমি মনের সুখে, খুব সমারোহে, নির্ম্মলার সঙ্গে আমার বিনোদের বিবাহ দিই।"

নীলাম্বর বলিলেন, "শাস্তি দিবার অধিকার তো আমার হাতে নয়। তবে তোমার অনুরোধে আমি দুর্লভ রায়ের প্রস্তাবে সম্মত হ'য়েছি। সে তো গোবর্দ্ধনের উপযুক্ত দণ্ড-বিধানের জন্য কয়েকদিন থেকে নানাবিধ আয়োজন ক'র্‌চে।"

অনঙ্গ বলিলেন, "দুর্লভ রায়ের গুণের কথা আমি এ জন্মে ভুল্‌ব না। সে যে এমন সদাশয় আগে জান্‌তেম না। কিন্তু যে সকল বন্দোবস্ত ক'র্‌চে, তাতে সেই রাক্ষসের ভয়ঙ্কর পাপ সকলের উপযুক্ত শাস্তি হবে না। আমার মতে দশ গ্রামের মেয়ে-পুরুষকে একত্র ক'রে, তাদের সম্মুখে দুরাত্মাকে কোন কঠোর দণ্ডাজ্ঞা দিয়ে, তার পাপের প্রতিশোধ দেওয়া হ'ক্। তা তুমি কেন সরকারে আবেদন ক'রে পাপাত্মাকে এই রকম কোন শাস্তি দাও না।"

নীলাম্বর হাসিয়া বলিলেন, "আমার মতে, তোমার এত ক্রোধ, এত প্রতিহিংসা নিতান্ত অনাবশ্যক। গোবর্দ্ধনের

অপরাধ সকল অতীব গুরুতর সন্দেহ নাই। বিধাতার অলঙ্ঘ্য নিয়ম অনুসারে তার পাপের যে উপযুক্ত শাস্তি হবে, সে বিষয়েও কোন নাই। কিন্তু আমাকে এ কথাও অবশ্য স্বীকার ক'র্‌তে হবে যে, সে আমার একটু উপকারও ক'রেছে।"

অনঙ্গমোহিনী ঈষৎ বর্দ্ধিত রোষে, উপহাস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি উপকার? বল না শুনি! শুনে প্রাণটা শীতল হ'ক্‌!"

নীলাম্বর হাসিয়া বলিলেন, "তারই কল্যাণে আমার চার বৎসরের জন্য জনশূন্য অরণ্যে ও পর্ব্বত-কন্দরে নির্ব্বাসন হ'য়েছিল। এই বার বৎসর কাল নির্জ্জনে একাকী পরমেশ্বরের ধ্যানে মনোনিবেশ ক'রে, একটী নূতন শিক্ষা লাভ ক'রেছি।"

"কি নূতন শিক্ষা?"

"এই চার বৎসরে হৃদয়-মধ্যে প্রতীতি জন্মেছে, এ জগতের আর সকলই অসার, কেবল সার পদার্থ—সেই পরম পুরুষ। কেবল তিনিই সত্য ও সনাতন, আর সকলই অসত্য ও কাল্পনিক। তিনি একমাত্র জ্যোতি, আর সকলই তাঁর ছায়া মাত্র।"

অনঙ্গমোহিনী বলিলেন, "তবে অই যে অস্তমিত রবির উজ্জ্বল আলোকে পশ্চিম আকাশ স্বর্গীয় পবিত্র সৌন্দর্য্যে বিভাসিত হ'য়েছে—উহা কি আলোক নহে? অই যে শশধর সহাস্য-মুখে জগতে সুধাবর্ষণ কর্‌বার জন্য আকাশ-প্রান্তে উদয় হ'য়েছে—উহাও কি আলোক নহে?"

"ছায়া মাত্র।"

"আর এই যে"—অনঙ্গমোহিনী বাহুদ্বয়ে নীলাম্বরের কণ্ঠ ধারণ করিয়া, তাঁহার মুখমণ্ডল নিজের মুখের নিকটে লইয়া, বারংবার তাঁহার ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন,—"এই যে আমার হৃদয়াকাশের পূর্ণশশী দিন-রাত, শয়নে স্বপনে, আমার প্রাণমধ্যে সুধাধারা বর্ষণ ক'র্‌চে, ইহাও কি নির্ম্মল আলোক নহে, পবিত্র জ্যোতি নহে?"

নীলাম্বর বলিলেন, "ছায়া—ছায়া মাত্র।"

অনঙ্গমোহিনী নীলাম্বরের বক্ষে মুখ রাখিয়া, তাঁহার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "তবে আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই প্রাণভরা ছায়ার আলোক, আজিকার মত চিরদিন এ প্রাণ-মধ্যে বিরাজ করে। আর সেই শেষ দিনে, যখন ইহজীবনের অবসান হবে সেই সময়ে, এই অমৃতময়, আলোকময় ছায়া এমনি ক'রে দেখ্‌তে দেখ্‌তে, আজিকার মত এমনি প্রাণের পুলকে সেই আলোকাধামে যেতে পারি!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সূর্য্য অস্তমিতপ্রায়। অশোকপুরে চারিদিকে আনন্দ-কোলাহল। সেই বহুদূরবিস্তৃত, বহুলোকসমাকীর্ণ গ্রাম-মধ্যে আবালবৃদ্ধ সকলে আনন্দে নিমগ্ন। প্রতি গৃহস্থের দ্বারদেশ পুষ্পহারে শোভিত। ঘনশ্যাম বসুর বিপুল প্রাসাদের ছাদের চারিপার্শ্বে নানাবর্ণের কুসুম-মালা বিলম্বিত। সেই ছাদের এক পার্শ্বে, অন্তঃপুরাভিমুখে, একটী বৃক্ষপল্লবে নির্ম্মিত, বিবিধ-কারুকার্য্যে খচিত, সবুজবর্ণের বসনে আবৃত, অনতিক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ নির্ম্মিত হইয়াছে। সূর্য্য অস্ত গেল। গ্রামবাসিগণের গৃহদ্বারে ও ছাদের উপরে আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিল। ঘনশ্যাম বসুর দীপালোকে ভূষিত প্রাসাদতলে, উচ্চ নিনাদে নহবত বাজিয়া উঠিল। অগণ্য লোক সিংহদ্বারে সমবেত হইল। সেই আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে, পুরাতন দেওয়ান সনাতন ঘোষ, গোবর্দ্ধনের সঙ্গে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের পশ্চাতে লাল-পাগড়ি-বাঁধা একদল পুলিস্-কর্ম্মচারী দেখা দিল। গোবর্দ্ধন জিজ্ঞাসা করিল, "আজ আমার গ্রাম-মধ্যে হঠাৎ এ আনন্দ-ধ্বনি কেন? আজ এখানে কিসের উৎসব?"

সনাতন বলিল, "বোধ হয় অনেক দিন পরে গ্রাম-মধ্যে আপনার আজ শুভাগমন হ'য়েছে, তাই আপনাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য আর আপনার সেই "কৈলাস-ভবনের" ফৌজদারী

মকদ্দমা আজ নিষ্পত্তি হবে, সেই জন্য এই আনন্দ-উৎসব! তা ছাড়া আজিকার এ আনন্দ-উৎসবের তো কোন কারণ দেখ্‌তে পাই না।"

গোবর্দ্ধন সনাতনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ ক'র্‌চ কি না, ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌চি না। আমি এতদিন পরে ফিরে এলেম; তা কই, কেহই তো আমাকে অভ্যর্থনা ক'র্‌তে এল না? আমার কর্ম্মচারিগণ, দরোয়ানগণ, আমার ভক্ত শিষ্যগণ, সকলে কোথায়? আর অই পুলিসের লোকগুলো এখনও পিছে পিছে কেন আস্‌চে? আমার মতে উহাদিগকে তাড়িয়ে দেওয়াই কর্ত্তব্য।—কৃষ্ণহে! তোমারি ইচ্ছা!"

সনাতন বলিল "যদি "কৈলাস-ভবনের" মামলার নিষ্পত্তি না হয়, তা হ'লে তো আবার আপনাকে রঙ্গপুরে গিয়ে মকদ্দমার জবাবদিহি ক'র্‌তে হবে। সেই জন্য পুলিসের লোক এখনও আপনার সঙ্গে র'য়েছে।"

গোবর্দ্ধন বলিল, "তবে চল, আমার "বিষ্ণু-মন্দিরে" গিয়ে মামলা নিষ্পত্তি করা যাক্। সে নেড়েটা কোথায়? তাকে সেই খানে ডেকে নিয়ে এস।"

সনাতন বলিল, "আপনি এখানেই অপেক্ষা করুন।—অই যে! সেই নেড়েটা এই দিকেই আস্‌চে। আপনি কি ওকে চিন্‌তে পার্‌চেন না?—সেলাম নবাব সাহেব!"

"স্যালাম!"

গোবর্দ্ধনের মুখ হঠাৎ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল!—একি! যাহার সঙ্গে অশোকপুরের মামলার নিষ্পত্তি হইবে, সনাতন যাহাকে "নবাব-সাহেব" বলিয়া সম্বোধন করিয়া সসম্ভ্রমে সেলাম করিল, সে তো অন্য কেহ নহে—করিম-উল্লা! সেই করিম-উল্লা, যাহাকে গোবর্দ্ধন নীলাম্বর বাবুর প্রাণসংহার করিবার জন্য বিন্ধ্যাচলে পাঠাইয়াছিল! গোবর্দ্ধন কাঁপিতে কাঁপিতে মাটীতে বসিয়া পড়িল।

করিম-উল্লা গোবর্দ্ধনকে বলিল, "শ্যালাম, সুমুন্দি! মোরে কি চিন্‌তে পারুচ না? মোর সঙ্গে মকদ্দমার নিষ্পত্তি ক'র্‌তে এসেছিলে না? তা কথা কইছ না কেন? একবার দেঁড়িয়ে উঠে মোর সঙ্গে কোলাকুলি কর না। বলি, ও সুমুন্দি! মুই ঝে সেই করিম-উল্লা! মোরে নীলাম্বর বাবুকে কোতল কর্‌বার জন্য পাঠিয়েছিলে!"

গোবর্দ্ধন একবার ভূতলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দুই হাতে চক্ষু আবৃত করিল। আবার অকস্মাৎ প্রাসাদ-পার্শ্বে উচ্চ নিনাদে নহবত বাজিয়া উঠিল, আবার চারিদিকে আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইল। কে গোবর্দ্ধনের মস্তক স্পর্শ করিয়া, তাহার টিকি ধরিয়া টানিয়া বলিল, "নায়েব মহাশয়! আমার দিকে একবার চেয়ে দেখুন; অমন ক'রে চোখ্ বুজিয়ে ব'সে রইলেন কেন?"

গোবর্দ্ধন চাহিয়া দেখিল—দুর্লভ রায়! দুর্লভ রায়ের গোঁফ নাকের নীচে ও নাক গোঁফের উপর আসিল।

গোবর্দ্ধন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "দুর্লভ ভায়া! তুমি কবে ফিরে এলে? আমার সঙ্গে এতদিন সাক্ষাৎ কর নাই কেন? তুমি বই এ বিপদের সময় আর আমার কেহ নাই! এখন আমাকে পরামর্শ দাও। চল, "বিষ্ণু-মন্দিরে" যাই। আমি আজিকার ব্যাপার কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি না।"

দুর্লভ রায় বলিলেন, "এখনি সব বুঝ্‌তে পার্‌বেন, আমার সঙ্গে আসুন।"

দুর্লভ রায় গোবর্দ্ধনের হাত ধরিয়া অন্তঃপুরের ছাদের নীচে লইয়া গিয়া বলিলেন, "ওরে পাষণ্ড নরপ্রেত গোবর্দ্ধন! তুই না আমাকে ব'ল্‌তিস্‌, পরমেশ্বর নাই, পরলোক নাই, ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার নাই? একবার অই উর্দ্ধদেশে, ছাদের উপর চেয়ে দেখ! চেয়ে দেখ্‌—কি সুরলোকশোভী পবিত্র যুগল-মূর্ত্তি!"

গোবর্দ্ধন উপরে ছাদের দিকে চাহিয়া দেখিল; দেখিল, তরুপল্লবনির্ম্মিত, কুসুমমালাসুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ-মধ্যে, দিঙ্মণ্ডল বিভাসিত করিয়া, জ্যোতির্ম্ময়ী যুগল-মূর্ত্তি! প্রশান্তলোচন, সস্মিতবদন, অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী-মূর্ত্তির সমীপে, রত্নালঙ্কারভূষিতা, কনকমুকুটশোভিতা, আনন্দময়ী ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি! কৈলাস-পতির পার্শ্বে অন্নপূর্ণার ন্যায়, নীলাম্বরের পার্শ্বে অনঙ্গমোহিনী!

আবার চারিদিকে আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইল। গোবর্দ্ধন আবার দুই হাতে চক্ষু আবৃত করিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতলে বসিয়া পড়িল। সেই ছাদের সম্মুখদেশে বামা চাকরাণী দাঁড়াইয়াছিল। দুর্ল্লভ রায় বামাকে সম্বোধন করিয়া,

বলিলেন, "বামা! এখন আমাদের অশোকপুরের রাজরাজেশ্বরী, এই নরপিশাচ গোবর্দ্ধনের প্রতি কি আদেশ দিচ্চেন, সকলকে ব'লে দাও।"

বামা প্রকোষ্ঠ-মধ্যে অনঙ্গমোহিনীর নিকটে গেল। অনঙ্গ-মোহিনী মৃদু স্বরে তাহাকে কি বলিয়া দিলেন। বামা আবার ছাদের সম্মুখদেশে আসিয়া বলিল, "আমাদের রাজরাজেশ্বরীর আদেশ, আজ গোবর্দ্ধনকে শৃঙ্খলবদ্ধ ক'রে কাছারি-বাড়িতে ল'য়ে যাও। কাল সেখানে, সকল লোকের সম্মুখে, সে যে কি ভয়ঙ্কর পিশাচ, তার প্রমাণ দেখান হবে। তারপর রাজদ্বারে বিচার হবে।"

দুর্লভ রায় পশ্চাদ্বর্ত্তী পুলিস-কর্ম্মচারিগণকে ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা অগ্রসর হইয়া, গোবর্দ্ধনের দুই হাত টানিয়া লইয়া, তাহাকে হাতকড়ি পরাইল। পায়ে বেড়ি দিবার জন্য তাহারা গোবর্দ্ধনকে দাঁড়াইতে বলিল।

গোবর্দ্ধন সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "একি? তোরা কি সকলে পাগল হ'য়েছিস্ নাকি? আমি কে, তাকি তোরা জানিস্ না? আমি ঘনশ্যাম বস্তুর নিজের উইল অনুসারে, তাঁর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা। আমার আবার কিসের বিচার? আমি থাক্‌তে নীলাম্বর আবার কে? তার স্ত্রীর কি ক্ষমতা, আমার উপর হুকুমজারি করে? তোরা কোন্ সাহসে আমাকে গ্রেপ্তার ক'র্‌তে এসেছিস্!—কোই হায়রে!"

দর্শকগণ অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল। সহসা

বাত্যাসংক্ষুব্ধ সাগর-গর্জ্জনের ন্যায় চারিদিকে ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল, "মার্! মার্!—রাক্ষস! রাক্ষস!—এখনি ওর প্রাণসংহার কর্!—আমাদেরই হাতে এখনি ওর বিচার হ'ক্,—মার্ মার্!"

গোবর্দ্ধনকে মারিবার জন্য অসংখ্য লোক ছুটিল। পুলিস-কর্ম্মচারিগণ, দুর্ল্লভ রায় ও সনাতন দেওয়ান তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার জন্য ছুটিলেন। কিন্তু কে কাহার কথা শুনে? দুর্ল্লভ রায় তারস্বরে বলিলেন, "অই শুন তোমরা, নীলাম্বর বাবু স্বয়ং কি আদেশ দিচ্চেন!"

নীলাম্বর পল্লবনির্ম্মিত প্রকোষ্ঠের বাহিরে আসিয়া, ছাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আমার কথা শুন! তোমরা নিরস্ত হও। সাবধান! কেহ গোবর্দ্ধনের অঙ্গস্পর্শ করিও না। আগামী কল্য পুলিসের অনুসন্ধানে উহার অপরাধ সপ্রমাণ হ'লে, রাজদ্বারে বিচারের জন্য উহাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সেখানে উহার উপযুক্ত দণ্ডাজ্ঞা হবে, আর পরলোকে পরমেশ্বরের নিকট উহার বিচার হবে।"

সেই দৈববাণীর ন্যায় মধুর-গম্ভীর স্বরে সেই জনসমুদ্র-গর্জ্জন সহসা নীরব হইল। সকলে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। একজন বলিল, "আচ্ছা, তাই হবে। আপনার আদেশ আমরা লঙ্ঘন ক'র্ব না।"

পুলিস-কর্ম্মচারিগণ শৃঙ্খলবদ্ধ গোবর্দ্ধনকে টানিয়া লইয়া চলিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
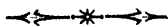
বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। অশোকপুরে নীলাম্বর বাবুর বাটীর সম্মুখবর্ত্তী প্রান্তরে আজ অগণ্য লোকের সমাগম। সেই প্রান্তরের এক পার্শ্বে একটী উচ্চ বেদি নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার উপর ইংরাজী আদালতের অনুকরণে বিচারাসন সজ্জিত রহিয়াছে। কয়েকখানি মখমলমণ্ডিত চেয়ারের সম্মুখে, একটী টেবিল ও তাহার উপর কাগজ, কলম ও দোয়াত প্রভৃতি প্রস্তুত রহিয়াছে। সহসা দর্শকগণ উঠিয়া দাঁড়াইল। রঙ্গপুরের পুলিসের বড় সাহেব মিঃ ল্যাম্বার্ট্, সন্ন্যাসীবেশী নীলাম্বর বাবুর হাত ধরিয়া ও বিনয়কৃষ্ণ বাবুকে সঙ্গে লইয়া, সেই বেদির উপর দাঁড়াইলেন। দুর্লভ রায় তাহাদের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পুলিস সাহেব আসামীকে লইয়া আসিতে হুকুম দিলেন ও বিনয়কৃষ্ণ বাবুকে বিচারাসনে বসিতে বলিলেন। প্রহরিগণ শৃঙ্খলবদ্ধ গোবর্দ্ধনকে লইয়া আসিল।

ল্যাম্বার্ট্ সাহেব বহুকাল পরে সম্প্রতি পশ্চিম অঞ্চল হইতে বদ্‌লি হইয়া রঙ্গপুরেআসিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালা ভাষা ভালরূপ জানিতেন না। তিনি দর্শকগণকে অর্দ্ধেক হিন্দি ও অর্দ্ধেক ইংরাজী-মিশ্রিত বাঙ্গালা ভাষায় সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হামি গবর্ণমেণ্টের হুকুম মাফিক্ এই গোবর্দ্ধন ঘোষালের তকিকাৎ কর্‌ণে আয়া। আগর্ জুরম্ প্রমাণ হোয়, তবে ওকে ওয়াস্তে বিচার্‌কে আদালতে ভেজেগা।"

গোবর্দ্ধন বলিল, "আপনি তদন্ত ক'র্‌চেন, তবে বিনয়কৃষ্ণকে কেন বিচারাসনে ব'স্‌তে দিয়েছেন?"

সাহেব বলিলেন, "Hold your tongue, you brute! হামি বাঙ্গালা ভাষা ভাল জানে না, তাই এহি বিনোয় ক্রষ্‌ণা সব প্রমাণ ও এজাহার বাঙ্গালা ভাষায় লিখেগা।—Go on, Binoy Krishna Babu!"

সাহেব কাগজ দেখিয়া বলিলেন, "The first witness is this old chap—ডুর্লভ চন্‌ডর্‌ রায়।"

গোবর্দ্ধন দুর্লভ রায়কে ইঙ্গিত করিয়া, তাহার হাতকড়ি আর পায়ের বেড়ি খুলাইয়া দিতে বলিল।

দুর্লভ বলিলেন, "বেশ কথা! তোমার হাতকড়ি আর পায়ের বেড়ি খুলে দিলে, যদি দৌড়ে এসে বিনয়কৃষ্ণ বাবুকে আঁচড়ে কামড়ে চম্পট দাও, তখন কি হবে? আমি খুব জানি, তুমি এই বুড়ো বয়সে হরিণের মত দৌড়িতে পার। আর আঁচড়-কামড়েও তুমি ঠিক্‌ বানরের মত সিদ্ধহস্ত!"

সাহেব বলিলেন, "Now come on!"

দুর্লভ রায় বিনয়কৃষ্ণের সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

বিনয়কৃষ্ণ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বর্গীয় ঘনশ্যাম বসু মৃত্যুর পূর্ব্বে যে উইল ক'রে গিয়েছিলেন, সে উইল কোথায়?"

দুর্লভ রায় একখানা উইল বিনয়কৃষ্ণের হাতে দিয়া বলিলেন, "এই দেখুন, এই সেই উইল।"

বিন। এই উইল আপনার কাছে কি প্রকারে এল?

দুল। গোবর্দ্ধন এই উইল চুরি করেছিল। তারপর আমি তার নিকট হতে পেয়েছিলেম।

বিন। গোবর্দ্ধন কি প্রকারে চুরি ক'রেছিল, আর কি প্রকারে উইল আপনার হস্তগত হ'ল, বলুন।

দুল। শুনুন বলি। ঘনশ্যাম বসু, মৃত্যুর পূর্ব্বে কলিকাতায় তাঁর এটর্ণি খ্যাতনামা হ্যারিসন সাহেবকে ডাকিয়ে, তাঁর পরামর্শে উইল প্রস্তুত করিয়েছিলেন। এই উইলে গোবর্দ্ধন একজন সাক্ষী ছিল। এই দেখুন, উইলে গোবর্দ্ধনের স্বাক্ষর র'য়েছে। যদি এ স্বাক্ষর গোবর্দ্ধন অস্বীকার করে, তার আরও শত শত স্বাক্ষরিত কাগজ-পত্র আছে, সে সকলের সঙ্গে মোকাবিলা ক'রে দেখ্‌লেই, বুঝ্‌তে পারবেন, এতে কোন সন্দেহ নাই। তারপর উইল লেখা শেষ হ'লে, ঘনশ্যাম বাবু তাঁর এটর্ণি হ্যারিসন সাহেবের নিকট সেই উইলখানা রেখে দিলেন। তিন দিন পরে কলিকাতায় ঘনশ্যাম বসুর মৃত্যু হ'ল। তখন গোবর্দ্ধন তাঁর নিকটে ছিল। আমি তখন রঙ্গপুরে মোক্তারি ক'রতেম। গোবর্দ্ধন জানত, আমি নানা রকমের হস্তাক্ষর লিখ্‌তে পারতেম্। সে আমার নিকটে গিয়ে আমাকে ব'ল্লে, কোন উপায়ে ঘনশ্যাম বসুর আসল উইলখানা হস্তগত ক'রে, তার পরিবর্ত্তে হ্যারিসন সাহেবের লোহার সিন্দুকে একখানা জাল উইল রেখে দিতে হবে! আমি প্রথমে অস্বীকৃত হ'লেম। কিন্তু দুরাত্মা আমাকে অনেক প্রলোভন প্রদর্শন ক'রে অবশেষে সম্মত ক'র্লে। আমাকে অনেক

নগদ টাকা দিবে ও বৎসরে পাঁচ হাজার টাকা দিবে অঙ্গীকার ক'র্‌লে। আমি টাকার লোভে স্বীকৃত হ'লেম, কিন্তু ব'ল্‌লেম যে, জামিনস্বরূপ আমার নিকট উইল দু'খানা থাক্‌বে। তারপর আমরা দু'জনে হ্যারিসন সাহেবের মুহুরি উদ্ধব বাবুর নিকট গেলেম। সেও আমার মত টাকার লোভে প'ড়্‌ল। তার সঙ্গে পাঁচ হাজার টাকার চুক্তি হ'ল। সে সাহেবের সিন্দুক থেকে ঘনশ্যাম বসুর উইলখানা চুরি ক'রে আমাকে দিলে! আমি উইলখানা হাতে পেয়ে, ঠিক্ সেইরূপ হস্তাক্ষরের একখানা জাল উইল প্রস্তুত ক'র্‌লেম। তার একখানা নকল নিজের কাছে রেখে, আসল উইলের স্থানে সেই জাল উইলখানা রাখ্‌বার জন্য উদ্ধব বাবুকে দিলেম। উদ্ধব বাবু আবার সাহেবের চাবি চুরি ক'রে, সিন্দুক খুলে সেই জাল উইল তার মধ্যে রেখে দিলেন।

বিন। কিন্তু এত কাণ্ড করে, আসল উইলের পরিবর্ত্তে একখানা জাল উইল হ্যারিসন সাহেবের নিকট রেখে, গোবর্দ্ধন কি স্বার্থ লাভ ক'র্‌লে? জাল উইলখানা তো আসল উইলের নকল মাত্র।

দুর্গ। না। আসল উইলে আর নকল উইলে সম্পূর্ণ প্রভেদ। এই দেখুন, এই জাল উইলের নকল। দুখানা উইল প'ড়ে দেখুন, অনেক প্রভেদ।

বিন। কোথায় কি প্রভেদ আছে, আপনি কেবল সেই টুকু দেখিয়ে দিন।

দুর্গ। এই দেখুন, আসল উইলে লেখা আছে, "আমার

মৃত্যুর পরে আমার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী বিনয়কৃষ্ণ দত্ত, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র নীলাম্বর বসুর একুশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্তি অবধি, আমার যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তির অভিভাবক থাকিবেন।"— ইত্যাদি। জাল উইলে এই সকল কথাই আছে, কেবল একটীমাত্র নামের পরিবর্ত্তন করা হ'য়েছে। "বিনয়কৃষ্ণ দত্তের" পরিবর্ত্তে "গোবর্দ্ধন ঘোষাল" লেখা র'য়েছে। আর ইহার নীচে দেখুন, যে সকল স্থানে "উক্ত বিনয় কৃষ্ণ দত্ত" লেখা আছে। সেখানেও "উক্ত গোবর্দ্ধন ঘোষাল" লেখা আছে।

বিন। তা দুইটী উইলের মধ্যে কোন্‌টী আসল কোন্‌টী জাল, তা কি প্রকারে জানা যাবে?

দুর্ল। হ্যারিসন সাহেব, ঘনশ্যাম বসুর মৃত্যুর পরদিবস (এই সকল কাগজ দেখুন, ১২৭১ সালের ৮ই মাঘ তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়), কলিকাতার সব্‌রেজিষ্ট্রারের নিকট একটী দরখাস্ত দিয়ে, অই আসল উইলের একটী অবিকল নকল ও তাহার ইংরাজী অনুবাদ দাখিল ক'রে, রেজিষ্টারি করিয়ে, রেজিষ্ট্রারের আফিসে রেখে দিয়েছিলেন। গোবর্দ্ধন ও আমি পূর্ব্বে তা জান্‌তেম না। সম্প্রতি উদ্ধব বাবু যখন সাহেবের নিকট তার সমস্ত অপরাধ স্বীকার করে, তখন সে নিজেই আমাদিগকে একথা ব'লে দিয়েছিল। আমি রেজিষ্ট্রারের আফিস থেকে হ্যারিসন সাহেবের দরখাস্তের নকল ও রেজিষ্টারি উইলের নকল সংগ্রহ ক'রেছি। এই সেই সকল।

বিন। উদ্ধব বাবু এখন কোথায়?

দুর্গ। সে এখন জেলে। অই হাতে পায়ে গয়নাপরা ঘোষাল মহাশয়ের সঙ্গে তারও বিচার হবে।

দুর্ল্লভ রায় গোবর্দ্ধনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আর এর সেই ইষ্টগুরু প্রেতোদ্ধার পরমহংসের নামেও ওয়ারেণ্ট জারি হ'য়েছে। গুরুশিষ্য দুজনে, এক সঙ্গে, জোড়া বলদের মত ঘানি টান্‌বে!"

গোবর্দ্ধন এতক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল, "আর তোমার বিচার হবে না? আসল জালিয়াত তো তুমি! তুমি নিজের হাতে জাল ক'রেছ!"

দুর্ল্লভ রায় হাসিয়া বলিলেন, "সে বিষয়ের জন্য তোমাকে চিন্তিত হ'তে হবে না। পূর্ব্ব হ'তেই লাট সাহেব আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে, আমাকে প্রধান সাক্ষী ক'রে, আমার এজাহার ল'তে আদেশ ক'রেচেন।"

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "Tendered pardon already—বেকসুর করার্ দিয়া গেয়া—now go on."

বিনয়কৃষ্ণ বলিলেন, "অনেক দিন হ'ল, এটর্ণি হ্যারিসন সাহেবের মৃত্যু হ'য়েছে। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে বিনয়কৃষ্ণের সেই উইলখানা দেন নাই কেন?"

দুর্ল্লভ। তিনি জান্‌তেন, বিনয়কৃষ্ণ বাবু এই উইলের বিষয় অবগত ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি মনে ক'রেছিলেন, উইলের একখানা নকল বিনয়কৃষ্ণের নিকটে ছিল। তিনি মৃতুর পূর্ব্বে তাঁকে এই মর্ম্মে একখানা টেলিগ্রাফ পাঠিয়েছিলেন, "উইল

চুরি গিয়াছে, আপনি শীঘ্র আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন।" এই দেখুন, এই সেই টেলিগ্রাম। গোবর্দ্ধন বিনয়কৃষ্ণকে প্রবঞ্চনা ক'রে, এই টেলিগ্রাম হস্তগত ক'রেছিল। সে বিনয়কৃষ্ণকে হ্যারিসন সাহেবের মৃত্যুর পর কলিকাতায় ল'য়ে গিয়ে, আবার সেই উদ্ধব বাবুর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, সেই আসল উইলখানা তাঁর হাতে দিয়ে, জাল উইলখানাকে আসল ব'লে প্রমাণ ক'রে, পুলিশের সাহায্যে বিস্তর মিথ্যা সাক্ষ্য সংগ্রহ ক'রে, আদালত হ'তে তাঁর সাত বৎসরের দ্বীপান্তরের হুকুম করিয়ে দিয়েছিল। সেই শোকে বিনয়কৃষ্ণ বাবুর সাধ্বী ভার্য্যার অপঘাত মৃত্যু হ'ল, তা গ্রামের সকলেই অবগত আছেন। ইহার পূর্ব্বে বিনয়কৃষ্ণের কন্যার সঙ্গে বিনোদ বাবুর বিবাহ দিবে, এই ছলনা ক'রে, তাঁকে রঙ্গপুরে ল'য়ে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে অশোকপুরে ফিরে এসে, বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য আট হাজার টাকা দিবে প্রতিশ্রুত হ'য়ে,তাঁর বাটি ও গ্রাম বন্ধক রেখে, চারি বৎসর পূর্ব্বের তারিখ দিয়ে, একখানা জাল রেহেননামা রেজিষ্টারি করিয়ে নিয়েছিল। বিনয়কৃষ্ণ বাবুর দ্বীপান্তর ও তাঁহার ভার্য্যার মৃত্যুর পর মিথ্যা নালিশ ক'রে, ডিক্রী জারি করিয়ে, তাঁর বীণাপাণীর ন্যায় বালিকা কন্যাকে পথের ভিখারিণী ক'রে দিবে মনস্থ করেছিল। সে কথা গ্রামের সকল লোকেই জানেন।

বিন। নীলাম্বর বাবুকে কি জন্য আর কি প্রকারে গোবর্দ্ধন দেশান্তরে পাঠিয়েছিল, তা সংক্ষেপে বলুন।

দুর্লভ। তাঁর প্রাণসংহার করবার জন্য। পাছে কলিকাতায়

তাঁকে হত্যা ক'র্‌লে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশিত হয়ে পড়ে, সেই জন্য তার গুরু প্রেতোদ্ধারের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, বামনদাসের হাতে নীলাম্বর বাবুর স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদের পত্র পাঠিয়ে দিয়ে, তাঁকে জনশূন্য পাহাড়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল। এই দেখুন, গোবর্দ্ধনের হাতের লেখা, সেই পত্রের পাণ্ডুলিপি, আমি নিজের নিকটে রেখে দিয়েছিলেম। তার পর সে কয়েক বৎসর পরে, তিন জন লোককে নীলাম্বর বাবুকে হত্যা কর্‌বার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিল। তাহারা সকলেই এখানে উপস্থিত আছে। এখন তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হ'ক্‌।

ক্রমে গোবর্দ্ধনের মুখে ঘোর হইতে ঘোরতর কালিমা পড়িতে লাগিল। যেমন সমুদ্র-তরঙ্গে নিমগ্ন ব্যক্তি জীবন লাভের আশায় তৃণখণ্ড ধারণ করে, সেইরূপ গোবর্দ্ধন জোড়হাত করিয়া, শুষ্ককণ্ঠে কাঁপিতে কাঁপিতে নীলাম্বরের দিকে চাহিয়া বলিল, "নীলাম্বর বাবু! আপনি তো জানেন, আমি চিরকাল যোগাভ্যাস বই আর কিছুই শিক্ষা করি নাই। সংসারের জটিলতা কিছুই আমি বুঝ্‌তে পারি না। যে সকল অবৈধ কাজ ক'রেছি, সে কেবল যোগের নেশায়! এখন দয়া ক'রে আমাকে নিষ্কৃতি দান করুন। আমি লোকালয় পরিত্যাগ ক'রে, নির্জ্জন বনে গিয়ে যোগ-সাধনা ক'র্‌ব।"

নীলাম্বরের মুখে একটু মৃদুহাস্য-রেখা দেখা দিল। তিনি কোন উত্তর করিলেন না।

দুর্লভ রায় হাসিয়া বলিলেন, "ওহে যোগিবর গোবর্দ্ধন!

এখনও কি তোমার যোগের নেশা ভঙ্গ হয় নাই? তোমার মত যোগীর জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অতি উত্তম, অতি নির্জ্জন যোগাভ্যাসের গৃহ নির্ম্মাণ ক'রে রেখেছেন। তাকে "Solitary cell" বলে। সেই অতি নির্জ্জন ঘরে, দিন রাত এমনি ক'রে—এই দেখ, এমনি করে," দুর্ল্লভ হাত ঘুরাইয়া অনবরত পাথর ভাঙ্গিবার উপায় দেখাইয়া বলিলেন, "এমনি ক'রে ক্রমাগত যোগাভ্যাস ক'র্‌বে। একটু যোগাভ্যাসের বিলম্ব হ'লে, লাল-পাগড়িওয়ালারা এমনি ক'রে বেত্রাঘাত ক'রে, আবার তোমাকে যোগ-সাধনায় প্রবৃত্ত করাবে।"

তার পর বামনদাস, বলাই চাটুয্যে, গণেশ গোয়ালা ও করিম-উল্লার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল।

দর্শকগণ এতক্ষণ নীরব ও নিস্পন্দ থাকিয়া সেই ভয়ঙ্কর কাহিনী শুনিতেছিল। একজন সম্ভ্রান্ত গ্রামবাসী উঠিয়া দাঁড়াইয়া সাহেবকে বলিলেন, "আমাদের সকলের একটী মাত্র অনুরোধ, এই নর-রাক্ষসকে এই গ্রামের মধ্যে সর্ব্বজন-সমক্ষে শূলে চড়িয়ে দেওয়া হ'ক্।"

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "Oh, I see! I wish I had the power to do it!"

সেই দিনের মত যোগিরাজ গোবর্দ্ধন ঘোষালের মহাযোগ সম্বন্ধে পুলিসের তদন্ত শেষ হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

——:*:——

"বলি কি গো, কাকী মা? আজ যে তোমার মুখে হাসি ধরে না! কেন অত হাস্‌চ? কি হ'য়েচে গা?"

ক্ষেমী বলিল, "কে গা? বামা নাকি? তুই এসেচিস্? বাঁচ্‌লুম! একলা আর কত হাস্‌ব! হাস্‌তে হাস্‌তে পেট ফুলে উঠ্‌ল!"

বামা। কিসের অত হাসি গা, কাকী মা?

ক্ষেমী। তবে শোন্ বলি, আমার নিস্মালির এই ফাল্গুন মাসের ত্রয়োদশীর দিন বিয়ে হবে কি না।

বামা। সত্যি নাকি গো? তোমার নিস্মালির বিয়ে হবে? কার সঙ্গে হবে? কই, আমরা তো কিছুই শুনিনি!

ক্ষেমী। যাঃ! আমার সঙ্গে আবার ঠাট্টা।

বামা। তা হাসির কথাটা কি, তা শুনি।

ক্ষেমী। এই আস্‌চে ত্রয়োদশীর দিন নিস্মালির বিয়ে হবে কি না, তাই আমি অনঙ্গ বউকে ব'ল্‌লেম, 'আমাকে এই বিয়ের জন্য কি কি কাজ আর কিসের উজ্জুগ্ ক'র্‌তে হবে বলে দাও।' অনঙ্গ বউ হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ল্‌লেন, 'ক্ষেমী মাশি! এখন থেকে তোমাকে একটা ভারি দরকারি কাজের উজ্জুগ্ ক'র্‌তে হবে।'

আমি ব'লুলেম, 'কি দরকারি কাজ বল।' অনঙ্গ বউ ব'ললেন, ফুল-শয্যার দিন আমি তোমার নিস্মালিকে ফুলের গহনা দিব ব'লে, কল্‌কাতা থেকে দু'জন মালী আর তিনজন মালিনীকে আনতে পাঠিয়েছি। অনেক ফুল চাই। তুমি আজ থেকে ফুলের সন্ধান কর। কোথায় কোথায়, কোন্ কোন্ গাঁয়ে কত রকমের ফুল পাওয়া যায়, তার খবর নাও।' আমি ব'লুলেম, 'সে কি গো? এখনও পনর দিন দেরি আছে। ফুলের জন্য এখন থেকে অত ভাবনা কেন? এখন কোথায় হীরে-মুক্তোর জোগাড় ক'র্‌বে, না ফুলের জন্য ভাবনা হ'ল? অনঙ্গ ব'লুলেন, 'আমি সন্ন্যাসীর স্ত্রী, আমি হীরে-মুক্তোর কি ধার ধারি, বাছা?' তা এ কথায় কার না হাসি পায়? অনঙ্গ বউয়ের সে ব্যামোটা কি এখনও ভাল রকম আরাম হয়নি?

বামা। সে তো যে দিন বড় বাবু ফিরে এলেন, সেই দিনই ভাল হ'য়ে গিয়েছে। তিনি বউ ঠাকুরুণের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে, কি একটা মন্‌তোর প'ড়ে দিলেন, তখনি সব অসুখ আরাম হ'য়ে গেল!

ক্ষেমী। তবে তিনি এমন কথা আমাকে কেন ব'লুলেন, বল্ দিকি? আর সব উজ্জুগ্ চুলোয় গেল, তাঁর ফুলের ভাবনা, প'ড়্‌ল কেন?

বামা। তুমি তো এতদিন এখানে ছিলে না, আজই "কৈলাস-ভবন" থেকে ফিরে এসেছ। কি উজ্জুগ্ হ'চ্চে, তুমি আর কি জানবে?

ক্ষেমী। আমি এতদিন নিৰ্ম্মালিকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে "কৈলাস-ভবনে" আমার বিনয়ের সেবা-শুশ্রূষা ক'র্‌ছিলেম। ফাল্গুন মাসে বিয়ে হবে, এই জানি। কি কি উজ্জুগ্ করা হ'চ্চে, দেখ্‌বার জন্য এলেম। তাই অনঙ্গ বউকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম, আমাকে কি কি কাজ ক'র্‌তে হবে। তাঁর মুখে ফুলের কথা শুনে অবাক্ হ'লেম! তা তুই তো সব জানিস্, বাছা, আমাকে বল্ না,—কি কি উজ্জুগ্ করা হ'চ্চে?

বামা। সে কি আর একটা কথা, যে ব'ল্‌ব? কত রকমের উজ্জুগ্ হ'চ্চে! রাজার ছেলের বিয়ে বুঝ্‌তেই তো পার! দেওয়ান নিজে চুন্নিলাল জহুরির কাছে গিয়েছে। তোমার নিৰ্ম্মালির জন্য কত রকম হীরে-মুক্তোর গহনা গড়াতে দেওয়া হ'য়েছে। তা ছাড়া—

ক্ষেমী। সত্যি নাকি?—হে মা দুর্‌গা! আমার নিৰ্ম্মালিকে সুখী কর, মা! বাছা আমার অনেক কষ্ট পেয়েছে!—আহা আজ যদি আমার সুমতি বেঁচে থাক্‌ত! তার যে বড় সাধ ছিল, বিনোদের সঙ্গে নিৰ্ম্মালির বিয়ে হবে!

বামা। শুভ কৰ্ম্মের সময় চোখের জল ফেল্‌তে নেই, বাছা! আর যে সব উজ্জুগ্ হ'য়েছে, শোন বলি।

ক্ষেমী। বল শুনি।

বামা। বরের সঙ্গে যাবার জন্য, কত রকম জিনিস তৈয়ার ক'র্‌তে দেওয়া হ'য়েছে। কত রকম পুতুল, কাগজের হাতি-ঘোড়া, পাহাড়-পৰ্ব্বত তৈয়ারী হ'চ্চে। আর বাইওয়ালী, যাত্রা,

পাঁচালি, হাফ্-আকড়াই ফরমাস দেওয়া' হ'য়েছে। আবার কল্‌কাতায় কি এক রকম নতুন যাত্রার দল হ'য়েছে, তার নামটা কি ভুলে যাচ্চি।—থিরিকিটির্ না কি একটা নাম।

ক্ষেমী। হাঁ আমি শুনেছি। তার নাম—থিয়াটার।

বামা। দুর্ল্ভ রায় পত্র লিখেছেন, সেই থিয়াটারের দল কল্‌কাতা থেকে সঙ্গে নিয়ে আস্‌বেন। তা সে থিয়েটার কি রকম জান কি?

ক্ষেমী। হাঁ। আমাদের পাড়ার গোকুল সাণ্ড্যাল আমাকে একদিন এই থিয়াটারের দলের কথা ব'লেছিল। সে নাকি কল্‌কাতায় গিয়ে, আট আনা পয়সা দিয়ে দেখে এসেছিল।

বামা। সে কি রকম?

ক্ষেমী। তা এ তো আর বেশী দিনের কথা নয়। বিয়ের আগেই তো এরা সব আস্‌বে। তখন দেখ্‌তে পাবে।—তা আর কি উজ্জুগ্ হ'চ্চে?

বামা। এই শুক্রবার গায়ে হলুদ হবে, তা তো জান। শুক্রবার থেকে নবৎওয়ালা, সানাইওয়ালা, গড়ের বাজ্‌না, এই সব আস্‌বে। বিয়ের পর দিন, শুধু কাঙ্গালী-ভোজনের জন্যই নাকি বড় বাবু পাঁচ হাজার টাকা খরচ ক'র্‌বার হুকুম দিয়েছেন। কিন্তু একটা কথা বুঝ্‌তে পার্‌চি না। বিয়ে "কৈলাস-ভবনে" হবে, তা তো তুমি জান। এখান থেকে বরকে নিয়ে বরযাত্রীরা যাবে। কিন্তু বউ ঠাকুরুণ ব'ল্‌লেন, তিনি বরযাত্রীদের যাবার আগের দিন থেকেই "কৈলাস-ভবনে" গিয়ে থাক্‌বেন। তাঁর

সামনে বিয়ে হবে। আর তার পর যা কিছু হবে, সে সবই তাঁর সামনে "কৈলাস-ভবনে" হবে। ফুল-শয্যাও নাকি সেখানে হবে। তা ফুল-শয্যা তো ক'নের বাড়ীতে হয় না, বরের বাড়ীতেই হ'য়ে থাকে, এই তো জানি। তবে আবার বউ ঠাক্‌রুণের এ কি রকম নতুন খেয়াল হ'ল, তাতো বুঝ্‌তে পার্‌চি না।

ক্ষেমী। তাতে ক্ষতি কি? আমার বিনয় তো আর কিছু খরচ-পত্র ক'র্‌বেন না। অনঙ্গ বউয়ের যেমন ইচ্ছে তাই হ'ক্। তাঁর বাড়ি, তাঁর খরচ—তাঁরই সব। এতে আমাদের কথা বল্‌বার কি দরকার?

বামা। তবে চল, আমরা এখন বউ ঠাক্‌রুণের কাছে যাই; দেখি তিনি কি বলেন।

দুই সপ্তাহ পরে ফাল্গুনের শুক্লত্রয়োদশীর জ্যোৎস্না-পুলকিত মুখরিত, শুভ্র মধুযামিনীতে, বহুসমারোহে, বহুলোকের আনন্দ-কোলাহল-মধ্যে দুইটি নির্ম্মল, তরুণ, শুভ্র প্রাণের চির-সম্মিলন পূর্ণ হইল।

বিবাহের পর অনঙ্গমোহিনী, বিনোদ ও নির্ম্মলাকে কোলে লইয়া বলিলেন, "আমার বাপের বাড়ী থেকে আমার মা, আমার ভাইয়ের হাতে, বর-ক'নের জন্য এই যৌতুক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমি সম্প্রদানের সময় দিতে ভুলে গিয়েছিলেম। এস, এখন পরিয়ে দিই।"

অনঙ্গমোহিনী, বিনোদ ও নির্ম্মলার অঙ্গুলিতে দুইটী বহুমূল্য হীরার আংটি পরাইয়া দিলেন।

বিনোদ বলিল, "বউ দিদি, কত লোক আমাকে কত রকম ভাল জিনিস যৌতুক দিলে ; তা কই, তুমি তো আমাকে কিছুই দিলে না ?"

অনঙ্গমোহিনী মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর-পো ! আমার যৌতুক আমি তোমাকে পরশু পূর্ণিমার রাত্রে ফুল-শয্যার সময় দিব।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পূর্ণিমার রাত্রি আসিল। পূর্ণশশী পূর্ণ সুখে হাসিতে হাসিতে, প্রাচীমূলে পূর্ণ গৌরবে আসিয়া দেখা দিল। পূর্ণসুষমাময় "কৈলাস-ভবনে"র চারি পার্শ্বে কুসুমোদ্যানে ফুলদল পূর্ণ সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিল। পূর্ণবিকশিত-প্রসূনমালায় সুশোভিত অশোক-শাখায়, বিহগ-দম্পতি পূর্ণ তানে গীতধ্বনি তুলিল। ধীর সমীর মৃদু দেহ পরিমলে পূর্ণ করিয়া, পূর্ণশশীর সুধাধারায় সিক্ত করিয়া, পূর্ণ সাধে ফুল্লফুলদল চুম্বন করিয়া, পূর্ণ নেশায় বিভোর হইয়া চলিল। চঞ্চলা, প্রেমবিহ্বলা, বসন্ত-মারুত-স্পর্শে অধীরা ত্রিস্রোতা, পূর্ণ সোহাগে পূর্ণশশীকে আলিঙ্গন করিয়া, পূর্ণ আবেগে, তরঙ্গরঙ্গে ছুটিল।

ত্রিস্রোতা নদীর পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে বসিয়া, অনঙ্গমোহিনী ফুলের গহনায় নির্ম্মলাকে সাজাইতে আরম্ভ করিলেন। ফুলের অলঙ্কার নির্ম্মাণের জন্য, তিনি কলিকাতা হইতে মালী ও মালিনীগণকে অশোকপুরে আনাইয়াছিলেন। তাঁহার নিজের সম্মুখে, বহু আয়াসে সংগৃহীত, বহুদূর হইতে সঞ্চিত, বিবিধবর্ণ বিবিধসৌরভ ফুলরাশিতে, বিবিধকারুকার্য্যময় অলঙ্কাররাশি নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই অলঙ্কারসমূহে কোথাও যেন রত্নের উপর রত্নরাজি

চমকিতেছিল, কোথাও যেন হীরকের পার্শ্বে হীরকদাম ঝলকিতেছিল, কোথাও বা যেন তপ্তকাঞ্চন-দীপ্তি বিকীর্ণ হইতেছিল। অনঙ্গমোহিনী অনেকক্ষণ মনের সাধে, ত্রিস্রোতার মৃদু-মধুর কলধ্বনি বিহগগণের মধুর কূজন, বসন্ত-মারুতের অস্ফুট বচন শুনিতে শুনিতে, সুধাংশুর অমৃতধারা সেবন করিতে করিতে, সেই অপূর্ব্ব অলঙ্কার-রাশিতে সেই অপূর্ব্বসৌন্দর্য্যময়ী বালিকাকে সাজাইতে লাগিলেন। এক একবার চঞ্চল বসন্তানিল আসিয়া, তাঁহার অলকদাম স্পর্শ করিয়া, তাঁহার কানে কানে মৃদু রবে, মধুর কণ্ঠে, কোন অপরিজ্ঞাত ভাষায়, কোথায় কোন্ অলঙ্কার কেমন করিয়া পরিতে হইবে, বলিয়া দিতে লাগিল। আবার যেন তাঁহার শিল্প-নৈপুণ্যে প্রীত ও মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার অলকদাম ও কপোল চুম্বন করিয়া, পলাইয়া যাইতে লাগিল!

কুসুমসজ্জা শেষ করিয়া,অনঙ্গ নির্ম্মলাকে বলিলেন,"এইখানে এই আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে, একবার দেখ দেখি, তোমাকে কেমন মনের মতন ক'রে সাজিয়েছি! ততক্ষণ আমিও নিজে একবার মনের সাধে গহনা প'রে আসি।"

অনঙ্গ নির্ম্মলাকে দর্পণ-সম্মুখে দাঁড় করাইয়া, অপর কক্ষে চলিয়া গেলেন। তিনি গহনার বাক্স খুলিয়া, এক একখানি গহনা লইয়া পরিতে লাগিলেন। হীরার হার বাহির করিয়া, তাহার উজ্জ্বল প্রভায় কক্ষ-মধ্যস্থ প্রদীপ আভাহীন করিয়া, গলায় পরিলেন। রত্ন-মুকুট মাথায় পরিলেন। চরণতল হইতে মস্তকের উপর পর্য্যন্ত, যেখানে যাহা শোভা পায়, অলঙ্কারসমূহে শোভিত

করিলেন। উজ্জ্বল-রত্নরাজি-খচিত আশ্‌মানি রঙের বহুমূল্য বসন পরিলেন। তারপর আবার নির্ম্মলার নিকটে আসিয়া, তাহার হাত ধরিয়া কোথায় লইয়া চলিলেন।

একটি নির্জ্জন-কক্ষ-মধ্যে, নীলাম্বর একাকী গবাক্ষ-পার্শ্বে বসিয়া, উন্মীলিত নেত্রে, সহাস্য-মুখে আকাশের দিকে চাহিয়া কি দেখিতেছিলেন। অনঙ্গ নির্ম্মলাকে কক্ষের দ্বার-সমীপে দাঁড়াইতে বলিয়া, নীলাম্বরের নিকটে গিয়া, তাঁহার কাঁধের উপর হাত দিয়া দাঁড়াইলেন। যেন আজ "কৈলাস-ভবন"-নাম সার্থক করিয়া, প্রমথপতির পার্শ্বদেশে অন্নপূর্ণা শিবপুরী আলো করিয়া দাঁড়াইলেন! নীলাম্বর অনঙ্গের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া মৃদু হাস্যে বলিলেন, "অনঙ্গ! আজ এত অলঙ্কার পর্‌বার সাধ হ'ল কেন?"

অনঙ্গ বলিলেন, "তুমি যখন আমাকে একাকিনী রেখে নিরুদ্দেশ হ'য়েছিলে, আর আমি বিধবাবেশ ধারণ ক'রেছিলেম, আমার মনে বড় আশা ছিল, তুমি ফিরে এলে সর্ব্বাঙ্গ রত্নালঙ্কারে ভূষিত ক'রে, তোমার কাছে একবার দাঁড়াব।"

নীলাম্বর বলিলেন, "সে দিনতো অশোকপুরে সে আশা পূর্ণ ক'রেছিলে।"

অনঙ্গ বলিলেন, "আজ আবার আমার সাধের "কৈলাস-ভবনে" আর একবার সে সাধ পূর্ণ ক'র্‌তে এলেম। এখনি আবার আর একটী সাধ পূর্ণ ক'র্‌ব।—আমার এ জীবনের সকল সাধ আজ পূর্ণ হ'ল! এখন তোমার যদি ইচ্ছা হয়, আমি আজ

থেকে তোমার মতন গেরুয়া বসন পর্‌ব, এ জন্মে আর অলঙ্কার প'র্‌ব না।"

নীলাম্বর হাসিয়া বলিলেন, "না! তোমাকে এইরূপ রত্না-লঙ্কারে অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তির ন্যায় সুন্দর দেখায়! অন্নপূর্ণা আবার কোন্ কালে সন্ন্যাসিনী-বেশ ধারণ করে?"

"তবে তাই হবে। আমি আজীবন এমনি রাজরাণী থাক্‌ব।"

নীলাম্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর একটি কি সাধ পূর্ণ ক'র্‌বে ব'ল্‌ছিলে, বল শুনি।"

অনঙ্গ দ্বারদেশ হইতে নির্ম্মলার হাত ধরিয়া, নীলাম্বরের নিকটে আসিয়া বলিলেন, "আজ আমার ঠাকুর-পোকে তার এই ফুল-শয্যার দিন একটী যৌতুক দিব ব'লেছিলেম। এই দেখ, তাকে এই যৌতুক দিতে যাচ্চি।"

নির্ম্মলা নীলাম্বরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া, মুখ অবনত করিয়া দাঁড়াইল। অনঙ্গ বলিলেন, "আয় নির্ম্মলা!"

উপরে একটী বিস্তীর্ণ প্রকোষ্ঠ বিনোদের ফুল-শয্যার জন্য সজ্জিত হইয়াছিল। অনঙ্গ নির্ম্মলাকে সেই কক্ষ-মধ্যে লইয়া গেলেন। সেই সুবাসিত সুসজ্জিত কক্ষে, বহুসংখ্যক রমণী, বিনোদকে মধ্যদেশে বসাইয়া, তাহার সঙ্গে হাস্য-পরিহাস ও কথোপকথন করিতেছিল। অনঙ্গমোহিনী নির্ম্মলার হাত ধরিয়া তাহাকে বিনোদের সম্মুখে আনিলেন। রমণীগণ করতালি দিয়া হাসিয়া উঠিল। অকস্মাৎ রমণীগণের হাস্যধ্বনি, ত্রিস্রোতার কুলু-কুলু রব, বিহগগণের উচ্চ গীতি বিলীন করিয়া, নীচে গম্ভীর

শব্দে নহবত বাজিয়া উঠিল ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বেহাগ-রাগিণীর তানে উচ্চরবে সানাই বাজিয়া উঠিল। অনঙ্গমোহিনী বসন্ত-পুষ্পাভরণভূষিতা নির্ম্মলাকে বিনোদের বাম পার্শ্বে বসাইয়া বলিলেন, "ঠাকুর-পো! আমি তোমাকে ফুল-শয্যার দিন যৌতুক দিব ব'লেছিলেম। আমার যৌতুক এই দেখ, এই—"বসন্তের রাণী"। একবার চেয়ে দেখ, ঠাকুর-পো! আমার কি সুন্দর—বসন্তের রাণী!"

বিংশ শতাব্দীর সভ্য জগৎ! একবার এই বঙ্গদেশের বসন্তোৎসবের দিন দরিদ্র বঙ্গবাসীর অন্তঃপুরে আসিয়া, একবার সভ্যতার চস্‌মা খুলিয়া চাহিয়া দেখ, আমাদের কি সুন্দর বসন্তের রাণী! এখানে রণ-কোলাহল নাই! অসির ঝন্‌ঝনা নাই, কামানের গর্জ্জন নাই, পরদেশ ও পরজাতি নিপীড়নের আস্ফালন নাই! তবে এ দীনহীন দুর্ভাগ্য দেশে কি দেখিবে? দেখিবার কি আছে? দেখিবার আছে—বসন্তের রাণী! প্রীতিময়ী, চিরপ্রেমময়ী, স্বর্গের সৌন্দর্য্যময়ী, বসন্তের রাণী! সহস্রসৌন্দর্য্য-ময়, সহস্রসৌরভময়, সহস্র পুষ্পের অলঙ্কারে ভূষিতা, মলয়-মারুতে, বিহগতানে, নির্ঝরিণীর কুলু-কুলু রবে পুলকিতা—শ্বেতসরোজবাসিনী, শুভ্রবরণা বীণাপাণীর ন্যায়—শুভ্রপ্রাণা, কলঙ্কস্পর্শশূন্যা—"বসন্তের রাণী"! আর তুমি বঙ্গকুলবধূ! একবার তুমি অই চিরশুভ্র, চিরপবিত্র অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া, অনঙ্গমোহিনি! ভুবনবিজয়ী অনঙ্গকে সতীর পবিত্র প্রাণের জ্যোতিতে, পবিত্র-প্রেমগৌরবে, মোহিত ও

পদদলিত করিয়া, অই আনন্দময়ী আদরের নববধূকে, অই লোকমনোমোহিনী অমৃতময়ী বসন্তের রাণীকে ক্রোড়ে লইয়া, জগতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, অই অমৃতময় কণ্ঠে বলিয়া দাও, "একবার চাহিয়া দেখ, কি সুন্দর আমাদের

"বসন্তের রাণী!"